পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 230 Tuesday, 21 July, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৩০ সংখ্যা ❋ ৪ শ্রাবণ ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ২১ জুলাই ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

মণীশ গুপ্তকে বাঁচাতেই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনেনি মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জুলাইঃ ২১ জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেগের দিন। তাই বাংলার ক্ষমতায় এসেই ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই কী হয়েছিল, তা প্রকাশ্যে আনতে কমিটি গঠন করেছিল তৎকালীন তৃণমূল সরকার। কিন্তু ১৫ বছরেও রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসেনি। সোমবার ৩৩ তম ২১ জুলাইয়ের প্রাক্কালে নিয়ম মেনে বিধানসভায় সেই রিপোর্ট পেশ করলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রিপোর্ট তুলে ধরে তিনি জানালেন, মণীশ গুপ্তের নির্দেশেই গুলি চলেছিল। পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর যথার্থতা প্রমাণিত হয়নি। সাক্ষীদের তালিকাও তুলে ধরেন তিনি। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাইয়ের প্রধান সাক্ষী হওয়ার কথা, তাকেই নাকি ডাকেনি কমিশন! ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই। বাংলার ক্ষমতায় বামেরা। তৎকালীন যুবকংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবিতে মহাকরণ অভিযানকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছিল তিলোত্তমা। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর স্বরাষ্ট্রসচিব মণীশ গুপ্তর নির্দেশে গুলি চলেছিল বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে। তাতে ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মী নিহত হন। ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেই একুশে জুলাইয়ের সেই ঘটনার যথাযথ তদন্তের জন্য বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন গঠন করেন মমতা। তারপর পেরিয়েছে ১৫ বছর। রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসেনি। তবে যে মনীশ গুপ্তের নির্দেশে গুলি চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল, তাঁকে মন্ত্রিসভায় জায়গা দিয়েছিলেন মমতা। তা নিয়ে কংগ্রেস ও বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের মধ্যে ক্ষোভ দীর্ঘদিনের। সোমবার অবশেষে সেই ২১ জুলাই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করলেন শুভেন্দু। জানালেন, সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য মোট ৪৪ জনকে তলব করা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-সহ পুলিশের একাধিক কর্তা ছিলেন। কিন্তু যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনার মূল সাক্ষী হওয়ার কথা, তাঁকেই নাকি ডাকেনি কমিশন! এদিকে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করা হলে তিনি সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেছিলেন। কারণ হিসেবে জানিয়েছিলেন, যে মণীশ গুপ্তের নির্দেশে গুলিচালনার ঘটনা তাঁকেই মন্ত্রিসভায় জায়গা দিয়েছেন মমতা। তাই সাক্ষ্য দেওয়া অযৌক্তিক। এরপরই রিপোর্ট পড়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান, সেদিন উসকানি ছাড়াই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছিল। মণীশ গুপ্তের নির্দেশেই চলে গুলি। তবে তাঁকে কে নির্দেশ দিয়েছিল তা জানা যায়নি। রিপোর্ট অনুযায়ী যেখানে গুলি চলেছিল, তা রাইটার্স বিল্ডিং থেকে অনেকটা দূরে। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বিক্ষোভ আছড়ে পড়তে পারে, তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক আশঙ্কা। মেয়ো রোড, রেড রোড, ডোরিনা ক্রসিং-যেখানে যেখানে গুলি চলেছিল, তা পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু শহিদদের হয়ে সর্বদা সুর চড়ালেও কেন কমিশনের রিপোর্ট ফাইল বন্দি করেই ফেলে রাখল তৃণমূল সরকার? শুভেন্দুর দাবি, তৃণমূল সরকারের প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী মণীশ গুপ্তকে বাঁচাতেই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনেনি মমতা। অর্থাৎ শহিদ স্মরণে প্রতিবছর বিরাট আয়োজন করা হলেও আদতে তাঁদের ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টাই করেননি তিনি। তবে কি স্রেফ ভোটবাক্সের কথা ভেবেই প্রতিবছর এই দিনটিকে নিয়ে এত তোড়জোড়?

নাবালককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উত্তাল বাঁশদ্রোণী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জুলাইঃ মানসিক উদ্বেগগ্রস্থ এক নাবালককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ। মৃত নাবালকের পরিবারের তরফে করা অভিযোগের ভিত্তিতে রিহ্যাব সেন্টারের চার কর্মীকে গ্রেফতার করল বাঁশদ্রোণী থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বাঁশদ্রোণী থানা এলাকার বাসিন্দা দম্পতির ছেলে বিগত বেশ কিছুদিন যাবৎ মানসিক উদ্বেগ সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছিলেন। বাড়িতে প্রায়শই নানাধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করতো ওই নাবালক। তাতেই উদ্বেগ বাড়ছিল পরিবারে। সেকারণেই অন্যত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। রবিবারই পরিবারের তরফে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় একটি রিহ্যাব সেন্টারের যোগাযোগ করা হয়। গাড়ি নিয়ে রিহ্যাব সেন্টারের কর্মীরা নাবালককে নিয়ে যাওয়ার জন্য পৌঁছায়। সূত্রের খবর, বাড়ি থেকে নাবালককে একপ্রকার জোর পূর্বক বের করে নিয়ে গাড়িতে তোলেন রিহ্যাব সেন্টারের কর্মীরা। গাড়িতে মারধর করারও অভিযোগ রয়েছে। কিছু সময় পর রিহ্যাব সেন্টারের কর্মীরা নাবালকের পরিবারকে ফোন করে জানায় আপনাদের ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নাবালককে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। খবর চাউর হতেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো শোরগোল শুরু হয়ে যায়। এরইমধ্যে মৃত নাবালকের পরিবারের তরফে বাঁশদ্রোনি থানা লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে রিহ্যাব সেন্টারের চার কর্মীকে গ্রেফতার করে। পুলিশ বলছে, নির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়েই তাঁরা তদন্ত শুরু করেছেন। গ্রেফতারও হয়েছে। আপাতত ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে নাবালকের দেহ। অপেক্ষা রিপোর্টের। রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর বিষয়ে ধোঁয়াশা অনেরটাই কাটবে বলে মনে করা হচ্ছে।

নিউটাউনে উদ্ধার তরুণীর ঝুলন্ত দেহ, হাসপাতালে লিভ-ইন পার্টনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জুলাইঃ নিউটাউনে লিভ ইন পার্টনারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য। মৃতার নাম তৃষা সাহা (২৫)। বাড়ি নৈহাটিতে। সূত্রের খবর, চার মাস আগে থেকে সৌভিক রায় নামে এক যুবকের সঙ্গে নিউটাউনের চন্ডীবেড়িয়াতে একটি ফ্ল্যাটে একত্রবাসে থাকতে শুরু করেছিল। এই সৌভিককেও রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। এই মুহূর্তে সে স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কিন্তু পুরো ঘটনা কী করে ঘটল তা নিয়ে দানা বেঁধেছে রহস্য। তৃষা সাহার মৃত্যুর কারণও এখনও পুলিশের কাছে স্পষ্ট নয়। জোরকদমে চলছে তদন্ত। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান ঝামেলার কারণে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তরুণীর শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পায়ে রয়েছে ক্ষত চিহ্ন। তাই সৌভিক ও তৃষার মধ্যে কোনও ঝামেলা হয়েছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অন্যদিকে মারধর করে তৃষাকে ঝুলিয়ে দিয়ে সৌভিক রায় আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছে কিনা সেটাও ভাবাচ্ছে পুলিশকে। আপাতত আশেপাশের লোকজনকেও জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। অন্যদিকে তৃষার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেও এ বিষয়ে ধোঁয়াশা অনেকটাই কাটবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি সৌভিকের বয়নাও এ ক্ষেত্রে পুলিশের রহস্য সমাধানে বড় অস্ত্র হতে পারে। বাড়ির মালিক সুদাম মাইতি বলছেন, ‘‘আগে ওদের মধ্যে কোনও ঝামেলা বা অশান্তি হয়েছিল বলে শুনিনি। ৪ থেকে ৫ মাস ওরা এখানে রয়েছে। লিভ ইনেই থাকতো। আমি খবর পাওয়ার পরেই পুলিশকে জানাই। আত্মহত্যা না অন্য কোনও ঘটনা পুলিশ সেটা দেখছে। আমার যে এগ্রিমেন্টের কাগজ বা অন্য ডকুমেন্ট রয়েছে সবই দিয়েছি।’’

১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যের সমস্ত সরকারি ক্ষেত্রে বাংলা বাধ্যতামূলক

ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জুলাইঃ বাংলা ও বাঙালির অহং ভাষা। আর সেই ভাষাকে আরও ব্যাপকতরভাবে ছড়িয়ে দিতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যের প্রতিটি সরকারি দপ্তরের কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হল। সোমবার বিধানসভায় এই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি রাজ্যে এসে বাংলা ভাষার আরও বিস্তার নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একটি চিঠি লিখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। এদিন বিধানসভায় সেই চিঠি পড়ার পর তাঁর পরামর্শ মেনে সরকারি কাজে বাংলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হল বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। সরকারের তরফে প্রস্তুতির জন্য কিছুটা সময় নেওয়া হল। তারপর ১ সেপ্টেম্বর থেকে দাপ্তরিক চিঠিপত্র, বিজ্ঞপ্তি এমনকী থানার কাজেও বাংলা চালু হবে। রবিবার হাওড়ার আমুল কারখানার শিলান্যাস অনুষ্ঠানের মঞ্চে শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, বাংলা ভাষা নিয়ে অমিত শাহ তাঁকে একটি চিঠি লিখেছেন, তা তিনি সোমবার বিধানসভায় পড়ে শোনাবেন। সেইমতো সোমবার বেলা ১১টায় বিধানসভা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই চিঠি পড়ে শোনান মুখ্যমন্ত্রী। চিঠির ছত্রে ছত্রে বাংলা ভাষার সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের বর্ণনা। আর তাকে এগিয়ে নিয়ে যেত শাহর পরামর্শ ছিল, সরকারি কাজের ভাষা হিসেবে বাংলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হোক। সেই পরামর্শ মেনে এবং বাংলাকে আরও বেশি সম্মান জানাতে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, ১ সেপ্টেম্বর থেকে সমস্ত সরকারি কাজে, দপ্তরগুলিতে বাংলা

● এরপর ৬ পাতায়...

অ্যাপ-ক্যাব অ্যাম্বুলেন্স থেকে বেসরকারি হাসপাতালে ফ্রি বেড!

স্বাস্থ্য পরিষেবায় বড় ঘোষণা বিধানসভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জুলাইঃ রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও চিকিৎসার পরিকাঠামোকে নতুন রূপ দিতে বিধানসভায় একগুচ্ছ পরিকল্পনা পেশ করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় বিশেষ সহায়তার আওতায় প্রায় ৭৫৪ কোটি টাকার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য বাজেটের সার্বিক নিরিখে প্রায় হাজার হাজার কোটি টাকারও বেশি খরচের রূপরেখা তুলে ধরে রাজ্যকে ‘হেলথ হাব’ বা বিশ্বমানের চিকিৎসা পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তিনি। কলকাতার আইপিজিএমআর এসএসকেএম হাসপাতালে ১৩১টি পেইং বেড, কেবিন ও মড্যুলার ওটি-সহ নতুন ১০ তলা উডবার্ন ওয়ার্ড এবং রোবোটিক সার্জারি চালু হচ্ছে। কার্ডিওলজিতে মিলবে দ্বিতীয় ক্যাথল্যাব ও লি রোডে হবে স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের আবাসন। এসএসকেএম এবং এনআরএস-এ বসছে ১২৮-স্লাইস সিটি স্ক্যান। এ ছাড়াও কলকাতা ও বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে নতুন ক্যাথল্যাব এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ছয় তলা নতুন রোগী পরিষেবা ভবন তৈরি হতে চলেছে। পিপিপি মডেলে রাজ্যে পাঁচটি আঞ্চলিক চিকিৎসা কেন্দ্রও (মেডিক্যাল হাব) গড়া হবে। দালালরাজ বন্ধ করতে জিপিএস ট্র্যাকিং-সহ অ্যাপ-ক্যাব অ্যাম্বুলেন্স চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। সরকারি হাসপাতাল থেকে রেফার হওয়া রোগীদের জন্য বেসরকারি হাসপাতালের মোট শয্যার ১০ শতাংশ (প্রায় ২ হাজার ২১৫টি বেড) সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সংরক্ষিত থাকবে। নদীমাতৃক সুন্দরবনের জন্য থাকছে ৬টি ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স ও ২টি ভাসমান মোবাইল মেডিকেল ইউনিট। পাশাপাশি, বাড়ি বাড়ি পরিষেবা দিতে তৈরি ২১০টি এবং সুডার মাধ্যমে শহরাঞ্চলের জন্য আরও ১০০টি আধুনিক মোবাইল মেডিকেল ইউনিট নামানো হচ্ছে। মাত্র ৬০ দিনে তৈরি কন্ট্রোল রুম থেকে সমস্ত সরকারি ও পরবর্তীতে বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে ওয়েবকাস্টিংয়ের মাধ্যমে সর্বক্ষণ নজরদারি চালানো হবে। সুন্দরবনে ২১টি নতুন প্রসব কেন্দ্র এবং চার জায়গায় নতুন এসএনসিইউ ইউনিট হচ্ছে। মাতৃমৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ। প্রবীণদের জন্য মহকুমা হাসপাতালগুলিতে মিউজিক থেরাপি এবং জেলাগুলিতে জেরিআট্রিক ক্লিনিক শুরু হচ্ছে। পাশাপাশি, ভেলোর ও মুম্বইয়ে চিকিৎসা করাতে যাওয়া রাজ্যের রোগীদের সুবিধার্থে সাশ্রয়ী আববাসনের সংস্থান করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিশ্চিত করেন, রাজ্যের সর্বজনীন স্বাস্থ্যসুবিধা বজায় রাখতে আয়ুষ্মান ভারতের পাশাপাশি প্রতি পরিবার পিছু ৫ লাখ টাকার রাজ্য বীমা সুনিশ্চিত করা হবে।

হাইকোর্টে ফের বড় ধাক্কা কালীঘাট তৃণমূলের!

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে মিলল না স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জুলাইঃ হাইকোর্টে বড় আইনি ধাক্কা খেল কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দেওয়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার নোটিসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে অন্তর্বর্তী আবেদন করা হয়েছিল, তা খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও এই সংক্রান্ত নির্দেশ দেন। আদালতের এই সিদ্ধান্তের ফলে আপাতত ফ্রিজ অবস্থাতেই থাকছে দলের অ্যাকাউন্টগুলি। ইডির তরফ থেকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মোট ৯টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছিল, যার মধ্যে বিতর্কিত তিনটি অ্যাকাউন্টে প্রায় ৪৪০ কোটি টাকা রয়েছে বলে খবর। এই নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কালীঘাট শিবির। তাঁদের বক্তব্য ছিল, এর আগে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণ থাকার পরও ইডি কীভাবে নতুন করে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করতে পারে? সেই প্রশ্ন তুলে পরবর্তীতে বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে মামলা দায়ের করা হয়। গত সপ্তাহেই এই মামলার শুনানি শেষ হয়েছিল।

● এরপর ৬ পাতায়...

অভিষেকের বিদেশ যাওয়া প্রসঙ্গে হাইকোর্ট

এসএসকেএম-এ চোখের চিকিৎসা করা হোক!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জুলাইঃ তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশে গিয়ে চোখের চিকিৎসার আবেদন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার মামলার শুনানিতে আদালত জানিয়ে দেয়, বিদেশে চিকিৎসার অনুমতি সংক্রান্ত আবেদন নিয়ে চূড়ান্ত শুনানি আগামী আগস্ট মাসে হবে। তার আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত চিকিৎসা-সংক্রান্ত রিপোর্ট আদালতের সামনে তুলে ধরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবারের শুনানিতে আদালতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে। চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা কতটা, তা আগে স্পষ্ট হওয়া দরকার। আদালতের বক্তব্য, কলকাতাতেই চোখের উন্নত চিকিৎসার জন্য একাধিক হাসপাতাল রয়েছে। সেই সব প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন কেন, তা নিয়ে আদালত জানতে চায়। শুনানির সময় আদালত আরও উল্লেখ করে, অভিষেক

● এরপর ৬ পাতায়...

ত্রিপুরার ডিজিপি অনুরাগ ধনকড়ের ঝুলন্ত দেহ পুলিশ সদর দফতরে!

সংবাদ সংস্থা, আগরতলা, ২০ জুলাইঃ সোমবার সকালে মৃত অবস্থায় উদ্ধার হলেন ত্রিপুরার ডিজিপি অনুরাগ ধনকড়। আগরতলার পুলিশ সদর দফতরে তাঁর কক্ষেই দেহ উদ্ধার হয় এদিন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, অনুরাগ ধনকড়কে সোমবার তাঁর অফিসেই ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান কর্মীরা। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে আগরতলার গোবিন্দ বল্লভ পন্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। সেখানে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া চলছে। হাসপাতালের চিকিৎসক প্রদীপ ভৌমিক জানিয়েছেন, দুপুর ১২টার সময় ধনকড়কে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তখন তাঁর নাড়ির স্পন্দন, রক্তচাপ বা জীবনের কোনও লক্ষণ ছিল না। চিকিৎসকেরা প্রায় ৪০ মিনিট সিপিআর চালিয়েও ফেরাতে পারেননি। দুপুর ১২টা ৪৮

মিনিটে মৃত ঘোষণা করা হয়। হাসপাতালের চিকিৎসক প্রদীপ ভৌমিক জানান, ‘‘দুপুর ১২টা নাগাদ তাঁকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তখন তাঁর শরীরে কোনও প্রাণের লক্ষণ ছিল না। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে সিপিআর দেওয়া হলেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। দুপুর ১২টা ৪৮ মিনিটে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।’’ ঘটনার পর সদর দফতর চত্বর ঘিরে ফেলে পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ত্রিপুরা পুলিশের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক। মৃত্যুর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বিবৃতি দেয়নি। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। অনুরাগ ধনকড় ১৯৯৪ ব্যাচের আইপিএস অফিসার এবং ত্রিপুরা ক্যাডারের সদস্য ছিলেন। চলতি বছর মে মাসে অমিতাভ রঞ্জনের উত্তরসূরি হিসেবে ত্রিপুরার ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ পদে দায়িত্ব নেন। তার আগে তিনি ত্রিপুরায় ডিরেক্টর জেনারেল (ইন্টেলিজেন্স) হিসেবে কাজ করেছেন। সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন বা সিবিআইতেও তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল। কর্মজীবনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তদন্তের দায়িত্ব সামলেছিলেন তিনি। পেশাদারিত্ব এবং দীর্ঘ পুলিশি অভিজ্ঞতার জন্য ধনকড় ত্রিপুরার অন্যতম প্রবীণ আইপিএস অফিসার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। রাজ্যের শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকের আকস্মিক মৃত্যুতে প্রশাসনিক ও আইনশৃঙ্খলা মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

‘২৮ বছরের যুবরা স্কাইরুট চালাচ্ছে, ৫৬ বছরের নয়’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২০ জুলাইঃ সংসদের বাদল অধিবেশন শুরুর আগে রাজনৈতিক পারদ চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার সকালে সংসদ চত্বরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে নাম না করে কটাক্ষ করেন। প্রসঙ্গ ছিল ভারতের প্রথম বেসরকারি রকেট বিক্রম-১-এর সাফল্য। প্রধানমন্ত্রী স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের তরুণ বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের তুমুল প্রশংসা করেন। ভারতের যুবসমাজ মহাকাশ অভিযানকে যে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে তা স্বীকার করেন এক বাক্যে। সংস্থার পুরো দলের গড় বয়স মাত্র ২৮ বছর। একথা বলেই তিনি উল্লেখ করেন, ‘‘আমি কোনও ৫৬ বছরের যুবকের কথা বলছি না।’’ রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এই মন্তব্যকে রাহুল গান্ধির উদ্দেশে পরোক্ষ খোঁচা হিসেবেই দেখছেন। রাহুল গান্ধি জুনে ৫৬-এ পা দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস তাঁকে তরুণ নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরে। সেই প্রেক্ষিতে মোদির এই মন্তব্য নতুন করে বিজেপি-কংগ্রেস সংঘাতের ইঙ্গিত দিল। এদিন অধিবেশন শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদের উদ্দেশে গঠনমূলক সমালোচনার বার্তা দেন। তিনি মনে করেন, যেখানে

● এরপর ৬ পাতায়...

১০ মিনিটের বৈঠকে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’কে আশ্বাস দিলেন জে পি নাড্ডা, অনশন প্রত্যাহার ওয়াংচুকের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২০ জুলাইঃ সোমবার সকাল থেকে বিক্ষোভের জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজধানী। ককরোচ জনতা পার্টির নেতৃত্বে যে বিক্ষোভ শুরু হয়, তা ক্রমশ এগিয়ে যায় সংসদ ভবনের দিকে। এই আবহেই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দেখা করার বার্তা দেন জে পি নাড্ডা। ‘ককরোচ জনতা পার্টি’র দুই প্রতিনিধির সঙ্গে এদিন নিজের বাসভবনে দেখা করেন তিনি। সিজেপি-র প্রতিনিধি সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কা এদিন নাড্ডার সঙ্গে দেখা করেন। ১০ মিনিটের কথোপকথন হয় এদিন। বৈঠক থেকে বেরিয়ে সৌরভ দাস জানান, জে পি নাড্ডা তাঁদের কথা শুনেছেন। তাঁদের দাবি নিয়ে আলোচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন। তবে কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি বলে দাবি করেছেন ওই দুই প্রতিনিধি। সৌরভ দাস আরও জানান, জে পি নাড্ডা নির্দিষ্ট স্তরে কথা বলবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। তবে দাবিপূরণ না হলে, আন্দোলন থামবে না বলে জানিয়েছেন তাঁরা। সিজেপি-র তরফে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে জে পি নাড্ডাকে। মূলত শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁরা। তবে জে পি নাড্ডা বা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই বৈঠক নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। এদিনই দিল্লিতে বিক্ষোভ চলাকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। শাহের দফতরেই তাঁর সঙ্গে দেখা করেন শিক্ষামন্ত্রী। উল্লেখ্য এদিন সিজেপি’র মিছিলের পুলিশি অনুমতি ছিল না, চারদিকে জারি ছিল কড়া নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু সমস্ত রক্তচক্ষু ও ব্যারিকেড উপেক্ষা করেই সোমবার সকালে দেশজোড়া ক্ষোভ এসে আছড়ে পড়ল দিল্লির রাজপথে। নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং শিক্ষা ব্যবস্থার চরম গলদের প্রতিবাদে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’-র ডাকে ‘চলো সংসদ’ অভিযানকে কেন্দ্র করে আক্ষরিক অর্থেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় নয়াদিল্লি। সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনেই অন্তত ২০ হাজার মানুষের এই বিশাল মিছিল আটকানোকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের তুমুল খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে। ভিড় ছত্রভঙ্গ করতে আন্দোলনকারীদের ওপর নির্বিচারে টিয়ার গ্যাসের সেল নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ চালায় পুলিশ। বিক্ষোভের উত্তাপ এতটাই বেড়ে যায় যে, নিরাপত্তার খাতিরে মধ্য দিল্লির বহু এলাকায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় প্রশাসন। উল্লেখ্য, আগে সংসদ মার্গ থানার কাছেই যেকোনও মিছিলকে আটকে দেওয়া হত। তবে, এবার কাঁদানে গ্যাসের শেল, লাঠিচার্জের অভিযোগের পরও ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ পৌঁছে যায় সংসদ ভবনের গেট পর্যন্ত। নতুন সংসদ ভবন হওয়ার পর এই প্রথম কোনও দল সংসদের সামনে পর্যন্ত পৌঁছতে পারল। সোমবার সকাল থেকেই যন্তর মন্তরে জমা হতে শুরু করেছিলেন হাজার হাজার তরুণ-তরুণী, ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের মূল দাবি একটাই, নিট কেলেঙ্কারির সঠিক বিচার, শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ২০ হাজারের জমায়েত যখনই যন্তর মন্তর থেকে সংসদের দিকে এগোতে শুরু করে,

● এরপর ৬ পাতায়...

বিশ্বমঞ্চে ভারতের ভাবমূর্তি সর্বজনীন স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করছে ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ জুলাই ঃ বিশ্বমঞ্চে ভারতের ভাবমূর্তি সর্বজনীন স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করছে, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাদল অধিবেশন, তার আগে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ভারতের যুবসমাজ মহাকাশে এক নতুন যাত্রার সূচনা করেছে। আমাকে জানানো হয়েছে, 'স্কাইরুট' স্টার্টআপে কর্মরত পুরো দলের গ।বয়স মাত্র ২৮ বছর। এমন তরুণরাই এই অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করেছে। আমি কিন্তু কোনও ৫৬ বছর বয়সী 'তরুণ'-এর কথা বলছি না। মাত্র এক মাসের মধ্যেই দেশ একাধিক মাইলফলক স্পর্শ করেছে-এমন সব সাফল্য যা প্রতিটি নাগরিকের মনে গর্বের সঞ্চার করে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতীয় পর্যায় হোক, আন্তর্জাতিক অঙ্গন কিংবা এখন মহাকাশ-সর্বত্রই ভারতের জন্য এসব মুহূর্ত অত্যন্ত গর্বের। গত বছর বাদল অধিবেশনের ঠিক আগেই একজন ভারতীয় নাগরিক আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছেছিলেন। আর ঠিক কিছুদিন আগেই ভারতের একটি তরুণ স্টার্টআপ এক বিশাল কৃতিত্ব অর্জন করেছে। বিশ্বের খুব কম দেশেই এমন বেসরকারি উদ্যোগ দেখা গেছে ভারতের যুবসমাজ মহাকাশে এক নতুন যাত্রার সূচনা করেছে। এটি এক বিশাল সাফল্য। বিশ্বমঞ্চে ভারতের ভাবমূর্তি সর্বজনীন স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করছে। এটি কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয় এটি একটি বার্তা-এক শক্তিশালী বার্তা-যে আমাদের দেশের তরুণদের সম্ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষা মহাকাশের মতোই অসীম।সংসদের বাদল অধিবেশন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, বর্ষা হোক কিংবা বাদল অধিবেশন-উভয়ই যদি সক্রিয় হয়, তবে তা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। আর যখন উভয়ই ফলপ্রসূ হয়, তখন তা দেশের কল্যাণ ও সকল জীবের মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করে। তাই আমরা প্রার্থনা করি যেন বর্ষা সক্রিয় ও ফলপ্রসূ থাকে এবং সংসদের বাদল অধিবেশনও ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আমরা ভালোভাবেই জানি এবং সমগ্র বিশ্বই বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধের অব্যাহত হুমকি নিয়ে উদ্বিগ্ন। পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত ভারতের মতো দেশগুলির জন্য একটি বড় সংকট তৈরি করেছিল, যারা জ্বালানির জন্য অন্যদের ওপর নির্ভরশীল। পেট্রোল, ডিজেল, এলপিজি, সার এবং রাসায়নিকের ক্ষেত্রে অসংখ্য বাধা ও সংকট দেখা দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও, ভারত ৭.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার বজায় রেখেছে এবং বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটি ভারতের অন্তর্নিহিত শক্তিকে প্রতিফলিত করে এবং নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে দেশের উদ্দীপনা ও আগ্রহের এক ঝলক তুলে ধরে। এই প্রেক্ষাপটেই সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হচ্ছে দেশ এক নতুন গতিবেগ পেয়েছে এবং সংসদের প্রাণশক্তি সেই গতিতে নতুন উদ্দীপনা জোগাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, দেশের 'সংস্কার-যাত্রায়' শামিল হওয়ার ফলেই ভারতের যুবসমাজ এমন অসামান্য সাহস দেখাতে এবং সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। সম্প্রতি রাজস্থানে একটি বিশাল তেল শোধনাগার জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই দেশের জন্য তৃতীয় সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্টটি উৎসর্গ করা হয়েছে। কিছুদিন আগেই নাগরিকদের জন্য একটি গ্রিন হাইড্রোজেন-চালিত ট্রেন চালু করা হয়েছে বিশ্বের খুব কম দেশেরই এই সুবিধা রয়েছে। ভারতের চালু করা এই হাইড্রোজেন ট্রেনটিতে রয়েছে সবচেয়ে শক্তিশালী ইঞ্জিন এবং এটিই এ ধরনের ট্রেনগুলোর মধ্যে দীর্ঘতম। এই সাফল্য ভারতের বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, উদ্ভাবক, উদ্যোক্তা এবং কর্মীদের নিষ্ঠারই প্রমাণ-যারা সবাই একটি অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে দেশের জন্য কাজ করে চলেছেন।

চারধাম যাত্রা সাময়িক স্থগিত, টানা বৃষ্টিতে বেহাল রুদ্রপ্রয়াগ

রুদ্রপ্রয়াগ, ২০ জুলাই ঃ খারাপ ও প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য চারধাম যাত্রা সাময়িকদের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে সোমবার উত্তরাখণ্ড রাজ্য প্রশাসন সাময়িকভাবে চার ধাম যাত্রা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গা।ওয়াল কমিশনার সংশ্লিষ্ট সকল জেলাশাসক ও আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন যাত্রাপথে থাকা তীর্থযাত্রীদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। এছা।া, যাত্রাপথ সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে ঘোষণা করার পরই তাঁদের পরবর্তী যাত্রার অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, সংবাদমাধ্যম ও অন্যান্য যোগাযোগের মাধ্যমের সাহায্যে তীর্থযাত্রী ও সাধারণ মানুষের কাছে সময়োপযোগী ও সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্যও আধিকারিকদের বলা হয়েছে। যাত্রাপথ নিরাপদ হলে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় এই তীর্থযাত্রা শুরু হবে। আবহাওয়া ও যাত্রাপথের পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের কোনও গুজবে কান না দিয়ে কেবল প্রশাসনের জারি করা নির্দেশিকা মেনে চলতে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কর্তৃপক্ষের নির্দেশাবলী পালন করার আহ্বান জানানো হয়েছে।রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় অবিরাম বৃষ্টির ফলে নদীর জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। অলকানন্দা ও মন্দাকিনি-উভয় নদীর জলস্তরই বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় ‘ নমামি গঙ্গে’ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ঘাটগুলো তলিয়ে গেছে। রুদ্রপ্রয়াগ জেলা প্রশাসন সব বিভাগকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে। জেলা জরুরি পরিষেবা কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট সব বিভাগকে বৃষ্টিজনিত যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সর্বোচ্চ প্রস্তুতি বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি, স্থানীয় বাসিন্দা ও তীর্থযাত্রীদের নদীর তীর থেকে দূরে থাকতে এবং সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বাঁকুড়ায় উদ্ধার এক ব্যক্তির দেহ হাতির হানায় প্রাণহানি, অনুমান স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি,বাঁকুড়া,২০ জুলাই ঃ বাঁকুড়ায় উদ্ধার এক ব্যক্তির দেহ। স্থানীয়দের অনুমান, হাতির হানায় প্রাণ হারিয়েছেন ওই ব্যক্তি। গত রবিবার সকালে বাঁকুড়ার বড়জোড়া থানার দেউচা এলাকায় ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। এদিন পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম স্বপন পন্ডিত। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি, গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।গত রবিবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে দেউচা এলাকার রাস্তার ধারে স্বপনবাবুর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁর শরীরের আঘাতের চিহ্ন দেখে গ্রামবাসীদের অনুমান, ভোরের দিকে কোনও হাতি তাঁকে আক্রমণ করে থাকতে পারে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয়রাই খবর দেন পুলিশে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

গোল্ডেন বল জিতলেন রদ্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ ২০২৬ বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার গোল্ডেন বল জিতলেন রদ্রি। স্পেনের প্রথম খেলোয়া। হিসেবে এই স্বীকৃতি পেলেন তিনি।এবার ম্যানচেস্টার সিটির এই মিডফিল্ডার আসরে আট ম্যাচের সবকটিতেই খেলেন। এবার দলের বড় ভরসা ছিলেন তিনিই। প্রায় পুরো মাঠেই দাপিয়ে বেড়িয়েছেন ৩০ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়। ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে আটকে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন রদ্রি। বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ব্যালন দ'র, তিনটিই জেতা ১১তম খেলোয়াড় হলেন রদ্রি। ২০২৪ সালে দলের ইউরো জয়েও বড় ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি। সেই আসরেরও সেরা খেলোয়া। নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে ফেসবুক বিভ্রাট, ডেস্কটপ সংস্করণ অচল হওয়ায় ভোগান্তিতে লক্ষাধিক ব্যবহারকারী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ জুলাই ঃগত রবিবার দুপুরে হঠাৎ করেই বিশ্বজুড়ে বড়সড় বিভ্রাটের মুখে পড়ল জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ফেসবুক । ভারতীয় সময় দুপুর ১টা নাগাদ এই যান্ত্রিক ত্রুটি শুরু হওয়ার পর থেকে বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারী চরম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। বিশেষ করে ডেস্কটপ বা কম্পিউটার থেকে যাঁরা ফেসবুক ব্যবহার করেন, তাঁরাই সবচেয়ে বেশি বিপাকে প।ছেন।সূত্রের খবর, রবিবার দুপুর থেকেই ফেসবুকের সার্ভারে সমস্যার সূত্রপাত হয়। ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ থেকে ফেসবুক লগ-ইন করার চেষ্টা করলেই স্ক্রিনে ভেসে উঠছে একটি বার্তা- ‘অ্যাকাউন্ট সাময়িকভাবে উপলব্ধ নয়’ । এর ফলে ব্যবহারকারীরা নতুন কোনও পোস্ট করা, বার্তা আদান-প্রদান (মেসেজ) করা কিংবা প্রয়োজনীয় আপডেট দেখার মতো কোনও কাজই করতে পারছেন না। তবে স্বস্তির বিষয় হল, স্মার্টফোনে ফেসবুক অ্যাপ ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কোনও সমস্যা দেখা যায়নি। মোবাইলে স্বাভাবিকভাবেই কাজ করছে এই প্ল্যাটফর্মটি।এদিকে বিভ্রাটের খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাজার হাজার ব্যবহারকারী অন্য জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘ এক্স’ হ্যান্ডেলে নিজেদের ক্ষোভ ও অভিযোগ জানাতে শুরু করেছেন। জানা গিয়েছে, এই সমস্যাটি কেবল ভারতে নয়, বরং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে এক লক্ষেরও বেশি ব্যবহারকারী এই বিভ্রাটের বিষয়ে রিপোর্ট করেছেন।তবে ফেসবুকের মূল সংস্থা ‘ তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। কেন এমন আচমকা যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিল বা ঠিক কতক্ষণের মধ্যে পরিষেবা পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে, তা নিয়েও ধোঁয়াশা কাটেনি। ফলে সাধারণ ব্যবহারকারী থেকে শুরু করে যাঁরা ব্যবসায়িক কাজে ফেসবুকের ওপর নির্ভরশীল, তাঁরা চরম বিপাকে পড়েছেন।

‘জ্ঞান ভারতম’ মিশনের আওতায় ৮ কোটিরও বেশি পাণ্ডুলিপি ডিজিটাইজ করা হয়েছেঃমনসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ জুলাই ঃ'জ্ঞান ভারতম' মিশনের আওতায় ৮ কোটিরও বেশি পাণ্ডুলিপি ডিজিটাইজ করা হয়েছে, সোমবার লোকসভায় এমনটাই জানিয়েছেন কেঃদ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। তিনি জানিয়েছেন, 'জ্ঞান ভারতম মিশন'-এর আওতায় ৮ কোটিরও বেশি পাণ্ডুলিপি ডিজিটাইজ করা হয়েছে। সোমবার লোকসভায় এক প্রশ্নের জবাবে ডঃ মান্ডভিয়া বলেন, গবেষণা সহজতর করা এবং সাধারণ মানুষের কাছে পাণ্ডুলিপিগুলো সহজলভ্য করে তোলার লক্ষ্যে মোদী সরকার 'জ্ঞান ভারতম মিশন' চালু করেছে। তিনি জানান, এই মিশনের আওতায় সারা দেশে এক কোটিরও বেশি পাণ্ডুলিপি নিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়েছে। মন্ত্রী আরও জানান, ইতিমধ্যে তিন লক্ষ ৭৪ হাজারেরও বেশি পাণ্ডুলিপি আপলোড করা হয়েছে।

পাকিস্তানে লাইনচ্যুত মালগাড়ির ১৭টি বগি, ব্যাহত ট্রেন চলাচল

ইসলামাবাদ(সংবাদ সংস্থা), ২০ জুলাই ঃ পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশের মটিয়ারি জেলার ওয়াহাব শাহ রেল স্টেশনের কাছে একটি মালগা।রি ১৭টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এই ঘটনার ফলে সিন্ধ অঞ্চলে রেল যোগাযোগ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং আপ ও ডাউন-উভয় লাইনই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর জেরে করাচি এবং দেশের অন্যান্য অংশের মধ্যে ট্রেন চলাচল কিছু সময়ের জন্য স্তব্ধ হয়ে প।ে। প্রাথমিক খবর অনুযায়ী, এই দুর্ঘটনার কারণে বেশ কয়েকটি যাত্রিবাহী ও পণ্যবাহী ট্রেনের যাত্রা ব্যাহত হয়েছে এবং অনেক ট্রেন নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশ দেরিতে চলছে। মালগাড়িটি করাচি থেকে ইউসুফওয়ালার দিকে যাচ্ছিল।স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রবিবার দুর্ঘটনার পরই পাকিস্তান রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ইঞ্জিনিয়ারিং ও উদ্ধারকারী দল নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। রেল আধিকারিকরা জানান, দুর্ঘটনার সঠিক কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। ট্রাফিক বন্ধ থাকায় হায়দরাবাদ, টান্ডো আদম ও অন্যান্য স্টেশনে আটকে পড়া যাত্রীরা গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য বিকল্প যানবাহনের সাহায্য নেন।

শ্রীশ্রী নিগমানন্দ দাতব্য চিকিসালয়ের ৩৮ তম বার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো হালিশহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি,২০জুলাইঃ শ্রীশ্রী নিগমানন্দ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ৩৮ তম বার্ষিক উৎসব ও নিগমানন্দ মিশনের সদস্যগনের মধ্যে শংসাপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ হালিশহরে। আবহনী সংগীত ও স্তোত্রবন্দনায় তথা পরিচালনায় রাকেশ গুপ্তা, সভাপতি-অতিথিবৃন্দ-নির্বাচন ও সমর্থনে-প্রস্তাবক শ্রীম স্বামী বিমলানন্দ সরস্বতী মহারাজ। এই শুভ দিনের এই ৩৮ তম বার্ষিক উৎসব মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, সভাপতির আসন অলংকৃত করেন, অধ্যাপক-ডাক্তার শ্যামল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়, সম্মানীয় অতিথি-প্রাক্তন সুপার নৈহাটি হসপিটাল ও প্রাক্তন ডেপুটি সুপার কুচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডাক্তার অনুভা কয়াল, বিশিষ্ট অতিথি সল্যচিকিসক ডাক্তার সমীর কুমার মন্ডল এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। চন্দনের টিপ, সুগন্ধি ফুলের মালা এবং ব্যাজ ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেন, শ্রীম প্রণবেশচৈতন্য ব্রহ্মচারী ও শ্রীম সুধাচৈতন্য ব্রহ্মচারী। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন, শ্রীম স্বামী ব্রজেশানন্দ সরস্বতী মোহান্ত মহারাজ ও শ্রীম স্বামী বিমলানন্দ স্বরস্বতী মহারাজ। উদ্বোধনী সংগীতে রাকেশ গুপ্তা ও মিশনের সদস্যগণকে শংসাপত্র বিতরণ করেন শ্রীম স্বামী ব্রজেশানন্দ সরস্বতী মোহান্ত মহারাজ। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ ও হালিশহর নিগমানন্দ মিশনের সভাপতি তথা মোহান্ত-ডঃ শ্রীম স্বামী ব্রজেশানন্দ সরস্বতী মহারাজ। আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ ও হালিশহর নিগমানন্দ মিশনের বাসরিক স্মরণিকা প্রকাশ করেন অধ্যাপক-ডাক্তার শ্যামল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন হালিশহর নিগমানন্দ মিশনের সম্পাদক তথা শ্রীম স্বামী বিমলানন্দ সরস্বতী মহারাজ। প্রধান অতিথির ভাষণ হয়নি, তার কারণ, অনিবার্য কারণবশত রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী ও শ্রম মন্ত্রী অর্জুন সিং মহোদয় আসতে পারেননি। খুব সুন্দর সংগীত পরিবেশন করে গোটা পরিবেশকে মাতিয়ে তোলে ও হৃদয়ে সকলের দাগ কাটে সংগীতশিল্পী কুমারী অরিত্রা ব্যানার্জি। সম্মানীয় অতিথির ভাষণ প্রদান করেন ডাক্তার অনুভা কয়াল, বিশিষ্ট অতিথির ভাষণ প্রদান করেন ডাক্তার সমীর কুমার মন্ডল, এছাড়াও অন্যান্য ডাক্তার এবং দূর থেকে আগত নেতৃত্ব স্বামী নিগমানন্দ এবং তাঁর আশ্রম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। স্বর্গতা কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি সম্মাননা প্রদান করানো হয় অধ্যাপক-ডাক্তার শ্যামল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বামীজী ব্রজেশানন্দ মহারাজের করকমলের মাধ্যমে। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরেও এই সমস্ত সম্মাননা ও তার সঙ্গে পাঁচ হাজার করে টাকা সম্মাননা হিসেবে প্রদান করা হয় মেদিনীপুর জেলা,নদীয়া জেলা,হুগলি জেলা,জলপাইগুড়ি জেলা ও দার্জিলিং জেলার নিগমানন্দ যুব সংঘের প্রতিনিধিদের। সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণ প্রদান করেন প্রাক্তন অধ্যাপক-ডাক্তার শ্যামল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সবশেষে ত্রুটি বিচ্যুতি শিকার ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অভিজি সেনগুপ্ত, তিনি হলেন নিগমানন্দ মিশন কার্যকরী সমিতির সদস্য। সবশেষে অভিজি সেনগুপ্তর দ্বারা জয়গুরু মহানামের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে মহতি এই ৩৮ তম বার্ষিক উৎসব ও অনুষ্ঠানের।

শ্রাবণের প্রথম সোমবারেই ভক্তদের ঢল তারকেশ্বরে

নিজস্ব প্রতিনিধি,হুগলি, ২০ জুলাই ঃ শ্রাবণের প্রথম সোমবার। আর সেই শুভ তিথিতেই কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হল শৈবতীর্থ তারকেশ্বর। এদিন ভোর রাত থেকেই লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ঢল নামে বাবা তারকনাথের দরবারে। শেওড়াফুলির নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে বাঁক কাঁধে গঙ্গাজল নিয়ে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার পথ হেঁটে শিবের জয়গান করতে করতে তারকেশ্বরের উদ্দেশে রওনা দেন ভক্তরা। প্রথম সোমবারকে ঘিরে গোটা তারকেশ্বর জুড়ে ছিল ভক্তি, আবেগ এবং উৎসবের এক অনন্য পরিবেশ।উল্লেখ্য, গত ১৪ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় শ্রাবণী মেলা ২০২৬। সেই মেলার প্রথম সোমবারেই রেকর্ড সংখ্যক ভক্তের সমাগম হয়। রবিবার রাজ্য সরকারের উদ্যোগে হেলিকপ্টার থেকে তারকনাথ মন্দির চত্বরে এবং শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত পুণ্যার্থীদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করা হয়, যা ভক্তদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ ও আবেগের সঞ্চার করে।এবারের শ্রাবণী মেলাকে আরও সুশৃঙ্খল করতে ও ভক্তদের সুবিধার্থে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে একাধিক উদ্যোগ। শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত পুরো যাত্রাপথে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা, অস্থায়ী শৌচালয়, পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র, বিশ্রামাগার, আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র, অ্যাম্বুল্যান্স, সিসিটিভি নজরদারি এবং নিরাপত্তার কড়া ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফলে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেও পুণ্যার্থীদের যাত্রা অনেকটাই স্বস্তিদায়ক হয়েছে বলে জানিয়েছেন অনেকে।সোমবার ভোর থেকেই দফায় দফায় কাঁভারিয়া ও সাধারণ ভক্তদের ঢল নামে তারকেশ্বর মন্দিরে। কয়েক ঘণ্টা লাইনে অপেক্ষা করার পর বাবা তারকনাথের মাথায় গঙ্গাজল নিবেদন করেন ভক্তরা। কারও প্রার্থনা পরিবারের মঙ্গল কামনায়, কারও বা সুস্থতা ও সমৃদ্ধির আশায়। জয় বাবা তারকনাথ ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে গোটা মন্দির চত্বর।বাবার মাথায় জল ঢেলে সাংবাদিকদের বহু পুণ্যার্থী জানান, নতুন সরকারের উদ্যোগে এবার শ্রাবণী মেলার আয়োজন অনেক বেশি সুশৃঙ্খল হয়েছে। নিরাপত্তা, চিকিৎসা ও পানীয় জলের মতো মৌলিক পরিষেবার উন্নতি হওয়ায় যাত্রাপথে ভোগান্তি অনেকটাই কমেছে বলেও তাঁদের দাবি। শ্রাবণের আগামী সোমবারগুলিতেও আরও বেশি ভক্তসমাগমের সম্ভাবনা থাকায় প্রশাসনও সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছে।

বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনই উত্তাল সংসদ, হট্টগোল বিরোধীদের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ জুলাই ঃ বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনই উত্তাল হয়ে উঠল সংসদ। লোকসভা ও রাজ্যসভায় হট্টগোল করেন বিরোধী দলের সাংসদরা। সোমবার বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনে অযোধ্যা ও নিট ইস্যুতে উত্তাল হয় লোকসভা ও রাজ্যসভা। দুপুর ১২টা পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন।রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং নিট পরীক্ষা কেলেঙ্কারি নিয়ে আমার মতামত তুলে ধরার সুযোগ আপনারা আমাকে দিয়েছেন। এটি শিক্ষার্থীদের বিষয় আমি লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্য নিয়ে কথা বলছি। এই দাবিতে হাজার হাজার শিক্ষার্থী যন্তর মন্তরে সমবেত হয়েছে। সেখানে লাঠিচার্জ করা হয়েছে। সরকার শক্তি প্রয়োগ করে কণ্ঠস্বর দমন ও তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।লোকসভার অধিবেশনও দুপুর ১২টা পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধী দলের সাংসদদের প্রতিবাদের মধ্যেই স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, দয়া করে আপনারা নিজ নিজ আসনে বসুন। কক্ষ পরিচালনায় সহযোগিতা করুন।

পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গে সব স্তরে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলকঃশুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ ‘ পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গের সবস্তরে সরকারি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক’, বিধানসভায় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে সব সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হবে, যাবতীয় চিঠিপত্র বাংলা ভাষায় লিখে আদান-প্রদান করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বাংলার পাশাপাশি হিন্দিতেও চিঠি আদানপ্রদান করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। বাংলা ভাষার ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে চেয়ে সেই চিঠি লিখেছিলেন বলে জানিয়েছিলেন তিনি। ওই চিঠিতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গিয়েছিল। সেই চিঠির কথাই সোমবার বিধানসভায় বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

সিজেপি-র সংসদ চলো কর্মসূচিকে ঘিরে ধুন্ধুমার, লাঠিচার্জ পুলিশের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২০ জুলাই ঃ ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র সংসদ চলো কর্মসূচিকে ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি দিল্লিতে। সোমবার সিজেপি-র সংসদ অভিযানের কর্মসূচির কথা মাথায় রেখে দিল্লি পুলিশ ব্যাপক পুলিশ কর্মী মোতায়েন করে। এর অংশ হিসেবে ৫ হাজারেরও বেশি পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে আনা হয় জলকামানও।ককরোচ জনতা পার্টির ‘ চলো সংসদ’ অভিযানে পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ উঠেছে। যন্তর-মন্তরে মিছিল শুরুর জন্য জমায়েত শুরু হতেই লাঠিচার্জ করে ভিড় ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ। উল্লেখ্য, এই প্রতিবাদ মিছিল স্থলে এ দিন সকালে দেখা যায় আজাদ সমাজ পার্টি-কাশীরামের সভাপতি ও সাংসদ চন্দ্রশেখর আজাদ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে। এছাড়াও আম আদমি পার্টির নেতা মণীশ সিসোদিয়া, সঞ্জয় সিং ও অতিশী প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দেন।সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো বলেন, 'আমরা এই পদযাত্রার ওপরই মনোযোগ দেব। আজ তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে পদযাত্রাটি পরিচালনার দিকে নজর দেব। আসুন, আমরা মূল বিষয়টির-অর্থা শিক্ষার-ওপরই মনোযোগ টিকিয়ে রাখি, যা এই দেশের জন্য অত্যন্ত জরুরি এবং আমরা সতর্ক থাকব।'

ইরানের একাধিক শহরে বিস্ফোরণ, জোরালো হামলা শুরু আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ২০ জুলাই ঃ ইরানের ওপর হামলা অব্যাহত আমেরিকার। এই নিয়ে টানা ৯ দিন তারা ইরানে হামলা চালাচ্ছে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, আমরা তাদের ওপর খুব জোরালো আঘাত হেনেছি। সোমবার সকালে একটি বিবৃতি জারি করে পশ্চিম এশিয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত আমেরিকান সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালীতে ইরান যাতে কোনও বাণিজ্যিক জাহাজে আর হামলা চালাতে না পারে, সেই জন্য নতুন করে আক্রমণ শুরু করা হয়েছে।এদিকে, পশ্চিম এশিয়ায় সাম্প্রতিক সংঘর্ষে নিহত আমেরিকান সেনার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে তিন। এর আগে ইরানের হামলায় জর্ডনের মার্কিন সেনাঘাঁটিতে দু'জনের মৃত্যু হয়েছিল। রবিবার সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, ইরাকে বোমা নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে সেই বোমা ফেটে মৃত্যু হয়েছে আরও এক মার্কিন সেনার।

বিশ্বজয়ী স্পেন ও অন্যান্য দলের পুরস্কার মূল্য

কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ গত ডিসেম্বরেই কাতারের দোহায় বৈঠকে ফিফা কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ২০২৬ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী সদস্য অ্যাসোসিয়েশনগুলোর মধ্যে ৭২ কোটি ৭০ লাখ মার্কিন ডলার বিতরণ করা হবে, যা কাতার বিশ্বকাপের থেকে ৫০ শতাংশ বেশি।তখনই জানানো হয়েছিল, এই অর্থের সবচেয়ে ব। অংশ, ৬৫ কোটি ৫০ লাখ ডলার থাকছে অংশগ্রহণকারী ৪৮ দলের জন্য পুরস্কার। এটিও গত বিশ্বকাপের চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি।তখনকার ঘোষণা অনুযায়ী, চ্যাম্পিয়ন স্পেন পাচ্ছে ৫ কোটি ডলার। গত আসরের শিরোপা জিতে আর্জেন্টিনা পেয়েছিল ৪ কোটি ২০ লাখ ডলার।এবারের রানার্স আপ আর্জেন্টিনার প্রাপ্তি ৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার। গত আসরের রানার্স আপ ফ্রান্সের পুরস্কার ছিল ৩ কোটি ডলার। এছা।াও মোটা অঙ্কের অর্থযোগ থাকছে সব দলের জন্যই।এবারের বিশ্বকাপের প্রাইজমানি এক নজরেঃচ্যাম্পিয়ঃস্পেন ৫ কোটি মার্কিন ডলার,রানার্স-আপঃআর্জেন্টিনা ৩ কোটি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার।তৃতীয়স্থানঃইংল্যান্ড ২ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলার।চতুর্থ স্থানঃ ফ্রান্স ২ কোটি ৭০ লাখ মার্কিন ডলার।কোয়ার্টার ফাইনালে বাদ পড়া চার দল১ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলার(নরওয়ে, বেলজিয়াম, মরক্কো, সুইজারল্যান্ড)শেষ ষোলো থেকে বাদ পড়া আট দলঃ১ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার।(মেক্সিকো, কলম্বিয়া, ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্র, পর্তুগাল, কানাডা, মিশর, প্যারাগুয়ে)শেষ বত্রিশ থেকে বাদ পড়া ১৬ দলঃ১ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার।(নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, আইভরি কোস্ট, ক্রোয়েশিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ডিআর কঙ্গো, ঘানা, ইকুয়েডর, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইডেন, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, আলজেরিয়া, সেনেগাল, কেইপ ভার্ড)গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ প।ার ১৬ দলঃ৯০ লাখ মার্কিন ডলার ।(ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্ক, স্কটল্যান্ড, উরুগুয়ে, সৌদি আরব, চেক প্রজাতন্ত্র, নিউজিল্যান্ড, কাতার, কুরাসাও, পানামা, জর্ডান, হাইতি, উজবেকিস্তান, তিউনিসিয়া, ইরাক)এছাড়াও প্রতিটি দলকে প্রস্তুতিমূলক খরচ বাবদ ১ কোটি ৫০ লাখ ডলার করে দেওয়া হয়েছে।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন সুযোগ এবং গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির দ্বার খুলে দিতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় থাকবে এবং তা আপনাকে দায়িত্ব সফলভাবে পালন করতে সাহায্য করবে। আপনি যদি কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে কাজ করে থাকেন, তবে উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি দেখতে পারেন। সহকর্মী ও প্রিয়জনদের সঙ্গে খোলামেলা যোগাযোগ পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতা আরও দৃঢ় করবে।

বৃষঃ আজ আপনার কঠোর পরিশ্রম ও ধৈর্যের সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের স্বীকৃতি ও প্রশংসা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা প্রকল্প সম্পন্ন করলে অনুকূল ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পর্কে আন্তরিকতা ও ইতিবাচকতা বজায় থাকবে, ফলে সঙ্গীর সঙ্গে আবেগের বন্ধন আরও গভীর হবে।।

মিথুনঃ যেহেতু আপনি ভয়রূপী এক ভয়ঙ্কর দৈত্যের সাথে লড়ছেন, কাজেই কিছু ইতিবাচক চিন্তার ছাঁচে নিজের ভাবনাকে গড়ে নিন অন্যথায় আপনি এই ঘোর দৈত্যের নিষ্ক্রিয় এবং নির্মম শিকারে পরিণত হবেন। বিবাহের যোগ হবে আজ।

কর্কটঃ সাফল্য হাতের নাগালে এলেও শক্তি কমে আসবে। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না-বিশেষ করে বড় আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে। আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কিছু অসুবিধা থাকবে কিন্তু এরফলে আপনার মনের শান্তি নষ্ট হতে দেবেন না।

সিংহ ঃ আজকের দিনটি আত্মবিশ্বাস, উদ্যম এবং উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি নিয়ে আসবে। বিবাহের যোগ হবেই আজ

কন্যাঃআজকের দিনটি আত্মবিশ্লেষণ এবং ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অনুকূল। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে নির্ভুলতা এবং সুশৃঙ্খলতা আপনার বড় শক্তি হয়ে উঠবে। অর্থ ব্যয়।

তুলাঃহতাশাপূর্ণ মনোভাব উপেক্ষা করা উচিত কারণ এটি শুধু যে আপনার সম্ভাবনা হ্রাস করবে তাই নয়, তার পাশাপাশি শারীরিক সমন্বয়কেও নষ্ট করবে। অর্থের ব্যয়।

বৃশ্চিকঃআপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলতে আপনার মনে এক উজ্জ্বল সুন্দর এবং গৌরবজনক ছবি প্রবেশ করান। সংসারে শান্তি হতে আজ

ধনুঃআজকের দিনটি নতুন সুযোগ এবং নবউদ্যম নিয়ে আসতে পারে। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটালে আনন্দ এবং মানসিক সমর্থন পাবেন। বিদেশ যাত্রা শুভ।

মকরঃ আজকের দিনটি উন্নতি ও অগ্রগতির একাধিক সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নিষ্ঠা স্বীকৃতি পাবে এবং ভবিষ্যতের উন্নতির পথ সুগম করবে। যোগাযোগ দক্ষতা উন্নত করলে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়বে এবং সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। অর্থ ব্যয় হবে।

কুম্ভঃআপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। আপনি চমকার নতুন ধারণা নিয়ে আসবেন যা আপনাকে আর্থিক ভাবে লাভবান করবে।

মীনঃ অতীতের ভুল সিদ্ধান্তগুলি আজ হতাশা এবং মানসিক অশান্তির দিকে নিয়ে যাবে- আপনি নিরুপায় এবং তার পরে কি করতে হবে তা নির্ধারণ করতে অসমর্থ হতে পারেন- অন্যদের থেকে সাহায্য চান। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে জরুরী কেনাকাটা করা সুবিধাজনক করবে। শুভ দিন।

আবহাওয়া

ফের বৃষ্টির পরিমাণ দক্ষিণবঙ্গে, ২১-২৩ জুলাই দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরের মতো উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলির কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বা।বে, বৃষ্টি হবে মূলত মাঝারি। বৃষ্টির পর কমবে তাপমাত্রাও।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়লেও ২১ তারিখের পর থেকে বৃষ্টির দাপট কমবে উত্তরবঙ্গে। তবে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গের পাহা।ঘেঁষা জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টি বাড়বে ২১-২৩ জুলাই পর্যন্ত। বৃষ্টি বেশি হবে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াল ।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৪ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭১শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৪০মিনিট এবং রাত ১০ টা ৪৪মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২টা ৫৪মিনিট এবং রাত ১০টা ৩৯ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৪মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে।

কর্মী সংকট কাটাতে বড় সিদ্ধান্ত, পিএসসির মাধ্যমে ১১ হাজার নিয়োগ পঞ্চায়েতে, ঘোষণা মন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে কর্মী সংকটের জেরে প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হচ্ছে। সেই পরিস্থিতির মোকাবিলায় চলতি বছরেই প্রায় ১১ হাজার কর্মী নিয়োগের উদ্যোগ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। সোমবার বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই ঘোষণা করেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তিনি জানান, পঞ্চায়েত দপ্তরের শূন্যপদ দ্রুত পূরণ করতে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং এবার নিয়োগ পদ্ধতিতে আনা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। এতদিন জেলা স্তরে পঞ্চায়েত আইনের আওতায় যে নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালিত হত, তার পরিবর্তে এবার কেন্দ্রীয়ভাবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)-এর মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ করা হবে। সরকারের মতে, এই পরিবর্তনের ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আরও স্বচ্ছতা, একরূপতা এবং গতি আসবে। বিধানসভায় নিজের দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, রাজ্যের বহু পঞ্চায়েতে প্রয়োজনের তুলনায় কর্মীর সংখ্যা অনেক কম। ফলে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান থেকে শুরু করে প্রশাসনিক নানা কাজ সময়মতো সম্পন্ন করা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতেই প্রায় ১১ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই নিয়োগ সংক্রান্ত প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু করার লক্ষ্য নিয়েছে সরকার। মন্ত্রী জানান, পিএসসি একটি স্বশাসিত ও সাংবিধানিক সংস্থা। তাই পঞ্চায়েত দপ্তরের নিয়োগের

দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দিতে গেলে বর্তমান আইন সংশোধন করা প্রয়োজন। সেই কারণেই প্রথমে পঞ্চায়েত আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা হবে। আইন সংশোধনের কাজ শেষ হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগের দায়িত্ব পিএসসির হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই পুরো প্রক্রিয়া চলতি বছরের ডিসেম্বর থেকেই শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান তিনি। এতদিন পঞ্চায়েত দপ্তরের বিভিন্ন পদে নিয়োগ জেলা ভিত্তিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হত। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে নিয়োগের কাজ সম্পন্ন করা হলেও এবার সেই ব্যবস্থার পরিবর্তে রাজ্যজুড়ে একক ও কেঃদ্রীয় নিয়োগ ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারের মতে, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর এবং সমন্বিত করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি সমস্ত জেলার জন্য একই ধরনের নিয়ম ও মানদণ্ড অনুসরণ করা যাবে, যা ভবিষ্যতে নিয়োগ সংক্রান্ত বিতর্ক বা অসঙ্গতি কমাতে সাহায্য করবে। দিলীপ ঘোষ আরও জানান, রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী এক লক্ষ কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ধাপে ধাপে নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পঞ্চায়েত দপ্তরের এই ১১ হাজার পদে নিয়োগ সেই বৃহত্তর কর্মসংস্থান পরিকল্পনারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আইন সংশোধনের পর দ্রুত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং পরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু করার বিষয়ে সরকার আশাবাদী বলেও তিনি উল্লেখ করেন। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকে বহু পঞ্চায়েতে প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হয়েছে বলেও মন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে। তাঁর দাবি, বিভিন্ন এলাকায় পঞ্চায়েত বোর্ড ভেঙে গিয়েছে এবং অনেক জায়গায় প্রশাসক নিয়োগ করতে হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রধান, উপপ্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যরা নানা কারণে দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। ফলে তাঁদের স্বাক্ষর ছাড়া বহু প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজ দীর্ঘদিন ধরে আটকে রয়েছে। এর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় কর্মীর অভাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। সরকারের মতে, এই কর্মী সংকটের সরাসরি প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের উপর। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন, শংসাপত্র প্রদান, উন্নয়নমূলক কাজের তদারকি এবং স্থানীয় প্রশাসনিক পরিষেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও বিলম্ব দেখা দিচ্ছে। সেই কারণেই দ্রুত নিয়োগের মাধ্যমে পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এখন আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগ সংক্রান্ত পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই নজর থাকবে চাকরিপ্রার্থী এবং প্রশাসনিক মহলের।

স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে বাঘ সংরক্ষণ বিষয়ক কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা,সুন্দরবন ঃ সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণ বিষয়ক একদিনের কর্মশালা হয়ে গেল শের সংস্থার উদ্যোগে। সুন্দরবনের সেচ্ছাসেবী সংগঠন শের-এর ব্যবস্থাপনায় প্রায় ২৫০ জন স্কুল পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকদের নিয়ে রবিবার হয়ে গেল বাঘ সংরক্ষণ সচেতনতামূলক কর্মশালা। একটি এনিমেশন ফিল্মের মাধ্যমে প্যুয়াদের কাছে তুলে ধরা হয় বাঘ, বাদাবন, সুন্দরবন সম্পর্কিত বহুতথ্য। কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে উঠে এলো তাদের প্রশ্ন। সুন্দরবনের গোসাবার পাখিরালয়ে অবস্থিত শের-এর বাঘবনে অনুষ্ঠিত হয় রবিবার এই কর্মশালা। এদিনের কর্মশালার শেষে শের-এর পক্ষ থেকে সকল পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি করে এডুকেশন-কিট্। ইউরো-শের সংরক্ষণ সচেতনতা উদ্যোগের অন্তর্গত এই কর্মকাণ্ড যা জঙ্গল প্রান্তিক মানুষের কাছে বয়ে নিয়ে চলেছে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করার বার্তা। আগামী বেশ কয়েক মাসে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক সচেতনতা মূলক এই ধরনের কর্মসূচি হবে বলে এদিন জানালেন শের ফাউন্ডেশনের অন্যতম কর্মকর্তা পরিবেশবিদ জয়দীপ কুণ্ডু। সুন্দরবনের প্রতিটি ব্লকে শের বহুদিন ধরে বন্যপ্রাণী বাঁচাতে,বন বাঁচাতে সচেতনতা মূলক প্রচার করে আসছে।

রাজারহাট বিস্ফোরণ মামলায় তদন্তে বড় সাফল্য, মূল অভিযুক্তকে জেরা করেই আরও এক গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ রাজারহাটের দক্ষিণ নারায়ণপুরের সুপারিবাগান এলাকায় বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্তে বড় সাফল্য পেল পুলিশ। মূল অভিযুক্ত মোহাম্মদ শামিম ওরফে সেলিমকে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতেই আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে নারায়ণপুর থানার পুলিশ। সোমবার মধ্যমগ্রামের রাজবাটি এলাকা থেকে মোহাম্মদ হোসেন নামে এক যুবককে আটক করা হয়। এই গ্রেপ্তারের পর রাজারহাট বিস্ফোরণ মামলায় মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তিন। তদন্তকারীদের ধারণা, এই ঘটনার পিছনে আরও বড় চক্র সক্রিয় থাকতে পারে। সেই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মোহাম্মদ হোসেনের ভূমিকা ঠিক কী ছিল, তা জানতে তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, তিনি বিস্ফোরক মজুত, পরিবহণ কিংবা পরিকল্পনার সঙ্গে কতটা জড়িত ছিলেন। পাশাপাশি তাঁর সঙ্গে অন্য কোনও ব্যক্তি বা সংগঠনের যোগাযোগ ছিল কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত শনিবার রাজারহাটের দক্ষিণ নারায়ণপুরের সুপারিবাগান এলাকার একটি ভাড়া বাড়িতে আচমকাই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণে এক ব্যক্তি গুরুতর জখম হন। ঘটনার পর গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিকট শব্দে আশপাশের মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নারায়ণপুর থানার পুলিশ, বোম্ব স্কোয়াড এবং ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। পরে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (এনআইএ) আধিকারিকরাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তদন্তে উঠে এসেছে, বিস্ফোরণের কয়েকদিন আগেই ওই বাড়ির একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন মোহাম্মদ শামিম ওরফে সেলিম। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, তিনি ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করে বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন। পুলিশ মনে করছে, বিস্ফোরক মজুত রাখার উদ্দেশ্যেই ওই ঘরটি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। ঘটনার দিন একটি সাদা রঙের ব্যাগ নিয়ে এক নাবালক ওই বাড়িতে প্রবেশ করে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ব্যাগটি রেখে সে দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণের দৃশ্য সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে, যা তদন্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিস্ফোরণের পর তল্লাশি চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে আরও দুটি তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। পরে বোম্ব স্কোয়াড সেগুলি নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করে। উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরকগুলির রাসায়নিক গঠন এবং উৎস জানতে ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য নমুনা পাঠানো হয়েছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, এগুলি স্থানীয়ভাবে তৈরি নাকি অন্য কোথাও থেকে আনা হয়েছিল। ঘটনার পরই মূল অভিযুক্ত শামিমকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। তদন্তে জানা যায়, স্থানীয় এক ব্রোকার শাহেনশাহ ভুয়ো পরিচয় থাকা সত্ত্বেও শামিমকে বাড়ি ভাড়া পেতে সাহায্য করেছিলেন। সেই অভিযোগে তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর শামিমকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতেই মোহাম্মদ হোসেনের নাম সামনে আসে। সেই সূত্র ধরেই সোমবার মধ্যমগ্রামের রাজবাটি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের দাবি, তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। ধৃতদের মোবাইল ফোন, কল রেকর্ড, আর্থিক লেনদেন এবং ডিজিটাল তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি বিস্ফোরণের আগে ও পরে তাঁদের গতিবিধিও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না এবং বিস্ফোরকের সম্ভাব্য গন্তব্য কোথায় ছিল। তদন্তকারী সংস্থার একাংশের মতে, ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং পরিকল্পিতভাবে বিস্ফোরক মজুতের সময় দুর্ঘটনাবশত বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে। যদিও এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও সরকারি নিশ্চিত বক্তব্য সামনে আসেনি। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রাজারহাট বিস্ফোরণ কাণ্ডে একের পর এক গ্রেপ্তার তদন্তে নতুন মোড় এনে দিয়েছে। পুলিশ আশা করছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলবে এবং এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা সম্পূর্ণ চক্রকে দ্রুত আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

নিউটাউনের আবাসনে তরুণীর রহস্যমৃত্যু, রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার দেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ নিউটাউনের একটি আবাসন থেকে ২৫ বছরের এক তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার গভীর রাতে একটি ফ্ল্যাট থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তরুণী তৃষা সাহার দেহ। একই ফ্ল্যাটের অন্য একটি ঘর থেকে গুরুতর জখম ও রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাঁর লিভ-ইন সঙ্গী সৌভিক রায়কে। তাঁর হাতের শিরা কাটা ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিসাধীন। এই ঘটনাকে ঘিরে একাধিক প্রশ্ন সামনে এসেছে। এটি আত্মহত্যা, নাকি খুনের পর আত্মহত্যার চেষ্টা-তা খতিয়ে দেখছে নিউটাউন থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তৃষা সাহার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর এলাকায়। প্রায় চার মাস আগে তিনি নৈহাটির বাসিঃদা সৌভিক রায়ের সঙ্গে নিউটাউনের চণ্ডীবেড়িয়া এলাকার একটি আবাসনে ভাড়া থাকতেন। তদন্তকারীদের দাবি, তৃষা সমাজমাধ্যমে পরিচিত মুখ ছিলেন এবং বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় ছিলেন। রবিবার রাতের এই ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। একই সময়ে অন্য একটি ঘরে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় সৌভিককে। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, দু'জনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপড়েনের জেরেই এই মর্মান্তিক ঘটনার সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে। তবে তদন্তকারীরা এখনও কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাননি। কারণ ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া প্রাথমিক তথ্য এবং উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন প্রমাণস্বরূপ বস্তু বিশ্লেষণ করে তবেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তদন্তকারীদের নজরে এসেছে, তৃষার শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ফলে মৃত্যুর আগে তাঁকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল কি না, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, তৃষাকে মারধরের পর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল কি না, অথবা তাঁর মৃত্যুর পর সৌভিক আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন কি না, সেই সমস্ত দিক গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে এখনই কোনও সম্ভাবনাকেই চূড়ান্ত বলে মানতে রাজি নন তদন্তকারীরা। হাসপাতালে চিকিসাধীন সৌভিকের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে তাঁর বয়ান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে মনে করছে পুলিশ। তাঁর জিজ্ঞাসাবাদের পরই ঘটনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।পুলিশের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে আরও জানা গিয়েছে, সৌভিকের হাতের শিরা কাটা ছিল। তদন্তকারীদের অনুমান, আহত অবস্থায় তিনি হয়তো তৃষার ঝুলন্ত দেহ জড়িয়ে ধরেছিলেন।

সরকার রাজ্যে চারটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নযনে রাজ্য সরকার রাজ্যে চারটি নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, পশ্চিম বর্ধমান ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এই নতুন মেডিকেল কলেজগুলি তৈরি করা হবে বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় আজ বিধানসভায় জানিয়েছেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের চলতি বছরের বাজেট বরাদ্দের উপরে আলোচনার জবাবী ভাষণে তিনি বলেন রাজ্যের ১৩ টি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস এর আসন সংখ্যা ৬৫০ টি বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। উত্তরবঙ্গে একটি এইমস হাসপাতাল ও একটি উন্নত ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী আয়ুস্মান ভারত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো মিশনের আওতায় এক হাজার ৩০৯কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রকল্পে ১হাজার ৩০৯ কোটি ২৯ লক্ষ টাকায় ২৩ টি ক্রিটিকাল কেয়ার ব্লক, সম সংখ্যক জেলা জনস্বাস্থ্য গবেষণাগার,৪৬১ টি গ্রামীন এবং ২০৪টি শহরে আয়ুস্মান আরোগ্য মন্দির তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্যকে বিশ্বমানের চিকিৎসা পর্যটনের একটি পছন্দের গন্তব্য হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারি বেসরকারি যৌথ অংশীদারীত্বে পাঁচটি আঞ্চলিক চিকিৎসা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। রাজ্যের বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে ২ হাজার ২১৫ টি শয্যা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেখানে রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।স্বাস্থ্য পরিসেবায় অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে দালাল রাজ রুখতে রাজ্য সরকার নতুন অ্যাপ চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মাধ্যমে রোগীর আত্মীয়-পরিজন ন্যায্য মূল্যে অ্যাম্বুলেন্স পাবেন বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় আজ বিধানসভায় জানিয়েছেন। আলোচনার শুরুতে তৃণমূল কংগ্রেসের আজাদ মিনজাজুল আরফিন বিরোধিতা করে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কর্মরত অস্থায়ী কর্মীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবি জানান। কংগ্রেসের জুলফিকার আলী, সিপিএমের মোস্তাফিজুর রহমান, সেকুলার ফ্রন্ট এর নওশাদ সিদ্দিকী সহ মোট ১২ জন আলোচনায় অংশ নেন।

বেআইনি ভাবে দেশী মদ বিক্রি, গ্রেফতার ১

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,২০ জুলাই ঃ বারুইপুর কান্ডের পর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তৎপর হয়েছে পুলিশ। আর তাই জয়নগর থানার আই সি অমিত হালদারের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশ টিম রবিবার রাতে জয়নগর থানার মিত্রগঞ্জ বাজার এলাকা থেকে বেআইনি ভাবে দেশী মদ বিক্রির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে।ধৃতের নাম বাপি সরদার(৫১), বাড়ি জয়নগর থানার খাকুড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের উওর শ্রীকৃষ্ণনগর এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২২ টি দেশী মদের বোতল। ধৃতকে বেআইনি ভাবে দেশি মদ বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ।

আদালত চত্বরে চোর চোর স্লোগান

তোলাবাজি-হিংসার অভিযোগে গ্রেপ্তার অভিষেক ঘনিষ্ঠ খোকন মল্লিক, আদালত চত্বরে বিক্ষোভে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ তোলাবাজি, মারধর, লুটপাট, ভোট-পরবর্তী হিংসা এবং একাধিক গুরুতর অভিযোগে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তথা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত মিসবাউদ্দিন মল্লিক ওরফে খোকন মল্লিক। রবিবার গভীর রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোমবার ধৃতকে আদালতে পেশ করা হলে আদালত চত্বরে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একাংশ তাঁর কঠোর শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। অভিযোগ, বিক্ষোভ চলাকালীন তাঁকে লক্ষ্য করে ডিমও ছোড়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আদালত চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মিসবাউদ্দিন মল্লিক বর্তমানে পুরশুড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। পাশাপাশি তাঁর একটি ঠিকাদারি সংস্থাও রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় প্রভাবশালী নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। অভিযোগ, তোলাবাজি, মারধর, লুটপাট, বাড়ি ভাঙচুর, হুমকি দেওয়া এবং অবৈধ বালি খাদান পরিচালনার মতো একাধিক ঘটনায় তাঁর নাম উঠে এসেছে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু হয় এবং পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তকারী সূত্রের দাবি, কয়েক বছর আগে তারকেশ্বরের চাঁপাডাঙায় অবস্থিত খোকন মল্লিকের অফিসে তল্লাশি চালিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সেই সময় থেকেই তাঁর আর্থিক ও অন্যান্য কার্যকলাপ নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছিল। এলাকায় তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব যথেষ্ট ছিল বলেও জানা যায়। অভিযোগ রয়েছে, পূর্বতন সরকারের আমলে নিজের দলেরই এক নেতার উপর হামলার ঘটনাতেও তাঁর নাম জড়িয়েছিল। তৃণমূলের মাদার ব্লক সভাপতি জয়দেব জানাকে মারধরের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। যদিও সেই সময় পুলিশ কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করেনি বলেই অভিযোগ ছিল বিরোধীদের। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর খোকন মল্লিকের বিরুদ্ধে নতুন করে একাধিক লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তের অগ্রগতির পর রবিবার গভীর রাতে ভবানীপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোমবার আদালতে তোলার পর তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে সরব হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। স্থানীয় বিজেপি নেতা ইকবাল হোসেন মল্লিক দাবি করেন, বিধানসভা নির্বাচনের পর এলাকায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল এবং সেই ঘটনার নেতৃত্বে ছিলেন খোকন মল্লিক। তাঁর অভিযোগ, বহু বিজেপি কর্মীকে ঘরছাড়া হতে হয়েছিল এবং সাধারণ মানুষ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। তাই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির দাবি জানান তিনি। আদালত চত্বরে বিক্ষোভকারীরা ' স্লোগানও দেন, যার ফলে পরিস্থিতি কিছু সময়ের জন্য উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এদিকে গ্রেপ্তারের পর সমাজমাধ্যমে মিসবাউদ্দিন মল্লিকের একাধিক ছবি দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন ছবিতে তাঁকে রাইফেল হাতে কালো ঘোড়ার উপর বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। আবার কয়েকটি ছবিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর উপস্থিতিও নজরে এসেছে। এছাড়াও চাকরি দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর ছবি ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ এবং মামলার পরবর্তী শুনানির দিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহল ও স্থানীয় বাসিঃদাদের।

অতীতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মমাটিতে বিজেপি সরকার ছিলনা, কিন্তু এখন বিজেপির পদ্ম ফুটেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২০ জুলাই ঃ 'অতীতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মমাটিতে বিজেপি থাকলেও অতীতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মমাটিতে বিজেপি সরকার ছিলনা। কিন্তু এখন সেই

সরকার ছিলনা। কিন্তু এখন সেই মাটিতে বিজেপির পদ্ম ফুটেছে এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছে', মন্তব্য রাজ্যের মন্ত্রী উমেশ রাই-এর। পাশাপাশি তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের মাটিতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর স্বপ্নপূরণ হয়েছে। যে রাজনৈতিক দলের ভিত উনি তৈরি করেছিলেন সেই দল আজকে বিশ্বের বৃহত্তম সমৃদ্ধ রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' রবিবার রাতে ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মৃতিরক্ষা কমিটি (দক্ষিণ হাওড়া) এর উদ্যোগে আয়োজিত এক গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসে এমনই দাবি করেন রাজ্যের পুর প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রের পাশাপাশি দেশের বহু রাজ্যে বিজেপির সরকার মাটিতে বিজেপির পদ্ম ফুটেছে এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছে।' অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে উমেশ রাই বলেন, 'বিশ্ব বাংলা কনভেনশন হলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে সাঁকরাইলে বিশ্বের বৃহত্তম আমূল ডেয়ারি প্রজেক্ট এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও নতুন নতুন শিল্পের শিলান্যাস হবে। রাজ্যে উন্নয়নের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে দক্ষিণবঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গে দুটি আইসক্রিম ফ্যাক্টরি স্থাপনের আবেদন জানানো হয়েছে। উত্তর হাওড়ায় হুগলি ডক ছিল। এখানে শিপিং ইয়ার্ডের কাজ খুব দ্রুত শুরু করা হচ্ছে। বার্ন স্ট্যান্ডার্ড-এর বন্ধ জায়গায় রেলের বড় হাসপাতাল ও কলেজ গড়ে উঠছে। এর ফলে এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান বাড়বে এবং এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে।' হাওড়ার আন্দুল রোডের অবস্থা খারাপ এবং প্রচুর যানজট ও অতিরিক্ত যান চলাচলের সমস্যা প্রসঙ্গে উমেশ রাই বলেন, 'হাওড়ায় যানজট সমস্যা রয়েছে। জবরদখলকারী সমস্যা রয়েছে। রানীহাটির পাশ দিয়ে কলকাতার পোর্টের জন্য গঙ্গার নীচে দিয়ে একটি হাইওয়ে তৈরি করার প্রকল্প ইতিমধ্যে রেডি হয়ে গেছে। মানুষের সংখ্যা ও কর্মসংস্থান বাড়লে কিছু সাময়িক যানজট হতে পারে তবে আগামী এক-দু বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক চিত্র বদলে যাবে।' ওই অনুষ্ঠানে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মৃতি রক্ষা কমিটি (দক্ষিণ হাওড়া)-র কার্যকরী সভাপতি রবীন ভট্টাচার্য বলেন, 'বিগত ২০০৮ সাল থেকে আমরা এই সংগঠনটি পরিচালনা করছি। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আদর্শ, চিন্তাধারা এবং কর্মপদ্ধতি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য। আমরা জাতীয়তাবাদী ও সামাজিক একটি সংগঠন হিসেবে সমাজের অবক্ষয় রোধে কাজ করে যাচ্ছি। অনেক মানুষ রাজনীতির মাধ্যমে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সম্পর্কে জানতে চান। তাঁদের কাছে এই বার্তা ও আদর্শ পৌঁছে দেওয়াই আমাদের কাজ।'

আদিবাসীদের উন্নয়নে সমস্ত রকম সহযোগিতা করবে রাজ্য আশ্বাস মন্ত্রীর

মুকুটমণিপুর, ২০ জুলাই ঃ আদিবাসীদের উন্নয়নে সমস্ত রকম সহযোগিতা করবে রাজ্যের নতুন সরকার। রবিবার মুকুট মণিপুরের কংসাবতী ভবনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন তপশিলি জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্রের সম্পাদক সৌমেন কোলে। বৈঠকে সংস্থার আগামী দিনের কার্যপ্রণালী নিয়ে আলোচনা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নানা প্রকল্পের কাজ তপশিলি জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্রের মাধ্যমে করানোর নির্দেশ দেয়। গত ১৫ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে। সংস্থার সঙ্গে কোনরকম সহযোগিতা করেনি। ফলে সংস্থার কর্মীরা কর্মহীন হয়ে পড়ে। বর্তমানে রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্র সরকারের নানা রকম কাজের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু মহাশয়। সেই ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন

আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। রবিবারের এই বৈঠকের ফলে সংস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের দীর্ঘ লড়াই আশার আলো দেখতে পাবেন বলে জানালেন সংস্থা সম্পাদক সৌমেন কোলে। তিনি বলেন, 'এবার কর্মীরা দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে কাজ করবেন। গত ১৫ বছর নবান্নের বিভিন্ন দপ্তরে দিল্লি থেকে চিঠি এলেও তৃণমূল সরকার কোনো গুরুত্ব দেয়নি। যেহেতু অনেক পুরানো কাজের নির্দেশ রয়েছে তাই সংস্থার তরফে বর্তমান সরকারের সঙ্গে কাজ করতে কোন বাধা রইল না।'

অ্যাম্বুল্যান্স বুকিংয়ে আসছে নতুন অ্যাপ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও আধুনিক ও স্বচ্ছ করতে নতুন উদ্যোগের ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। রোগীদের দ্রুত এবং দালাল মুক্ত অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা পৌঁছে দিতে এবার চালু হতে চলেছে বিশেষ অ্যাম্বুল্যান্স বুকিং অ্যাপ। সোমবার বিধানসভার বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় জানান, আগামী ছয় মাসের মধ্যেই এই অ্যাপ চালুর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ক্যাব বা বাইক বুকিং অ্যাপের ধাঁচে তৈরি হওয়া এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রোগী বা তাঁর পরিবারের সদস্যরা সহজেই নিকটবর্তী ফাঁকা অ্যাম্বুল্যান্স, সম্ভাব্য ভাড়া এবং কোন হাসপাতালে যেতে কত খরচ হবে।

সদস্যদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১১০, সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২২, ICSI কর্তৃক জারিকৃত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড - ২ এবং MCA সার্কুলারসমূহের বিধান অনুসারে, কোম্পানি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইকুইটি শেয়ারের ডিলিস্টিং) রেগুলেশনস, ২০২১ এবং প্রযোজ্য আইনের বিধান অনুযায়ী দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারের প্রস্তাবিত স্বেচ্ছায় ডিলিস্টিং-এর জন্য শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন চাওয়ার প্রস্তাবের (প্রস্তাবিত প্রস্তাব) সাথে সম্পর্কিত পোস্টাল ব্যালট নোটিশ, ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং স্ব-ঠিকানাযুক্ত প্রিপেইড ডাকটিকিটের খাম ২০ জুলাই, ২০২৬ তারিখে কুরিয়ারের মাধ্যমে সেই সকল সদস্যদের কাছে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে, যাদের নাম ১৫ জুলাই, ২০২৬, বুধবার (কাট-অফ তারিখ) তারিখে সদস্য রেজিস্টারে রয়েছে। এই প্রেরণটি পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ই-ভোটিং। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ ধারার বিধানাবলী, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ২০ নং বিধি, সেবি (এলওডিআর) প্রবিধানমালা, ২০১৫-এর ৪৪ নং প্রবিধান এবং এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের ভোট প্রদানের জন্য ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। ই-ভোটিং সহ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ ২৩শে জুলাই, ২০২৬ তারিখে শুরু হবে। বিজ্ঞপ্তি এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্মটি এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com ও পাওয়া যাচ্ছে।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পোস্টাল ব্যালট পরিচালনার জন্য প্র্যাকটিসিং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট শ্রী বিবেক গুপ্তকে স্ক্রুটিনাইজার (পর্যবেক্ষক) হিসেবে নিযুক্ত করেছে। সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে, যথাযথভাবে পূরণকৃত ও স্বাক্ষরিত পোস্টাল ব্যালট ফর্মটি অবশ্যই শুক্রবার, ২১শে আগস্ট, ২০২৬ তারিখ বিকাল ৫.০০টার মধ্যে স্ক্রুটিনাইজারের কাছে পৌঁছাতে হবে। ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা বৃহস্পতিবার, ২৩শে জুলাই, ২০২৬ সকাল ৯.০০টা থেকে শুক্রবার, ২১শে আগস্ট, ২০২৬ বিকাল ০৫.০০টা পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে। উক্ত তারিখের পরে প্রাপ্ত সমস্ত পোস্টাল ব্যালট ফর্মইলেকট্রনিক ভোট এমনভাবে গণ্য করা হবে যেন সংশ্লিষ্ট সদস্যের কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। যদি কোনো সদস্য ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পাশাপাশি শারীরিক ভোটের মাধ্যমেও ভোট পাঠান, তবে পরীক্ষক শুধুমাত্র ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটটিই বিবেচনা করবেন।

পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল মঙ্গলবার, ২৫শে আগস্ট, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদনসহ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rightaddressltd.in - এ প্রকাশ করা হবে এবং কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডকে (যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে) জানানো হবে। পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদান (ই-ভোটিং সহ) সংক্রান্ত যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য সদস্যদের যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। শ্রী ললিত তালওয়ার, পূর্ণকালীন পরিচালক, রাইট ইনুভা নো-হাউ লিমিটেড, নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ সাগর এস্টেট, ২ ক্লাইভ ঘাট স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১, টেলিফোন নম্বরঃ ০৩৩ ২২৩০৪৫৭১, ই-মেইল আইডিঃ mkjrls@keventer.com

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
রাইট ইনুভা নো-হাউ লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর-ললিত তালওয়ার
সার্বক্ষণিক পরিচালক
DIN 06745581

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২০.০৭.২০২৬

উকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক
আপনার আশার হিসাব
(একটি তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক)

জোনাল অফিসঃ ২য় তলা ১৩৪এ, ফ্লোর পাটলিপুত্র কলোনি-পলিটেকনিকের বিপরীতে কলেজ পাটনা, বিহার-৮০০০১৩
নিবন্ধিত অফিসঃ উকর্ষ টাওয়ার, এনএইচ-৩১ (এয়ারপোর্ট রোড), সেহমালপুর, কাজী সরাই, হারহুয়া, বারাণসী, ইউপি-২২১ ১০৫

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(২)-এর অধীনে
স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর অধীনে এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর ক্ষমতাবলে, অনুমোদিত কর্মকর্তা ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতাদের একটি 'ডিমান্ড নোটিশ' (দাবি-সংক্রান্ত নোটিশ) জারি করেছিলেন। নিচে উল্লিখিত নিজ নিজ ঋণ অ্যাকাউন্টের বিপরীতে নির্দেশিত তারিখে এই নোটিশের মাধ্যমে তাঁদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে দাবিকৃত অর্থ এবং তার ওপর প্রযোজ্য হারে সুদ পরিশোধ করতে হবে সেই সাথে অর্থ পরিশোধ বা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য ভবিষ্য সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জও পরিশোধ করতে হবে। যেহেতু ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতাবন্ধকদাতারা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, অনুমোদিত কর্মকর্তা উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং উক্ত বিধিমালার বিধি ৮-এর ক্ষমতাবলে নিচে উল্লিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টের বিপরীতে নির্দেশিত তারিখে '**সুরক্ষিত সম্পত্তি**' (সিকিউরড অ্যাসেট)-র দখল গ্রহণ করেছেন। ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, এই সুরক্ষিত সম্পত্তি নিয়ে যেন কোনো লেনদেন বা কারবার না করা হয় কারণ এই সম্পত্তির ওপর '**উকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড**'-এর দাবি বা চার্জ (দায়বদ্ধতা) বিদ্যমান রয়েছে, যা নিচে উল্লিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টের বিপরীতে নির্দেশিত অর্থ ও সুদের সাথে সম্পর্কিত।
সংশ্লিষ্ট আইনটির ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	শাখার নাম	অ্যাকাউন্টের নাম	ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম (সম্পত্তির মালিক)	চাহিদা নোটিশের তারিখ	প্রতীকী দখলের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১।	কলকাতা	১৫১০০৬০০ ০০০০৬১৩১	প্রতিমা কর প্রদীপ কর (ঋণগ্রহীতা) প্রদীপ কর S/o - অজিত কর (সহ-ঋণগ্রহীতাবন্ধক	২০-০৪-২০২৬	১৬-০৭-২০২৬	১৭,৭০,২৫৮.৪৪ /-
সম্পত্তির বিবরণঃ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট (যা ভবনের নিচতলায় পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং যার 'সুপার বিল্ট-আপ' আয়তন ৯১৫ বর্গফুট-কম-বেশি হতে পারে)। ভবনটি প্রায় ২ কাঠা ১ ছটাক (কম-বেশি হতে পারে) জমির ওপর নির্মিত। সম্পত্তিটি মৌজা- বারহানস ফার্তাবাদ (জে.এল. নং- ৪৭, তৌজি নং- ১০৯, আর.এস. নং- ৭, আর.এস. দাগ নং- ৩০৩৬, আর.এস. খতিয়ান নং- ১২৯)-এর অন্তর্ভুক্ত। এটি রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের (হোল্ডিং নং- ৫২১) আওতাধীন অবস্থানঃ দক্ষিণ মধ্য ফার্তাবাদ, ডাকঘর- গড়িয়া, থানা- সোনারপুর (বর্তমানে নরেন্দ্রপুর), জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০৮৮৪, এ.ডি.এস.আর. অফিস- গড়িয়া, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ। ২০২২ সালের দলিল নং- ১৬২৯০৫৮৮১। সম্পত্তির সীমানা- পূর্বঃ আর.এস. দাগ নং ৩০৩৬-এর অংশবিশেষ পশ্চিমঃ আর.এস. দাগ নং ৪৩৬৯-এর অংশবিশেষ উত্তরঃ আর.এস. দাগ নং ৩০৩৬-এর অংশবিশেষ এবং ফার্তাবাদ গাঙ্গুলী পাড়ার সাথে সংযুক্ত ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ (Common Passage) দক্ষিণঃ আর.এস. দাগ নং ৩০৩৬-এর অংশবিশেষ।						
২।	বেহালা কলকাতা	১৫৪৮০৫০০ ০০০০৬০১৫	কনকলতা ভুনিয়া W/o নারায়ণ ভুনিয়া (ঋণগ্রহীতা / বন্ধক) নারায়ণ ভুনীয়া S/o ষষ্ঠী চরণ ভুনিয়া (C/0-ঋণগ্রহীতা)	১২-০২-২০২৬	১৭-০৭-২০২৬	৯,৮২,৮৪২.৩৮/-
সম্পত্তির বিবরণ (সম্পত্তির সমগ্র অংশ ও অনুষঙ্গসহ)ঃআনুমানিক ০২ কাঠা আয়তনের জমি এবং তার ওপর নির্মিত প্রায় ১৭৪৬ বর্গফুট আয়তনের দোতলা ভবন যা মৌজা- গৌরদহ, জে.এল. নং- ১৮৯, তৌজি নং- ৪০ ও ২০৮, ক্যানিং সার্কেল- ০১-এর অন্তর্ভুক্ত সি.এস. খতিয়ান নং- ১০৭ ও আর.এস. খতিয়ান নং- ১১৩-এর অধীন সি.এস. দাগ নং- ৯৯ এবং আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং- ১৬১-এ অবস্থিত বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত থানা- ক্যানিং, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এ.ডি.এস.আর. অফিস- মাতলা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ ২০১৩ সালের বিক্রয় দলিল নং- ০০নি১৬, ভলিউম নং- ১, পৃষ্ঠা নং- ২৭৮ থেকে ২৯৭। সম্পত্তির সীমানা- পূর্ব দিকেঃ অচিন্ত্য মণ্ডলের সম্পত্তি পশ্চিম দিকে ঃ প্লট নং P3-এর সম্পত্তি উত্তর দিকে দাগ নং ১৬১-এর সম্পত্তি দক্ষিণ দিকেঃ ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ (Common Passage)।						
৩।	কলকাতা	১৫১০০৫০০ ০০০০০০০২ ও ১৫১০০৫০০ ০০০০০০০৩	অরুণাভ ঘোষ, পিতা রাম প্রসাদ ঘোষ (ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা) প্রতিমা, পিতা নারায়ণ ঘোষ ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা)	২১-০৪-২০২৬	১৮-০৭-২০২৬	১৩,৮৪,৫৯৪.৩২/- এবং ১১,৪৮,৯৭১.৩০/-
সম্পত্তির বিবরণ (সম্পত্তির সমগ্র অংশ ও অনুষঙ্গসহ)ঃ প্রায় ০৮ (আট) ডেসিমেল পরিমাণের জমি (কম-বেশি হতে পারে) এবং তার ওপর অবস্থিত একটি দোতলা ভবন যার মোট আয়তন প্রায় ১৫৯৬ বর্গফুট (নিচতলা প্রায় ১০৮০ বর্গফুট এবং দোতলা প্রায় ৫১৬ বর্গফুট-পরিমাপ কম-বেশি হতে পারে)। সম্পত্তিটি মৌজা- কামারথুবা, জে.এল. নং- ৭৩, আর.এস. নং- ৩০৫, তৌজি নং- ২১৬৭-এর অন্তর্ভুক্ত আর.এস. খতিয়ান নং- ১৪৪৮ ও ১৪৫০ এবং আর.এস. দাগ নং- ৬৮১-এর অন্তর্গত। এটি হোল্ডিং নং- ৮২৫২, ২নং সুভাষ পল্লী (ট্যাক্স রেকর্ড অনুযায়ী), ওয়ার্ড নং- ০৩, থানা- হাবড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা-র অধীনে হাবড়া পৌরসভার স্থানীয় সীমানার মধ্যে অবস্থিত (রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ এ.ডি.এস.আর.- হাবড়া, ডি.আর.- বারাসাত ১৯৯১ সালের বিক্রয় দলিল নং- ৮৮৭৪)। সম্পত্তির সীমানা- পূর্বঃ গৌর পাঠক ও কালিপদ শীল পশ্চিমঃ রাস্তা উত্তরঃ গৌর পাঠক দক্ষিণ অলোক ঘোষ।						

তারিখঃ ২১.০৭.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বাক্ষরিত-
(অনুমোদিত আধিকারিক)
উকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৩০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৪ শ্রাবণ, ১৪৩৩

বটুকেশ্বর দত্ত

দিল্লির সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলি হলের বাতাস তখন ভারী হয়ে আছে অন্যায্য আইনের বোঝায়। ঠিক তখনই একটা বিকট শব্দে কেঁপে উঠল চারপাশ। ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধে ভরে গেল ঘর। ঠিক তার পরই আকাশ ফুঁড়ে গর্জে উঠল, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। সেখানে এক শান্ত সংকল্প নিয়ে ভয়ডরহীন চোখে দাঁড়িয়ে আছেন চব্বিশ বছরের এক বাঙালি তরুণ। পাশে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু ভগত সিং। ক্যালেন্ডারে তখন অগ্নিযুগ ১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল, বিপ্লবের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের জন্ম হল, অসমসাহসী তরুণ বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের হাত ধরে। বর্ধমান জেলার সাধারণ পরিবারে জন্ম নেওয়া অপূর্ব সাহসী বটুকেশ্বর দত্তের হৃদয়ে ছিল দেশের জন্য কিছু করার তীব্র আকুতি। বড়লাটের সভায় বোমা ছোঁড়ার উদ্দেশ্য কাউকে হত্যা করা ছিল না, ছিল বোবা-কালা ব্রিটিশ সরকারকে ভারতীয়দের প্রতিবাদের ভাষা শোনানোর উদ্দেশ্যে সেদিন বর্বর ইংরেজ বড়লাটের সভায় সেদিন বোমা পুলিশের হাতে ছুঁড়ে ধরা দিলেন। বোমা ফেলে তাঁরা দুজনেই পালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু সাহস আর দেশপ্রেম বড় অসাধু জিনিস, শনির উদয়কালের মতো, মানুষকে স্থির হতে দেয় না। জানতেন এরপর শুরু হবে অন্ধকূপের জীবন। আন্দামানের সেলুলার জেলের সেই কুখ্যাত কালকুঠুরি। কালা পানির বন্দিদশা, অমানুষিক অত্যাচার। তবুও রক্ত সেদিন হার মানেনি, দিনের পর দিন অন্ধকার ঘরে একা থাকা ও ভারী লোহার শেকল পায়ে টেনে চলা, আর পশুর মতো খাটুনির পরও। বর্বর ইংরেজ অত্যাচারীরা তাঁর মন ও সাহসকে ভাঙতে পারেনি। জেলের ভেতরেই রাজনৈতিক বন্দিদের অধিকারের দাবিতে দীর্ঘ অনশন শুরু করলেন, এখানে শহীদ হলেন বিপ্লবী যতীন দাস। দেশের প্রতি ভালবাসা যাঁদের শিরায় শিরায়, তাঁদের কি আর লোহার শেকল দিয়ে আটকে রাখা যায়? তারপর দেশ স্বাধীন হল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। সোমবার কি বুধবার হবে! কেউ প্রধানমন্ত্রী হল, কেউ আইন মন্ত্রী, কিন্তু যেটা হল না তার জন্য ইতিহাস কখনো ক্ষমা চায়নি। তবুও ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাসে অসীম সাহসী এই বীর যোদ্ধার জীবনের শেষ অধ্যায়টি স্বস্তির জীবন হয়ে ওঠেনি। যে স্বাধীনতার জন্য তিনি নিজের যৌবনকে বলি দিলেন, রক্তকে মূল্যহীন করে কালাপানির দ্বীপে ছড়িয়ে এলেন, স্বাধীন দেশের ত্রিবর্ণ পতাকার নিচে তাঁকে আবার জীবিকার জন্য বাসের কন্ডাক্টরি করতে হল, লরির ব্যবসা চালাতে হল। স্বাধীনতার সোনালী আলোয় তিনি যেন এক অন্ধকার কোণে হারিয়ে গেলেন। তারপর চরম দারিদ্র্য অবস্থায় ক্যানসারের মতো মরণব্যাধি তাঁকে গ্রাস করল। আর ১৯৬৫ সালের এমনই বর্ষণমুখর রাতে দিল্লির এক হাসপাতালে স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন। সত্যিই দেশপ্রেম বড় অসাধু, তাঁর বুকে দেশপ্রেম জ্বলজ্বল করছিলো বলেই মুখে আত্মত্যাগের কথা স্বাধীন ভারতের দাবীদার হয়ে উঠে আসেনি। একবার করে মনে হয়, ব্রিটিশরা কি একই বর্বর ছিল? জয় হিন্দ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আজকে বীর বটুকেশ্বর দত্তের প্রয়াণ দিবসে, অশ্রুমাখা শ্রদ্ধাঞ্জলি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন শেষ হয়েছে বহু কষ্টের মধ্যে দিয়ে।

স্বদেশি আইকন

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন পরাধীন ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ছিল ব্রিটিশদের করায়ত্ত, তখন এক বাঙালি যুবক স্রেফ নিজের মেধা আর অদম্য জেদকে পুঁজি করে গড়ে তুলেছিলেন এক সাম্রাজ্য। তিনি হেমেন্দ্রমোহন বসু;যাঁকে একাধারে সুগন্ধি-সম্রাট, সুরের জাদুকর এবং বাংলার বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের এক অনন্য রূপকার বলা চলে। হেমেন্দ্রমোহনের জীবনকাহিনি কোনো রূপকথার চেয়ে কম নয়। ময়মনসিংহের জয়সিদ্ধি গ্রামে জন্ম নেওয়া এই মানুষটি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় চোখে অ্যাসিড পড়ে যাওয়ার কারণে চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ ছাড়তে বাধ্য হন। কিন্তু নিয়তির এই আঘাত তাঁর স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে দিতে পারেনি। ল্যাবরেটরির চার দেওয়ালে শুরু হয় তাঁর নতুন গবেষণা;সুগন্ধি তৈরির ম্যাজিক। ১৮৯৪ সালে কলকাতার ৬২ নম্বর বৌবাজার স্ট্রিটে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'H. Bose Perfumers'। সেখান থেকেই একে একে জন্ম নেয় কালজয়ী সব প্রসাধনী। কুন্তলীন কেশতেল, যা তৎকালীন সময়ে আপামর বাঙালির চুলের পরিচর্যায় বিপ্লব এনেছিল। দিলখোস আতর, যার মায়াবী সুবাসে মাতোয়ারা ছিল আসমুদ্রহিমাচল। ব্যবসায়ী হিসেবে সফল হলেও হেমেন্দ্রমোহনের প্রাণ গড়ে উঠেছিল সংস্কৃতির আবহে। ১৯০০ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'কুন্তলীন প্রেস' এবং ১৯০৩ সালে মেধার অন্বেষণে চালু করেন বিখ্যাত কুন্তলীন পুরস্কার। রসায়নের গন্ধের সাথে সাহিত্যের এই মেলবন্ধন ছিল অনন্য। এই পুরস্কারের প্রথম প্রাপক ছিলেন বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (তাঁর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির জন্য) এবং পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'মন্দিরা'-ও এই সম্মানে ভূষিত হয়। হেমেন্দ্রমোহন শুধু সুগন্ধি ছড়াননি, তিনি ছিলেন এক দূরদর্শী প্রযুক্তিপ্রেমী। ১৯০০ সালের দিকে, যখন শব্দ ধরে রাখার প্রযুক্তি এ দেশে কল্পবিজ্ঞানের মতো শোনাত, তখন তিনি এডিসনের ফোনোগ্রাফ নিয়ে মেতে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং জগদীশচন্দ্র বসুর মতো মণীষীদের কণ্ঠস্বরকে মোমের সিলিন্ডারে বন্দি করে অমর করে রেখেছিলেন তিনি। তাঁর গড়া 'এইচ. বোস স্বদেশি রেকর্ডস' ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় উদ্যোগে তৈরি প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড প্রস্তুতকারী সংস্থা। গতির দুনিয়াতেও তাঁর অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। কলকাতায় বিলিতি 'রোভার' সাইকেলের পরিবেশক হওয়া থেকে শুরু করে 'গ্রেট ইস্টার্ন মোটর কোম্পানি' ও 'মোটর ওয়ার্কস'।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

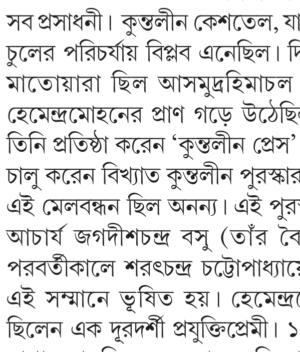

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়।

জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা সিক্ষা হোক বা অর্ত হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব হবে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি। তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে রক্ষা মুশকিল।

মা সারদা দেবী

মা সারদা দেবী বলতেন, যারা মাতৃভক্ত তারা জীবনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। দেখা গিয়েছে মাতৃভক্ত সন্তানরা সমাজে মহান হয়েছেন। মায়ের প্রতি ভরসা রাখতে হবে। তিনি ঠিক সময় হলে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করে থাকেন। মায়ের আর্শীবাদ সব সময়ে প্রয়োজন।। সন্তানদের বলতে হবে না। মা তাঁর

নিজের ইচছাতে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করে থাকেন। জীবনকে শক্তিশালী করতে মহামন্ত্র দান করে থাকেন মা'রাইন নাহলে সন্তানরা শক্তি পাবে না। শক্তি পেতে গেলে মাতৃভক্ত হতে হবে। মানব সমাজকে রক্ষা তরত গেলে সেবা করতে গেলে প্রয়োজন মানবিকতা। সেই মানবিকতা আসে মায়ের কাছ থেকে। যিনি মানবিকতা প্রদর্শন করে থাকেন তিনি মহান হয়ে সকলের সামনে উপস্থিত হন। মহান হন বলেই তাঁরা চিরকালই পূজিত হয়ে থাকেন। ঈশ্বর সবার মধ্যে বিরাজ করে রয়ছেন। তিনি সবাইকে সমান চোখে দেখেন। কাউকে তিনি দূর করে দেন না। তবে কর্ম করতে হবে ভালো। তবেই ভালো ফল পাওয়া যাবে। খারাপ কর্ম করাই খারাপ।

'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' সঙ্গীতের রচয়িতা ডি.এল. রায়

রবীন্দ্রকুমার শীল

কবি, নাট্যকার এবং সংগীতস্রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (জন্মঃ- ১৯ জুলাই (৪ঠা শ্রাবণ)। প্রায় ৫০০ গান রচনা করেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর বিখ্যাত গান 'ধনধান্য পুষ্প ভরা', 'বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ' ইত্যাদি আজও সমান জনপ্রিয়। প্রেমের, নাটকের, হাসির ও স্বদেশি গানই মুখ্য। এর মধ্যে সুর পাওয়া যায় মাত্র ১৩২টি গানের। নাটক লিখেছেন ২১টি - ইতিহাসাশ্রিত, প্রহসন, সামাজিক, পুরাণাশ্রিত। গান-কবিতা মিলিয়ে কিছু গ্রন্থ। ১৯০৫ সালে গড়ে তুলেছিলেন সাহিত্যসভা 'পূর্ণিমা মিলন' বা 'সাহিত্যিকী পৌর্ণমাসী সম্মিলন'। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশের ভাবনা আসে তাঁরই মাথায়। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে জীবদ্দশায় প্রকাশিত আর্যগাথা (১ম ও ২য় ভাগ) ও মন্দ্র বিখ্যাত। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একঘরে, কল্কি-অবতার, বিরহ, সীতা, তারাবাঈ, দুর্গাদাস, রাণা প্রতাপসিংহ, মেবার-পতন, নূরজাহান, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, সিংহল-বিজয় ইত্যাদি। এ সবের পাশাপাশি তিনি ছিলেন এক স্বাধীনচেতা ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। বিলেত থেকে কৃষিবিদ্যার ডিগ্রি নিয়ে আসা দ্বিজেন্দ্রলাল হয়ে উঠলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মেদিনীপুরের সুজমুঠা পরগনার সেটলমেন্টের দায়িত্বে থাকাকালীন ঘটিয়ে বসলেন এক কাণ্ড। কৃষকদের খাজনা দিলেন কমিয়ে। রক্তচোখ দেখালেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। আর উল্টো দিকে কৃষকেরা তাঁকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বদলে ডাকতে শুরু করলেন 'দয়াল রায়' নামে। বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা হল। ছোটলাট এলেন পরিদর্শনে। বাঙালি কবি ছোটলাটকে কী বলেছিলেন? তাঁর ভাষায়; 'আইন বিষয়ে তাঁহার অনভিজ্ঞতা বুঝাইয়ে দেই'। ফলে যা হওয়ার, তাই হল! বিষয় গড়াল আদালতে। কোনও ক্রমে চাকরি বাঁচলেও পদোন্নতি রুদ্ধ হল। আর দ্বিজেন্দ্রলাল খুশি রইলেন এই ভেবে যে, 'নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিলেও সমস্ত বঙ্গদেশব্যাপী একটি উপকার সাধিত' হয়েছে। ইংরেজের চাকরি তাঁর ভাষায় ছিল 'দাস্য'। শেষ দিকে মাথায় চেপে বসেছিল স্বেচ্ছাবসরের ভাবনা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে রবীন্দ্র সদনে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম জয়ন্তী পালন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী কবি ডি.এল রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। তাঁর পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (১৮২০-৮৫) ছিলেন কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ান। কার্তিকেয়চন্দ্র নিজেও ছিলেন একজন বিশিষ্ট খেয়াল গায়ক ও সাহিত্যিক। এই বিদগ্ধ পরিবেশ বালক দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়। তাঁর মা প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন অদ্বৈত আচার্যের বংশধর। দ্বিজেন্দ্রলালের দুই দাদা রাজেন্দ্রলাল ও হরেন্দ্রলাল এবং এক বৌদি মোহিনী দেবীও ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যস্রষ্টা।

দ্বিজেন্দ্রলাল ১৮৭৮-এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। এফ. এ. পাস করেন কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে। পরে হুগলি কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৮৮৪ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ (অধুনা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে এম.এ. পাস করেন। এরপর কিছুদিন ছাপরা'র রেভেলগঞ্জ মুখার্জ্জি সেমিনারীতে শিক্ষকতা করার পর সরকারি বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ড যান কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করার জন্য। রয়্যাল এগ্রিকালচারাল কলেজ ও এগ্রিকালচারাল সোসাইটি হতে কৃষিবিদ্যায় FRAS, MRAC, MRA ডিগ্রি অর্জন করেন। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর একমাত্র ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ Lyrics of Ind। এই বছরই দেশে প্রত্যাবর্তন করে সরকারি কর্মে নিযুক্ত হন দ্বিজেন্দ্রলাল। কিন্তু তিন বছর বিদেশে থাকার পর দেশে ফিরে প্রায়শ্চিত্ত করতে অসম্মত হলে তাঁকে নানা সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। ভারতবর্ষে ফিরে তিনি জরিপ ও কর মূল্যায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, এবং মধ্যপ্রদেশে সরকারী দপ্তরে যোগ দেন। পরে তিনি দিনাজপুরে সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ পান। তিনি প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুরবালা দেবীকে বিবাহ করেন ১৮৮৭ সালে। ১৮৯০ সালে বর্ধমান এস্টেটের সুজামুতা পরগনায় সেটেলমেন্ট অফিসার হিসাবে কর্মরত অবস্থায় কৃষকদের অধিকার বিষয়ে তাঁর সাথে বাংলার ইংরেজ গভর্নরের বিবাদ ঘটে। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি ১৯১৩ সালে সরকারী চাকরী হতে অবসর নেন।

বাল্যকালে তিনি একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে লালিত হয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের দুই অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ও হরেন্দ্রলাল রায় - দু'জনেই ছিলেন লেখক ও পত্রিকা সম্পাদক। গৃহে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখের যাতায়াত ছিল। এরকম একটি পরিবেশে কৈশোরেই তিনি কবিতা রচনা শুরু করেন। তিনি পাঁচ শতাধিক গান লিখেছেন, যা দ্বিজেন্দ্রগীতি নামে পরিচিত। ১৯০৫ সালে তিনি কলকাতায় পূর্ণিমা সম্মেলন নামে একটি সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৩ সালে তিনি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। অল্প বয়স থেকেই কাব্য রচনার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে আর্যগাথা (১ম ও ২য় ভাগ) ও মন্দ্র বিখ্যাত। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একঘরে, কল্কি-অবতার, বিরহ, সীতা, তারাবাঈ, দুর্গাদাস, রাণা প্রতাপসিংহ, মেবার পতন, নূরজাহান, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, সিংহল-বিজয় ইত্যাদি। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যে তাঁর দেশপ্রেমের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। হাস্যরসেও তিনি অসামান্য পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর রচিত 'নূরজাহান' (১৯০৮), 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১) এবং 'সিংহল বিজয়' (১৯১৫) বিখ্যাত নাটক।

দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বাংলার পাঠকসাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন না তখন হইতেই তাঁহার কবিত্বে আমি গভীর আনন্দ পাইয়াছি এবং তাঁহার প্রতিভার মহিমা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সত্য, অর্থাৎ আমি যে তাঁর গুণপক্ষপাতী, এইটেই আসল কথা এবং এইটেই মনে রাখিবার যোগ্য। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এখনকার অনেক পাঠক দ্বিজেন্দ্রলালকে আমার প্রতিপক্ষশ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া কলহের অবতারণা করিয়াছেন। অথচ আমি স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি এ কলহ আমার নহে এবং আমার হইতেই পারে না। পশ্চিম দেশের আঁধি হঠাৎ একটা উড়ো হাওয়ার কাঁধে চড়িয়া শয়ন বসন আসনের উপর এক পুরু ধুলা রাখিয়া চলিয়া যায়। আমাদের জীবনে অনেক সময়ে সেই ভুল-বোঝার আঁধি কোথা হইতে আসিয়া পড়ে তাহা বলিতেই পারি না। কিন্তু উপস্থিতমতো সেটা যত উৎপাতই হোক্ সেটা নিত্য নহে এবং বাঙালি পাঠকদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা এই ধুলা জমাইয়া রাখিবার চেষ্টা যেন না করেন, করিলেও কৃতকার্য হইতে পারিবেন না। কল্যাণীয় শ্রীমান দেবকুমার তাঁহার বন্ধুর জীবনীর ভূমিকায় আমাকে কয়েক ছত্র লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে আমি কেবলমাত্র এই কথাটি জানাইতে চাই যে, সাময়িক পত্রে যে-সকল সাময়িক আবর্জনা জমা হয় তাহা সাহিত্যের চিরসাময়িক উৎসব-সভার সামগ্রী নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে আমার যে পরিচয় স্মরণ করিয়া রাখিবার যোগ্য তাহা এই যে আমি অন্তরের সহিত তাঁহার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং আমার লেখায় বা আচরণে কখনো তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নাই।-- আর যাহা-কিছু অঘটন ঘটিয়াছে তাহা মায়া মাত্র, তাহার সম্পূর্ণ কারণ নির্ণয় করিতে আমি তো পারিই না, আর কেহ পারেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।'

'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানটি আজও জনপ্রিয়। বহু স্কুলে এই গানটি প্রার্থনা রূপে গাওয়া হয়ে থাকে। গান, কবিতা থেকে নাটক, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এক বহুমুখী প্রতিভার নাম। সঙ্গীত, কবি ও নাট্যকার ডি. এল. রায় যে একজন কৃষি-বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি বাংলা তথা ভারতের কৃষি বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণামূলক বই লিখেছিলেন যা আজও ছাত্রদের কাছে অমূল্য সম্পদ।

(ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।)

অনেকেই জানে না যে স্পেন দেশের উপনিবেশ ছিল আর্জেন্টিনা

শঙ্করলাল কর্মকার

স্পেনের উপনিবেশ থেকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঃ আর্জেন্টিনার জন্মের ইতিহাস। ১৪৯২ সালে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রা ইউরোপীকে ঘর থেকে বাইরে তাকানোর সুযোগ করে দেয় এবং বদলে দিয়েছিল পুরো বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্র। নতুন বিশ্বের বিশাল ভূখণ্ডের দখল নিয়ে শুরু হয় স্পেন ও পর্তুগালের প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতারই এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বর্তমান আর্জেন্টিনা;যে দেশটি প্রায় তিন শতাব্দী স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের অংশ ছিল, পরে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পোপের এক দাগে ভাগ হয়ে গেল অতুন পৃথিবী। কলম্বাস আমেরিকায় পৌঁছানোর পরপরই স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে প্রশ্ন ওঠে;নতুন আবিষ্কৃত ভূমিগুলোর মালিক কে হবে?

এই বিরোধ মেটাতে ১৪৯৪ সালে স্বাক্ষরিত হয় বিখ্যাত টর্ডেসিয়াস চুক্তি Treaty of Torde sillas। পোপের মধ্যস্থতায় আটলান্টিক মহাসাগরে একটি কাল্পনিক রেখা টেনে পৃথিবীর বাইরের নতুন ভূখণ্ড দুটি দেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

এই বিভাজনের ফলে বর্তমান ব্রাজিলের পূর্বাংশ পর্তুগালের ভাগে পড়লেও দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় পুরো বাকি অংশ, যার মধ্যে বর্তমান আর্জেন্টিনাও ছিল, স্পেনের দাবিকৃত অঞ্চলে পরিণত হয়।

তখন অবশ্য এসব ভূমির ওপর ইউরোপীয়দের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সেখানে হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করছিল। তারা মূলত ইউরোপে বসে নতুন আবিষ্কার করা পৃথিবীকে ভাগ করে নিয়েছিল। তারপর দখল নেবার ইতিহাস মানবতার ইতিহাসে সবচেয়ে লজ্জাজনক ঘটনাগুলোর জন্ম দিয়েছিল। সেই সময় ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা আর এশিয়া ছাড়া বাকি পৃথিবীই ইউরোপের কাছে 'নতুন পৃথিবী'!

স্প্যানিশদের আগে ঃ স্প্যানিশরা আসার আগে বর্তমান আর্জেন্টিনা ছিল অসংখ্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল। তারা কোনো একক সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল না; বরং ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা গড়ে তুলেছিল। প্রধান জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ছিল; ডিয়াগিতা, গুয়ারানি, মাপুচে, কুয়েরান্দি, তেহুয়েলচে ইত্যাদি। স্প্যানিশ উপনিবেশ স্থাপনের পর আদিবাসীদের ভাগ্য ছিল অত্যন্ত করুণ। ইউরোপীয়দের বয়ে আনা গুটি বসন্ত, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগে লাখো আদিবাসী মারা যায়। যুদ্ধ ও দমন-পীড়ন, জোরপূর্বক শ্রম ও গনহত্যার মাধ্যমে তারা বিলুপ্তির দিকে চলে যায়। আজও আর্জেন্টিনায় মাপুচে, কোল্লা, কোম (টোবা), উইচি, গুয়ারানিসহ বহু আদিবাসী সম্প্রদায়ের উত্তরসূরিরা বাস করেন। সর্বশেষ জাতীয় আদম শুমারি অনুযায়ী, দেশের জন সংখ্যার প্রায় ২,৩ শতাংশ মানুষ নিজেদের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সদস্য বা বংশধর হিসেবে পরিচয় দেন। যদিও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মিশ্রবিবাহ ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কারণে আদিবাসী ঐতিহ্যের অনেকটাই হারিয়ে গেছে, তবুও তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ভূমির অধিকার রক্ষার আন্দোলন এখনও আর্জেন্টিনার গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যু।

রিও দে লা প্লাতার পথে স্প্যানিশ অভিযাত্রা ঃ ১৫১৬ সালে স্প্যানিশ নাবিক হুয়ান দিয়াস দে সোলিস প্রথম ইউরোপীয় হিসেবে রিও দে লা প্লাতা মোহনায় পৌঁছান। কিন্তু স্থানীয় আদিবাসীদের হাতে তিনি নিহত হন। ১৫৩৬ সালে স্পেনের প্রতিনিধি পেদ্রো দে মেন্দোসা বর্তমান বুয়েনোস আইরেসে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। কিন্তু খাদ্য সংকট, রোগব্যাধি এবং আদিবাসীদের প্রতিরোধের কারণে সেই বসতি কয়েক বছরের মধ্যেই পরিত্যক্ত হয়।

চার দশক পর, ১৫৮০ সালে হুয়ান দে গারাই একই স্থানে আবার শহর প্রতিষ্ঠা করেন। এবার বুয়েনোস আইরেস টিকে যায় এবং ধীরে ধীরে দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নগরীতে পরিণত হয়।

স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের এক প্রান্তিক অঞ্চল ঃ প্রথমদিকে বর্তমান আর্জেন্টিনা ছিল ভাইসরয়্যালটি অব পেরু-এর অংশ। এর রাজধানী ছিল লিমা। ফলে বুয়েনোস আইরেস ছিল প্রশাসনিকভাবে অনেকটাই উপেক্ষিত। স্পেনের দৃষ্টি তখন মূলত পেরু ও বলিভিয়ার রূপার খনির দিকে। দক্ষিণের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি; পাম্পাস;তাদের কাছে তুলনা মূলক কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। কেন হঠাৎ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল বুয়েনোস আইরেস? অষ্টাদশ শতকে আটলান্টিক বাণিজ্যের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। একই সময়ে ব্রিটিশ ও পর্তুগিজ প্রভাবও দক্ষিণ আটলান্টিকে বাড়ছিল। এই বাস্তবতায় ১৭৭৬ সালে স্পেন নতুন প্রশাসনিক একক ভাইসরয়্যালটি অব রিও দে লা প্লাতাদ গঠন করে। এর রাজধানী বুয়েনোস আইরেসকে।

কথা সাহিত্যিক বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় 'বনফুল'

চিত্তজিৎ দত্ত

কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার এবং কবি বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) জন্মঃ- ১৯ জুলাই, ১৮৯৯ সালে। কৈশোরকাল থেকেই তাঁর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ। স্কুলে পড়ার সময়ে তিনি 'বনফুল' ছদ্মনামে কবিতা রচনা করেন। সম্পাদনা করেন বিকাশ (১৯১৫) নামে হাতে-লেখা একটি সাহিত্যপত্রিকা। তাতে প্রকাশিত হতো প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, অনুবাদ প্রভৃতি। এ সময় থেকে তাঁর সাহিত্যবিষয়ক রচনা প্রকাশিত হয় ভারতী (১৮৭৭), প্রবাসী (১৯০১), কল্লোল (১৯২৩) প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকায়। এসব পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কবিতার নিখুঁত ছন্দ এবং গল্পের বিষয় নির্বাচন ও ভাষার ওপর দক্ষতা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর কবিতার প্রধান বিষয় নিসর্গ চেতনা, প্রেম ও আত্ম-উপলব্ধি। কবিতার আঙ্গিক বিবেচনায় লক্ষ করা যায়, তিনি লিখেছেন দীর্ঘকবিতা, গদ্যপদ্যের মিশ্রণজাত কবিতা, সনেট, হাইকু প্রভৃতি। বাংলা কবিতার আধুনিক ধারার সঙ্গে তাঁর কোনো সংযোগ ছিল না; তিনি ছন্দমিলের পুরানো ধাঁচেই কবিতা লিখেছেন। বনফুলের কবিতা (১৯৩৬), অঙ্গারপর্ণী (১৯৪০), চতুর্দশী (১৯৪০), আহবনীয় (১৯৪৩), করকমলেষু (১৯৪৯), বনফুলের ব্যঙ্গ কবিতা (১৯৫৮), নতুন বাঁকে (১৯৫৯) প্রভৃতি তাঁর কাব্য সংকলন।

সাহিত্যসাধনায় বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব কথাশিল্পে। নতুন ধারা ও বিচিত্র ধরণের কাহিনী নির্মাণে তিনি অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের বিষয়- ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, চিকিৎসাবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, প্রেম প্রভৃতি। তাঁর উপন্যাসগুলিতে লক্ষ করা যায় মানব জীবনের নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ। যথার্থ শিল্পীর বেদনাবোধ তাঁর সৃজনী প্রতিভায় বিদ্যমান। তিনি বিপুল কৌতূহলী মনে ও সহমর্মিতায় মানব জীবনকে দেখার চেষ্টা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস- তৃণখন্ড (১৯৩৫), জঙ্গম (তিন খন্ড, ১৯৪৩-১৯৪৫), অগ্নি (১৯৪৬),

ডানা (তিনখন্ড, যথাক্রমে ১৯৪৮, ১৯৫০ ও ১৯৫৫), স্থাবর (১৯৫১), অগ্নীশ্বর (১৯৫৯), হাটেবাজারে (১৯৬১), ত্রিবর্ণ (১৯৬৩), ভুবনসোম (১৯৬৩), প্রচ্ছন্ন মহিমা (১৯৬৭), উদয় অস্ত (দুই খন্ড, ১৯৫৯ ও ১৯৭৪) প্রভৃতি। তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসের গঠনভঙ্গি স্বতন্ত্র এবং অভিনব। তিনি কাহিনী বর্ণনা করেন কখনও নাটকীয় সংলাপে, কখনও স্বগতোক্তিতে, কখনও কবিতায়। তিনি উপন্যাসের গঠনরীতি এবং কথন-কৌশলে যেসব পরীক্ষা করেন, তা বাংলা সাহিত্যে বিরল। তিনি কিছু ইংরেজি উপন্যাস অনুবাদ করেন যা দেশজ পটভূমি ও চরিত্রের বিন্যাসে অলঙ্কৃত। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ভুবনসোম'।

সমাজের অবহেলিত মানুষের সেবা করা ছিল বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের ব্রত। এক্ষেত্রে ডাক্তারি ছিল তাঁর অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু এ সেবাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সাধারণ, নিরন্ন, অবহেলিত, শ্রমজীবী মানুষের জীবন আঁকতে চেয়েছেন শিল্পে। তাঁর কাছে এর এক অসাধারণ মাধ্যম ছিল ছোটগল্প। ছোটগল্প রচনায় তিনি তুলনাহীন মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ছোটগল্পে মানবজীবনের বিচিত্ররূপের সমাবেশ ঘটেছে- যেমন গল্পের বিষয়বস্তুতে, তেমনি ব্যাপক সৃজনশীলতায়। তাঁর ছোটগল্পে মানবজীবনের নানা স্ববিরোধিতা, দুর্জ্ঞেয় রহস্য, আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ছোটগল্প কত ছোট হতে পারে, খন্ডিত বা আকস্মিকতাজনিত অসমাপ্তির বোধ কীভাবে সৃষ্টি না হয় তার পরীক্ষা তাঁর গল্পগুলিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে গভীর চিন্তা ও জটিল অভিজ্ঞতার নিপুণ প্রকাশ তাঁর ছোটগল্পগুলিকে এক অসাধারণত্ব দান করেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ-বনফুলের গল্প (১৯৩৬), বিন্দুবিসর্গ (১৯৪৪), অদৃশ্যলোকে (১৯৪৬), তন্বী (১৯৪৯), অনুগামিনী (১৯৫৮), দূরবীণ (১৯৬১), মণিহারী (১৯৬৩), বহুবর্ণ (১৯৭৬), বনফুলের নতুন গল্প (১৯৭৬) প্রভৃতি। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় নাটক রচনাতেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রহসন, একাঙ্কিকা, চিত্রনাট্য, নাটিকা ছাড়াও তিনি বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনচরিত অবলম্বন করে নাটক রচনা করেন, যাতে পাওয়া যায় তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার অপর একটি ভিন্ন রূপের পরিচয়। উনিশ শতকের দুই বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে লেখা তাঁর নাটক, শ্রীমধুসূদন (১৯৪০) ও বিদ্যাসাগর (১৯৪১)। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় এ দুটি নাটকের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে এঁদের ব্যাপকভাবে ও যথার্থরূপে পরিচিত করিয়ে দেন। বাংলা সাহিত্যে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে বলা যেতে পারে এ ধারার নাটক রচনার পথিকৃৎ।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদান ও সভাপতিত্ব করে যেসব অভিভাষণ প্রদান করেন, সেগুলি গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। উত্তর (১৯৫৩), মনন (১৯৬২), ভাষণ (১৯৭৮), দ্বিজেন্দ্রদর্পণ (১৯৮৭) প্রভৃতি তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ। রবীন্দ্রস্মৃতি (১৯৬৮) ও মর্জিমহল (১৯৭৭) গ্রন্থ দুটি তাঁর ডায়েরি জাতীয় রচনা। তাঁর আত্মজীবনী পশ্চাৎপট প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি রচনা করেন শোকোচ্ছ্বাস মূলক উপন্যাস লী (১৯৭৮)। তিনি ছোটদের জন্য লেখেন দুটি বই মায়াকানন (১৯৭৭) ও রাজা (১৯৭৭)।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় আছে সুস্থ জীবনের আকাঙ্ক্ষা, মূল্যবোধের চেতনা, অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে ধিক্কার। তাঁর রচনারীতি সুমিত ও সংক্ষিপ্ত, তাঁর দৃষ্টি নির্মোহ ও নিরাসক্ত; জীবনের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, তুচ্ছ ও বিরাট সবকিছুর মধ্য থেকে শিল্পের উপাদান সংগ্রহের ক্ষমতা তাঁর রচনাকে দিয়েছে বৈচিত্র্য এবং গভীরতা।

সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় লাভ করেন শরৎস্মৃতি পুরস্কার (১৯৫১), রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৬২), বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক (১৯৬৭)। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট উপাধি প্রদান করে

নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী কোনও গাড়ি ব্যবহার করেন না

দেবেন্দ্র হালদার

টানা ১৪ বছর একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী! যিনি ইউরোপের অন্যতম প্রভাবশালী এবং দীর্ঘমেয়াদী রাষ্ট্রপ্রধান। অথচ ক্ষমতার শেষ দিনে তার অফিস থেকে বের হওয়ার দৃশ্যটা কেমন ছিল জানেন? কোনো বিলাসবহুল বিদায়ী সংবর্ধনা নেই, প্রটোকলের জাঁকজমক নেই, কিংবা কোনো আবেগঘন মেকি নাটকও নেই। তিনি অফিস থেকে বের হলেন, হাতঘড়ির অ্যাপল ওয়াচটায় সময় দেখলেন। এরপর 'Koga' ব্র্যান্ডের পুরনো, সাধারণ সাইকেলটা স্ট্যান্ড থেকে আনলক করে দ্য হেগের সাধারণ রাস্তা দিয়ে একা একাই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। কোনো সিকিউরিটি কার নেই, কোনো ট্রাফিক জ্যাম নেই। সাধারণ পথচারীরা তার পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছেন, কেউ আলাদা করে ভ্রুক্ষেপও করছে না যে দেশের সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী তাদের পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন! এই সাধারণ মানুষটার নাম;মার্ক রুটে। নেদারল্যান্ডসের এই সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জীবনযাপন শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে ১৪ বছর ক্ষমতায় থেকেও কোনো সরকারি বিলাসবহুল বাংলোতে পা রাখেন নি। দ্য হেগের সেই সাধারণ অ্যাপার্টমেন্টেই থেকেছেন, যেটা তিনি ছাত্রজীবনে কিনেছিলেন। বছরের পর বছর ধরে ব্যবহার করেছেন একটা ভাঙা, পুরনো নকিয়া ফোন। নিজের একটা পুরনো ভলভো গাড়ি থাকলেও সেটা গ্যারেজেই পড়ে থাকত বেশি। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় প্রতিদিন সাইকেল চালিয়েই অফিসে আসতেন। ডাচ রাজা কিংবা বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের সাথে মিটিং থাকলেও তার বাহন ছিল ওই সাইকেলই। একবার তো আপেল খেতে খেতে সাইকেল চালিয়ে

রাজপ্রাসাদে ঢুকে যাওয়ার ভিডিও দুনিয়াজুড়ে ভাইরাল হয়েছিল! এই সাদামাটা মানুষটাকে কিন্তু একদম হেলাফেলা করার সুযোগ নেই। নেদারল্যান্ডসের ক্ষমতা ছাড়ার ঠিক ৩ মাসের মাথায় তিনি দায়িত্ব নেন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক জোট ন্যাটো-র চিফ বা সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে! ভাবা যায়? ডাচ সমাজে প্রবাদ ঃ সাধারণভাবে বাঁচো।

নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে তদন্তে সিউড়ি পুলিশ, আবার চর্চার কেন্দ্রে বীরভূমের রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২০ জুলাই ঃ বীরভূমের রাজনীতিতে আবার তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা

অনুব্রত মণ্ডলকে ঘিরে। এবার নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ, নথিপত্র যাচাই এবং অভিযোগকারীদের বক্তব্য গ্রহণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। তদন্তের অগ্রগতির উপর নির্ভর করেই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে প্রশাসনিক মহলের ইঙ্গিত। সাম্প্রতিক এই পদক্ষেপ ঘিরে জেলার রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। জানা গেছে, একটি নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে একাধিক অভিযোগ সামনে আসার পর বিষয়টি পুলিশের নজরে আসে। অভিযোগে দাবি করা হয়েছে, চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, প্রভাব খাটানোর আশ্বাস এবং আর্থিক লেনদেনের মতো একাধিক বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই সিউড়ি থানায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তকারী আধিকারিকরা অভিযোগের প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখছেন। সংশ্লিষ্ট নথি সংগ্রহের পাশাপাশি কারা এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কীভাবে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এবং অভিযোগে উল্লিখিত ঘটনাগুলির বাস্তবতা কতটা, তা যাচাই করার কাজ চলছে। পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তের স্বার্থে একাধিক ব্যক্তিকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। অভিযোগকারীদের কাছ থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথি সংগ্রহ করা হচ্ছে। তদন্তকারীদের মতে, শুধুমাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হবে না। প্রত্যেকটি তথ্য আইনসম্মত উপায়ে যাচাই করে তারপরই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সেই কারণেই তদন্তকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অনুব্রত মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরেই বীরভূম জেলার রাজনীতির অন্যতম প্রভাবশালী মুখ। অতীতে বিভিন্ন মামলায় তাঁর নাম উঠে এলেও প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি বা তাঁর আইনজীবীরা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং আইনের প্রতি আস্থা রাখার কথা জানিয়েছেন। এবার নিয়োগ সংক্রান্ত অভিযোগে নতুন তদন্ত শুরু হওয়ায় রাজনৈতিক মহলে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। জেলার রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ইতিমধ্যেই অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয় হয়ে উঠেছে। ফলে বীরভূমে নতুন করে এই তদন্ত শুরু হওয়ায় তার রাজনৈতিক প্রভাবও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বিরোধীরা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছে। অন্যদিকে, শাসকদলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলবে এবং তদন্ত শেষ হওয়ার আগে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত নয়। তদন্তকারী আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই অভিযোগের সঙ্গে যুক্ত নথিপত্র পরীক্ষা শুরু করেছেন। কোথায়, কখন এবং কী পরিস্থিতিতে অভিযোগে উল্লিখিত ঘটনাগুলি ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের কাছ থেকেও তথ্য চাওয়া হতে পারে। তদন্তে কোনও আর্থিক লেনদেনের সূত্র পাওয়া গেলে সেই দিকটিও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানা গেছে। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের তদন্তের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য, নথিপত্র এবং ডিজিটাল তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অভিযোগ প্রমাণের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করাই তদন্তকারীদের প্রধান লক্ষ্য। একই সঙ্গে অভিযোগের মুখে থাকা ব্যক্তির বক্তব্যও তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে তদন্তের প্রতিটি ধাপ আইন অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। বীরভূমের সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই ঘটনাকে ঘিরে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। জেলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রশাসনিক পদক্ষেপ এবং তদন্তের অগ্রগতি এখন সকলের নজরে। বিভিন্ন মহলের মতে, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্তই প্রকৃত সত্য সামনে আনতে পারে। তাই কোনওরকম রাজনৈতিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে তদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্টের অপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত। পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত তদন্তের স্বার্থে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। তবে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়োজনীয় সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। প্রয়োজনে আরও ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হতে পারে এবং নতুন তথ্য সামনে এলে তদন্তের পরিধিও বাড়ানো হতে পারে। সিউড়িতে শুরু হওয়া এই তদন্ত যে আগামী দিনে রাজ্য রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে পারে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। তবে তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। অভিযোগের সত্যতা আদালত বা তদন্তকারী সংস্থার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে প্রতিষ্ঠিত নয়। তাই সমস্ত তথ্য-প্রমাণ বিচার করেই ভবিষ্যতে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রের ইঙ্গিত।

ডাইনি অপবাদে আদিবাসী মহিলাকে মারধর,৭ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২০ জুলাই ঃ মালদার পুরাতন মালদা ব্লকের ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি গ্রামে ডাইনি অপবাদ দিয়ে এক আদিবাসী মহিলাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে গ্রামের কয়েকজন মোড়ল-মাতব্বরের বিরুদ্ধে। একবিংশ শতাব্দীতেও এমন মধ্যযুগীয় বর্বরতার ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মালদা থানায় সাতজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগ, গত বৃহস্পতিবার সকালে ওই আদিবাসী মহিলা ও তাঁর স্বামীকে ডেকে গ্রামের সালিশে বসানো হয়। সেখানে ডাইনি সন্দেহে তাঁদের অপমান করা হয় এবং বেধড়ক মারধর করা হয়। নির্যাতিতা মহিলাকে জুতোপেটাও করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে তাঁর ভাই এবং সন্তানও নিগ্রহের শিকার হন। ঘটনার একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। মারধরের জেরে ওই মহিলার বাম চোখে গুরুতর আঘাত লাগে। বর্তমানে তিনি স্বামী ও দুই সন্তানকে নিয়ে গ্রামছাড়া অবস্থায় বাবার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। অভিযোগ, গ্রামে ফিরলে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা দিয়ে নিজ বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পরিবার। সোমবার স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক গোপাল সাহা ঘটনাটিকে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও লজ্জাজনক বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি জানান, বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে এবং তদন্তের পাশাপাশি নির্যাতিত পরিবারকে নিরাপদে গ্রামে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

টোটো লাইসেন্সের টাকা ফেরতের দাবিতে, প্রাক্তন পৌরপ্রধানের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ কৃষ্ণনগরে

ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ২০ জুলাই ঃ ঃ টোটো লাইসেন্সের নামে নেওয়া ২,১০০ টাকা ফেরতের দাবিতে সোমবার কৃষ্ণনগর পৌরসভার প্রাক্তন পৌরপ্রধান রিতা দাসের বাড়ির সামনে বিক্ষোভে সামিল হন শতাধিক টোটো চালক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। তবে সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছে রিতা দাসের পরিবার। বিক্ষোভকারী চালকদের অভিযোগ, ২০২৪ সালে পৌরসভার উদ্যোগে টোটো চালানোর অনুমতি দেওয়ার নামে প্রত্যেকের কাছ থেকে ২,১০০ টাকা করে নেওয়া হয়। তাঁদের দাবি, প্রায় চার হাজার চালকের কাছ থেকে এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে আরটিও-র পক্ষ থেকে জরিমানা শুরু হওয়ায় ওই টাকা আদায়ের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। চালকদের বক্তব্য, পৌরসভা যদি আইন মেনে অর্থ গ্রহণ করে থাকে, তবে সেই সংক্রান্ত সরকারি নথি প্রকাশ করতে হবে। অন্যথায় প্রত্যেক চালকের টাকা ফেরত দেওয়ার দাবি জানানো হয়। অন্যদিকে, রিতা দাসের ছেলে দেবোজ্যোতি দাস বেলন বলেন, অভিযোগের সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই। তাঁর দাবি, ২০২৪ সালের ২৯ নভেম্বর কৃষ্ণনগর পৌরসভার বোর্ড সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলরের অনুমোদনের ভিত্তিতেই টোটো লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২,০২৪ জন চালককে লাইসেন্স দেওয়া হয় এবং ৪২ লক্ষ ৫০ হাজার ৪০০ টাকা পৌরসভার তহবিলে জমা পড়ে। ফলে কোনও ব্যক্তি বিশেষের উদ্যোগে অর্থ নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দেবোজ্যোতির অভিযোগ, রিতা দাস এক বছরেরও বেশি সময় আগে পৌরপ্রধানের পদ ছেড়েছেন। তারপরও তাঁর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে রাজনৈতিকভাবে তাঁকে নিশানা করা হচ্ছে। বিক্ষোভ চলাকালীন পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্যে আপত্তিকর মন্তব্য ও ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। পরিবারের সম্পত্তি নিয়ে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি জানান, তিনি ও তাঁর স্ত্রী দু'জনেই দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতার পেশায় কর্মরত। সম্পদের উৎস নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকলে নিরপেক্ষ তদন্তে তাঁদের আপত্তি নেই বলেও জানান তিনি। টোটো চালকদের অভিযোগ এবং প্রাক্তন পৌরপ্রধানের পরিবারের পাল্টা বক্তব্যকে ঘিরে কৃষ্ণনগরে নতুন করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিতর্কের আবহ তৈরি হয়েছে।

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.

ABRIDGED TENDER NOTICE

The undersigned publishes EOI on behalf of the **Divisional Manager, Kolkata Forest Corporation Division** as follows:

EOI No.	Name of Project	Date of Publication	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
07/29-46/20-21/(Pt-II)/2026-2027 2nd call	Supply of Teak Veneer for Joinery Carpentry Unit work at Sector-V, Salt Lake, Kolkata forest Corporation Division under West Bengal Forest Development Corporation Limited.	21.07.2026	22.07.2026	29.07.2026

Details of EOI can be seen at **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbfdc.com**

Sd/-
DM, KFCD, WBFDCL

রঙ্গিয়া মণ্ডলে স্ট্যাটিক ক্যাটারিং ইউনিটের জন্যে ই-নিলাম

রঙ্গিয়া মণ্ডলে ১ টি স্ট্যাটিক ক্যাটারিং ইউনিটের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১৮২৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. মিল্কস্টল-আরএনওয়াই-৩

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-আরএনওয়াই-এনবিকিউ-এসএমইউ-৬১৩-২৬-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	পাঁচ (০৫) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে নিউ বঙ্গাইগাঁও জং. রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ২ এ একটি মিল্ক স্টলের মাধ্যমে কেবল দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত সামগ্রীর বিক্রির ব্যবস্থা করা।

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৯-০৭-২০২৬ তারিখে ১২.০০ ঘন্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ** ১২.৩০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-I/BR-I/KMC invites e-tender online, two part bid system for the following work:

NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD4/2/26-27 (1st Call)

Name of the work: **Supply and delivery of LED fittings at different places in Ward No. 04 under BR-1, KMC.** Estimated Amount: ₹ **4,65,849.46**. Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion: **7 days**. Last date and time of submission of bid: **30.07.2026 upto 10 a.m.** The bid form and other details are available on and from **22.07.2026 up to 10 a.m.** from the website **https://etenders.wb.nic.in.**

The Executive Engineer (Electrical) Lighting Zone-IV, Borough-XII, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid systems for the following works:

(1) NIT NO: KMC/LTG/Z-IV/43/26-27

Name of work: **Repairing of lighting system at Kishore Bahini Park, Joty Sangha Park and Central Park in Ward No. 102, BR-XII**. Estimated Amount: ₹ **1,99,715.38**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(2) NIT NO: KMC/LTG/Z-IV/44/26-27

Name of work: **Repairing of lighting system at different Uttaran Areas in Ward No. 102, BR-XII.** Estimated Amount: ₹ **1,97,605.49**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **29.07.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **16.07.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid systems for the following works:

(1) NIT NO: KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/32

Name of work: **Supply of services of electrical system for operation & routine upkeeping in Ward No. 87 under BR.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **4,78,068.00**. Earnest Money: ₹ **9,600.00**. Period of Completion: **365 days**. Last date and time of submission of bid: **30.07.2026 - 6 p.m.** Bid opening date and time for technical proposals on **30.07.2026 - 6.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **21.07.2026 - 6 p.m.** from the website **https://wbtenders.govt.in.**

(2) NIT NO: KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-2027/31

Name of work: **Comprehensive maintenance of A.C. Machines at Tolly Tax Department at Gariahat Complex in Ward No. 68, BR-VIII.** Estimated Amount: ₹ **2,02,834.00**. Earnest Money: ₹ **4,200.00**. Period of Completion: **365 days**.

(3) NIT NO: KMC/LTG/Z-III/VII/2026-2027/13

Name of work: **Supply, delivery and installation of different electrical accessories at various Health Institutions under BR.-VII.** Estimated Amount: ₹ **1,99,949.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **10 days**. Last date and time of submission of bid: **31.07.2026 - 2 p.m. (for Sl. No. 2 & 3).** Bid opening date and time for technical proposals on **31.07.2026 - 2.30 p.m. (for Sl. No. 2 & 3).** The bid forms and other details are available on and from **21.07.2026 - 6 p.m. (for Sl. No. 2 & 3).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 2 & 3).**

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/US/HQ/082/26-27/21 (1st Call) published in this Newspaper on **06.07.2026 (Key No. 199/26-27) of Uttaran Services Department.** Last date and time of submission of bid will be read as **27.07.2026 upto 11 a.m.** instead of 20.07.2026 upto 11 a.m. Bid opening date and time for technical proposals will be read as **29.07.2026 at 11 a.m.** instead of 22.07.2026 at 11.30 a.m.

245/26-27

উচ্ছেদ অভিযানের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, পুর্নবাসনের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়ার প্রতিবাদে সোমবার বামপন্থী দলের নেতৃত্বে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে সরানোর আগে তাদের জন্য উপযুক্ত বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার দাবি জানান আন্দোলনকারীরা। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, রেলের জমিতে বহু বছর ধরে বসবাসকারী বহু পরিবারকে পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ করা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুচিত। তাঁদের অভিযোগ, হঠাৎ এই উচ্ছেদ অভিযানের ফলে শত শত মানুষের মাথার ওপর থেকে ছাদ সরে যাবে এবং তাঁদের জীবিকাতেও মারাত্মক প্রভাব পড়বে। আন্দোলন চলাকালীন একটি প্রতিনিধি দল রেল কর্মকর্তাদের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে দাবি জানায় যে, পুনর্বাসন নিশ্চিত না করা পর্যন্ত কোনো ধরনের উচ্ছেদ অভিযান চালানো যাবে না। বিক্ষোভকারীরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, তাঁদের দাবিতে দ্রুত ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়া না হলে আগামী দিনে আরও ব্যাপক আকারে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

জলঙ্গি নদী থেকে উদ্ধার ব্যক্তির বস্তাবন্দি দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২০ জুলাই ঃ নিখোঁজ হওয়ার পরদিন দুপুরে নদী থেকে উদ্ধার হলো এক ব্যক্তির বস্তাবন্দি মৃতদেহ। সোমবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের নওদা থানা এলাকার জলঙ্গি নদীতে দেহটি ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম শম্ভুনাথ হালদার। তিনি নওদার গোঘাটা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। পরিবার সূত্রে খবর, রবিবার রাত থেকেই নিখোঁজ ছিলেন তিনি। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনও সন্ধান পাননি। সোমবার দুপুরে স্থানীয় বাসিন্দারা জলঙ্গি নদীতে একটি বস্তা ভাসতে দেখেন। সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নওদা থানার পুলিশ। নদী থেকে বস্তাটি উদ্ধার করে খোলার পর তার ভেতর থেকে শম্ভুনাথবাবুর মৃতদেহটি পাওয়া যায়। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে। এরপর প্রমাণ লোপাট করার উদ্দেশ্যে দেহটি বস্তাবন্দি করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। এই ঘটনার পেছনে পুরোনো শত্রুতা বা অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে নওদা থানার পুলিশ।

ড্রোনের চোখে কাঁটাতারের নিরাপত্তা, কোচবিহার সীমান্তে বিএসএফের কড়া নজরদারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২০ জুলাই ঃ ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে এবার অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা বাড়াল সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। উত্তরবঙ্গের স্পর্শকাতর কোচবিহার সীমান্তজুড়ে শুরু হয়েছে ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারি। কাঁটাতারের বেড়া, নদীপথ, চর এলাকা কিংবা দুর্গম সীমান্ত- যেখানে মানব নজরদারিতে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সেখানে আকাশপথে উড়ে বেড়াচ্ছে অত্যাধুনিক ড্রোন। সীমান্তে অনুপ্রবেশ, চোরাচালান এবং যে কোনও সন্দেহজনক গতিবিধি রুখতেই এই নতুন প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বিএসএফ। কোচবিহারের বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকা দীর্ঘদিন ধরেই নিরাপত্তার দিক থেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল। নদী, জলাভূমি, কৃষিজমি এবং বিস্তীর্ণ খোলা প্রান্তরের কারণে অনেক এলাকায় সার্বক্ষণিক নজরদারি বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন আনতেই ড্রোন ক্যামেরাকে কার্যকর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। আধুনিক সেন্সর ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ক্যামেরাযুক্ত এই ড্রোনগুলি কয়েক কিলোমিটার এলাকা একসঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম। দিনের পাশাপাশি রাতের অন্ধকারেও তাপচিত্র প্রযুক্তির সাহায্যে সন্দেহজনক গতিবিধি শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। বিএসএফ সূত্রের দাবি, সীমান্তে অনুপ্রবেশের পাশাপাশি গবাদি পশু পাচার, মাদক চোরাচালান, জাল নোট এবং অন্যান্য বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে এই প্রযুক্তি অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে। সীমান্তের বিভিন্ন স্পর্শকাতর পয়েন্টে ড্রোন উড়িয়ে নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে। কোনও সন্দেহজনক নড়াচড়া ধরা পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী সীমান্তচৌকিতে বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। সীমান্ত নিরাপত্তায় প্রযুক্তির ব্যবহার গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। প্রচলিত টহলের পাশাপাশি এখন ড্রোন, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ক্যামেরা, নজরদারি টাওয়ার এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাকে একসঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে সীমান্তে নিরাপত্তা বলয় আরও শক্তিশালী হয়েছে বলে মনে করছেন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা। সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, আগে সীমান্তের বিস্তীর্ণ ফাঁকা এলাকায় রাতের অন্ধকারে নানা ধরনের বেআইনি কর্মকাণ্ডের আশঙ্কা থাকত। এখন আকাশে নিয়মিত ড্রোন টহল চলায় সেই প্রবণতা অনেকটাই কমেছে। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির মানুষও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে সীমান্তে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেদিকেও নজর রাখছে বিএসএফ। নিরাপত্তা

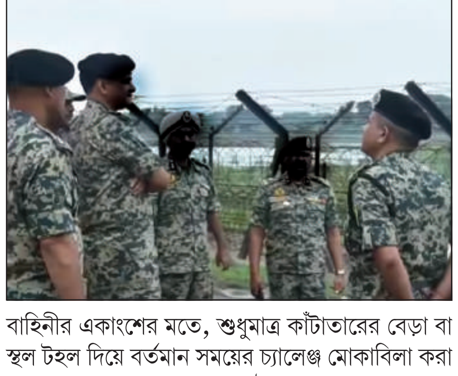

বাহিনীর একাংশের মতে, শুধুমাত্র কাঁটাতারের বেড়া বা স্থল টহল দিয়ে বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। অপরাধচক্রের কৌশল যেমন বদলাচ্ছে, তেমনই নজরদারির পদ্ধতিকেও আরও আধুনিক করে তুলতে হচ্ছে। সেই কারণেই প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারির উপর জোর বাড়ানো হয়েছে। ড্রোনের মাধ্যমে সীমান্তের প্রতিটি স্পর্শকাতর অংশের রিয়েল-টাইম ছবি নিয়ন্ত্রণকক্ষে পৌঁছে যাচ্ছে। প্রয়োজনে সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কোচবিহারের মতো দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় সীমান্ত এলাকায় ড্রোন নজরদারি ভবিষ্যতে আরও বড় ভূমিকা নেবে। দুর্গম নদীপথ, চরের বিস্তীর্ণ এলাকা কিংবা এমন জায়গা যেখানে নিয়মিত টহল কঠিন, সেখানে ড্রোন কার্যত নিরাপত্তা বাহিনীর অতিরিক্ত চোখ হিসেবে কাজ করছে। এর ফলে সীমান্ত পাহারায় কর্মীদের ঝুঁকিও অনেকাংশে কমছে। বিএসএফের আধিকারিকদের বক্তব্য, সীমান্ত সুরক্ষায় মানবসম্পদের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ই আগামী দিনের প্রধান কৌশল। সেই লক্ষ্যেই ড্রোন ক্যামেরা, উন্নত নজরদারি ব্যবস্থা এবং দ্রুত তথ্য আদানপ্রদানের প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সীমান্তে নিরাপত্তা আরও মজবুত করা হচ্ছে। সীমান্তে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার পাশাপাশি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এই প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলেই মনে করছে নিরাপত্তা মহল।

প্রবল বৃষ্টি ও বজ্রপাতে মুর্শিদাবাদে মৃত ১, আহত একাধিক

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২০ জুলাই ঃ প্রবল বৃষ্টি ও বজ্রপাতের জেরে মুর্শিদাবাদে ফের প্রাণহানির ঘটনা। সোমবার দুপুরে সুতি থানার সরলা কিশোরপুর গ্রামে বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। একই দিনে রঘুনাথগঞ্জের একটি স্কুলে বজ্রপাতের আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে পড়েন ২ শিক্ষিকা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুরে সুতি থানার অন্তর্গত সরলা কিশোরপুর গ্রামের কয়েকজন কৃষক মাঠে ধান পোড়াতে গিয়েছিলেন। কাজ করার সময় আচমকাই আকাশ কালো করে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। তার সঙ্গেই শুরু হয় বারংবার বজ্রপাত। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, হঠাৎই বিকট শব্দে বাজ পড়ে মাঠের একটি প্রান্তে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন ৪ জন। স্থানীয়রা দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা কার্তিক মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বজ্রপাতে গুরুতর জখম হয়েছেন আরও তিনজন। আহতরা হলেন নয়ন মণ্ডল, সুশান্ত মণ্ডল এবং মিঠুন মণ্ডল। বর্তমানে তাঁরা জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তিনজনেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক। অন্যদিকে একই দিনে বজ্রপাতের অন্য একটি ঘটনায় আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে পড়েন রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত ওমরপুর পাবলিক স্কুলের ২ শিক্ষিকা। স্কুল সূত্রে জানা গেছে, সকালের দিকে বৃষ্টির সঙ্গেই তীব্র বজ্রপাত হয়। বিদ্যুতের ঝলকানি এবং বিকট শব্দে স্কুলের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কের মধ্যেই হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন শিক্ষিকা সুলতানা পারভীন এবং মতিজা খাতুন। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্ররা দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, বজ্রপাতের তীব্র অভিঘাত এবং বিদ্যুতের ঝলকানির কারণেই দুই শিক্ষিকা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁরা দু'জনেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

যাত্রী সাথী অ্যাপ, বেসরকারি ভারত ট্যাক্সির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ রাজ্য সরকার

কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ যাত্রীদের সুবিধায় যাত্রী সাথী অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে গাড়ি বুক করার ক্ষেত্রে আরও মসৃণতা ও স্বচ্ছতা আনতে রাজ্য সরকার বেসরকারি ভারত ট্যাক্সির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। কারিগরি প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স দপ্তরের সঙ্গে ভারত ট্যাক্সির এই সংক্রান্ত মৌ স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে চালকদের কল্যাণ সহ এই প্লাটফর্ম আরও শক্তিশালী হবে বলে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সামাজিক মাধ্যমে জানানো হয়েছে। এই পরিষেবার পরিধি বৃদ্ধি করতে বাইক ট্যাক্সি ও অটো রিকশাকে অ্যাপে যুক্ত করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন।

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৩২ অব ২০২৬, তারিখঃ ১৩-০৭-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এবিএসএসঃ আলুয়াবাড়ী রোড জং. - মেইন এন্ট্রি সাইড দিকে অ্যাপ্রোচ রোড-এর ব্যবস্থা এবং চার্কুলেটিং এলাকায় উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,৭৭,৪৬,৭৫২.০৮ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৯,৫৪,৯০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১০-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১০-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী বিনোদ চৌধুরী, সাং. ও পোঃ- মাকড়দহ, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, সোমেন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৫৮৩৪ / ২২ আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা-অঙ্কুরহাটি , হাল খতিয়ান ৩০৮৫ হাল ৭০৪ নং দাগে ২.২৩ শতক জমি Adsr ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৭৪৯ / ২০২৫ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

SHORT NOTICE INVITING TENDER
TENDER NO.-WBIW/EE/DM& ED/SNIT-03/2026-27

Above mentioned Short Notice Tender (off-line) is hereby invited by the undersigned from eligible contractors having sufficient credential and financial capacity for 1 No. Electrical Work under this Division Last date of application of the bid: **23.07.2026 16:00 HRS**. The other details may be seen from the web site **https:// www.iwd.wb.gov.in** and also from office of the undersigned on any working days.

Sd./-
Executive Engineer
Durgapur Mechanical & Electrical Division
Durgapur, Paschim Bardhaman, I & W Dte.

দ্য রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেড
CIN– L17119WB1935PLC046111
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ বিড়লা বিল্ডিং, ৮ম তল,
৯ /১, আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ +৯১ ৩৩-৪০৮২৩৭০০ / ২২২০০৬০০
ওয়েবসাইটঃ www.rameshwarajute.com
ই-মেইলঃ sharedepartment@rjm.co.in

ভৌত সিকিউরিটিজ স্থানান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

৩০.০১.২০২৬ তারিখের সেবি (SEBI) সার্কুলার নং. HO/38/13/11 (2) 2026-MIRSD-POD/1/3750/ 2026-এর প্রেক্ষিতে, কোম্পানি শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ নতুন করে জমা দেওয়া বা পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা চালু করেছে। এই বিশেষ ব্যবস্থাটি ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এটি শুধুমাত্র সেইসব হস্তান্তরের অনুরোধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে শেয়ার হস্তান্তরের দলিল ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে সম্পন্ন করা হয়েছিল-তা ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে জমা দেওয়া হয়ে থাকুক বা না-ই থাকুক এবং মূল সিকিউরিটি সার্টিফিকেটটি যদি হাতের কাছে থাকে।
যোগ্য শেয়ারহোল্ডারগণ তাঁদের শেয়ার হস্তান্তরের আবেদনপত্র, মূল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA)-'এবিএস কনসালট্যান্ট প্রাইভেট লিমিটেড'-এর কাছে জমা দিতে পারেন। তাঁদের ঠিকানা হলোঃ স্টিফেন হাউস, রুম নং ৯৯, ষষ্ঠ তল, ৪, বি.বি.ডি. বাগ, কলকাতা-৭০০০০১ ইমেল আইডিঃ absconsultant99@gmail.com।
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, এই শেয়ারগুলো বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিমেট পদ্ধতিতে গ্রহীতার অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য এগুলোর ওপর 'লক-ইন' বা বিধিনিষেধ কার্যকর থাকবে। উক্ত লক-ইন সময়কালে এই সিকিউরিটিজগুলো হস্তান্তর, লিয়েন-মার্ক বা বন্ধক রাখা যাবে না।

রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেড-এর পক্ষে,
স্বাক্ষর /-
প্রিয়াঙ্কা অরোরা
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
ACS-60641

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২০ জুলাই, ২০২৬

রঙ্গিয়া মণ্ডলে বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্যে ই-নিলাম

রঙ্গিয়া মণ্ডলে বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. এডিভিটি-আরএনওয়াই-২৬-১০

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-ওএইচ-২৩৫-২৬-১ (এডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম)	রঙ্গিয়া ইকো পার্কের সমীপে সর্বমোট ৬০০ বর্গফুট মাপের এলাকায় ০৩ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে হোর্ডিঙের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন ডিসপ্লের জন্যে আউট অফ হোম (ওওএইচ) বিজ্ঞাপন অধিকার প্রদান।
এএ/২	এডিভিটি-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-ওএইচ-১৭৯-২২-৩ (এডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম)	রঙ্গিয়া ইকো পার্কের সমীপের বৈদ্যুতিক পাওয়ার হাউসে স্থিত রেলওয়ে ওয়াটার ট্যাঙ্কে ওয়াল পেইন্টিঙের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন ডিসপ্লে হেতু আউট অফ হোম বিজ্ঞাপন অধিকার প্রদান
এএ/৩	এডিভিটি-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-ওএইচ-২৩৬-২৬-১ (এডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম)	রঙ্গিয়ার এলসি গেট নং. আরএম-১ এর সমীপে সর্বমোট ২০০ বর্গফুট মাপের এলাকায় ৩ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে হোর্ডিঙের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন ডিসপ্লের জন্যে আউট অফ হোম (ওওএইচ) বিজ্ঞাপন অধিকার প্রদান।
এবি/১	এডিভিটি-আরএনওয়াই-কেডিকেএন-ওএসএন-২২৫-২৫-১ (এডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রিমাইজ (নন-ডিজিট্যাল)	কেন্দুকোনা স্টেশনের স্টেশন পরিসরের অন্তর্ভাগ এবং বহির্ভাগের সর্বমোট ৪০০ বর্গফুট মাপের এলাকায় তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বিজ্ঞাপন ডিসপ্লের হেতু রেইল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা (নন-ডিজিটাল)
এবি/২	এডিভিটি-আরএনওয়াই-সিপিকিউ-ওএসএন-২২০-২৫-১ (এডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রিমাইজ (নন-ডিজিট্যাল)	ছাপ্রাকাটা স্টেশনের স্টেশন পরিসরের অন্তর্ভাগ এবং বহির্ভাগের সর্বমোট ৪০০ বর্গফুট মাপের এলাকায় তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বিজ্ঞাপন ডিসপ্লের হেতু রেইল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা (নন-ডিজিটাল)
এবি/৩	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এনএমএম-ওএসএন-২২৭-২৫-১ (এডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রিমাইজ (নন-ডিজিট্যাল)	নিউ মিসামারি স্টেশনের স্টেশন পরিসরের অন্তর্ভাগ এবং বহির্ভাগের সর্বমোট ৪০০ বর্গফুট মাপের এলাকায় তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বিজ্ঞাপন ডিসপ্লের হেতু রেইল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা (নন-ডিজিটাল)
এবি/৪	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এইচএমএল-ওএসএন-২২২-২৫-১ (এডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রিমাইজ (নন-ডিজিট্যাল)	হেলেম স্টেশনের স্টেশন পরিসরের অন্তর্ভাগ এবং বহির্ভাগের সর্বমোট ৪০০ বর্গফুট মাপের এলাকায় তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বিজ্ঞাপন ডিসপ্লের হেতু রেইল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা (নন-ডিজিটাল)
এবি/৫	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এজেডএ-ওএসএন-২১৬-২৫-১ (এডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রিমাইজ (নন-ডিজিট্যাল)	আজারা স্টেশনের স্টেশন পরিসরের অন্তর্ভাগ এবং বহির্ভাগের সর্বমোট ৪০০ বর্গফুট মাপের এলাকায় তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বিজ্ঞাপন ডিসপ্লের হেতু রেইল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা (নন-ডিজিটাল)

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০৮-২০২৬ তারিখে ১২.০০ ঘন্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ** ১৩.৪০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব ভুটানে টানা অতিভারী বৃষ্টির জেরে

ভুটানের সাতিচু হ্রদের ভয়াবহ বাঁধভাঙা, হড়পা বানে ভেসে গেল সেতু-রাস্তা-চাষের জমি

লুনসে, ২০ জুলাই ঃ পূর্ব ভুটানে টানা অতিভারী বৃষ্টির জেরে ফের ভয়াবহ বিপর্যয়ের সাক্ষী হল সাতিচু হ্রদ। রবিবার গভীর রাতে লুনসে জেলার জারে গেওগ এলাকায় অবস্থিত এই প্রাকৃতিক হ্রদের জলধারণ ক্ষমতা ভেঙে পড়ায় প্রবল বেগে নেমে আসে বিশাল জলরাশি। স্থানীয় প্রশাসনের ভাষায়, একপ্রকার 'বিস্ফোরণের' মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে মুহূর্তের মধ্যে হড়পা বানের সৃষ্টি হয়। ভয়ংকর এই জলস্রোত বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ভুটান প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। কীভাবে হ্রদের বাঁধ ভেঙে এই বিপর্যয় ঘটল এবং ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতভর চলা প্রবল বর্ষণের ফলে সাতিচু হ্রদের জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত চাপ সহ্য করতে না পেরে হ্রদের প্রাকৃতিক বাঁধ ভেঙে যায়। এরপর বিপুল পরিমাণ জল ভয়ংকর গতিতে নীচের জনপদগুলির দিকে ধেয়ে আসে। হঠাৎ নেমে আসা এই হড়পা বানের জেরে নদী-নালা উপচে পড়ে এবং আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে যায়। লুনসের জারে গেওগ এলাকার প্রধান, যিনি 'গুপ নামে পরিচিত, কিনজাং মিনজুরে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, সাতিচু হ্রদের জল প্রথমে পাম ও ইয়ুংমাচা নদী হয়ে চুংমানচু নদীতে গিয়ে মিশেছে। জলস্রোতের তীব্রতায় নীচের দিকের একাধিক এলাকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে মঙ্গারের জারে এবং গাংলাপংয়ের মধ্যে সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি সম্পূর্ণ ভেসে গিয়েছে। এছাড়াও বহু গ্রামীণ সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বিস্তীর্ণ কৃষিজমি জলের তলায় চলে গেছে। যদিও অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি যথেষ্ট গুরুতর, তবুও স্বস্তির খবর, এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানি বা গুরুতর আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। প্রশাসনের দ্রুত সতর্কতা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সময়মতো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার ফলে বড় ধরনের মানবিক বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব এখনও প্রস্তুত হয়নি। বিভিন্ন এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় উদ্ধার ও পরিদর্শনের কাজও কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সাতিচু হ্রদ কোনও হিমবাহজাত হ্রদ নয়। এটি তৈরি হয়েছিল একটি বিশাল ভূমিধসের ফলে। পূর্ব ভুটানের লুনসে জেলার জারে গেওগ এলাকায় অতীতে পাহাড় ধসে বিপুল পরিমাণ পাথর, মাটি ও ধ্বংসাবশেষ সাতিচু নদীর প্রবাহ আটকে দেয়। এর ফলে নদীর জল জমে একটি প্রাকৃতিক হ্রদের সৃষ্টি হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই জলাধার আরও বড় আকার ধারণ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের ভূমিধস-সৃষ্ট হ্রদে দীর্ঘ সময় ধরে অতিরিক্ত জল জমলে প্রাকৃতিক বাঁধ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং প্রবল বর্ষণের সময় তা ভেঙে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করতে পারে। এটি সাতিচু হ্রদের প্রথম এমন ঘটনা নয়। এর আগে ২০০৪ সালেও একই ধরনের বিপর্যয় ঘটেছিল। প্রায় দুই দশক পর আবারও একই এলাকায় হ্রদের বাঁধ ভেঙে হড়পা বান নামায় নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পাহাড়ি অঞ্চলে অতি ভারী বৃষ্টির প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি আরও বাড়তে পারে। তাই ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ি জলাধারগুলির নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ভুটানে বর্তমানে প্রায় ২,৬৭৪টি হিমবাহজাত হ্রদ রয়েছে। যদিও সাতিচু সেই তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়, তবুও দেশটির পাহাড়ি ভূপ্রকৃতি এবং ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ভূমিধস-সৃষ্ট হ্রদগুলিও সমানভাবে ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এর মধ্যে লুনানা গেওগের থরথরমি অঞ্চলের মতো কিছু জলাধার আবার হিমবাহের উপরিভাগে তৈরি ছোট ছোট জলাশয়ের সমষ্টি, যেগুলিও ভবিষ্যতে ঝুঁকির কারণ হয়ে উঠতে পারে। এদিকে ভুটানের এই বিপর্যয়ের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও আবহাওয়া পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে কমলা সতর্কতা জারি করেছে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। মালদহ, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, পাহাড়ি এলাকায় টানা বৃষ্টির ফলে নদীগুলির জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদী অববাহিকায় জল বাড়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই নিচু এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে পাহাড়ি এলাকায় অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত এড়িয়ে চলা এবং নদীর ধারে না যাওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। ভুটানের সাতিচু হ্রদের এই ভয়াবহ ঘটনা আবারও প্রমাণ করল, পাহাড়ি অঞ্চলে প্রাকৃতিক জলাধারগুলির ওপর নিয়মিত নজরদারি এবং দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, উন্নত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা, আগাম সতর্কীকরণ প্রযুক্তি এবং স্থানীয় মানুষকে সচেতন করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে এ ধরনের বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই কমানো সম্ভব।

কলাইকুন্ডা এয়ারবেস থেকে অস্ট্রেলিয়া রওনা দিল ভারতীয় বায়ুসেনা, 'পিচ ব্ল্যাক' মহড়ায় অংশ নেবে রাফাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম বর্ধমান, ২০ জুলাই (হি.স.)ঃ বহুজাতিক বিমান যুদ্ধাভ্যাস 'পিচ ব্ল্যাক'-এ অংশ নিতে পশ্চিম মেদিনীপুরের কলাইকুন্ডা এয়ারফোর্স স্টেশন থেকে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিল ভারতীয় বায়ুসেনার একটি দল। ভারতীয় বায়ুসেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, তাদের দল ইতিমধ্যেই সুরক্ষিতভাবে অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে গেছে এবং সেখানে পৌঁছানোর পর আনুষ্ঠানিকভাবে এই মহ।ায় নিজেদের অংশগ্রহণও শুরু করে দিয়েছে। আগামী ২০ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে অবস্থিত রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান এয়ারফোর্স বেসে এই মেগা মহড়াটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এবারের মহড়ায় বিশ্বের ১৯টি দেশের বায়ুসেনা অংশ নিচ্ছে। ভারতীয় দলে অভিজ্ঞ পাইলট, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান, কন্ট্রোলার এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা সামিল রয়েছেন। এই যুদ্ধাভ্যাসে ভারতীয় বায়ুসেনা তাদের অত্যাধুনিক ' যুদ্ধবিমান নিয়ে আকাশে উড়বে। পাশাপাশি রাফালকে সহযোগিতা করার জন্য সি-১৭ গ্লোবমাস্টার-III এবং মাঝআকাশে জ্বালানি ভরার জন্য আইএল-৭৮ (Il-78) বিমানও এই দলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বায়ুসেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'পিচ ব্ল্যাক' হলো বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক বহুজাতিক বিমান যুদ্ধাভ্যাস। এর মূল উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন দেশের বায়ুসেনার মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বাড়ানো, যৌথ অভিযানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, আধুনিক যুদ্ধকৌশল ও প্রযুক্তির আদান-প্রদান এবং ইন্দো-প্যাসিফিক (ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয়) অঞ্চলে প্রতিরক্ষা সহযোগিতাকে আরও মজবুত করা। এই সমগ্র অভিযানের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের কলাইকুন্ডা এয়ারফোর্স স্টেশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এখান থেকেই ভারতীয় বায়ুসেনার দলটি সরাসরি অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। কলাইকুন্ডা এয়ারবেসটি ভারতীয় বায়ুসেনার অন্যতম প্রধান কৌশলগত ঘাঁটি এবং আন্তর্জাতিক সামরিক মহ।া আয়োজনের জন্য এর একটি বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। ফলে এই বিশ্বমানের সামরিক মহড়ার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের নামও সরাসরি জড়িয়ে গেল। উল্লেখ্য, ভারতীয় বায়ুসেনা এর আগে ২০১৮, ২০২২ এবং ২০২৪ সালেও 'এক্স পিচ ব্ল্যাক'-এ অংশ নিয়েছিল। ২০২৬ সালে ফের একবার ভারতের এই অংশগ্রহণ বন্ধু দেশগুলির সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, কৌশলগত অংশীদারিত্ব এবং যুদ্ধকালীন কার্যক্ষমতাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভুয়ো আধার ব্যবহার করে ভারতে বসবাসের অভিযোগ, ধর্মনগরে বাংলাদেশি মহিলা-সহ গ্রেফতার দুই

ধর্মনগর (ত্রিপুরা), ২০ জুলাই (হি.স.)ঃ ভুয়ো পরিচয়পত্র ব্যবহার করে ভারতে অবৈধভাবে বসবাসের অভিযোগে বাংলাদেশি মহিলাকে এবং তাঁকে আশ্রয় ও সহযোগিতা দেওয়ার অভিযোগে স্থানীয় যুবককে গ্রেফতার করেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি, ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরির সঙ্গে কোনও সংঘবদ্ধ চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধর্মনগর থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), ইমিগ্রেশন আইন এবং ফরেনার্স অ্যাক্টের একাধিক ধারায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া বাংলাদেশি মহিলার নাম রূপালী বেগম (২৯) (কাল্পনিক নাম)। তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের নরসিংদি জেলায়। অপরদিকে, তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার পশ্চিম চন্দ্রপুর এলাকার বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন (২৩)-কে। পুলিশ জানায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পশ্চিম চন্দ্রপুরে আব্দুল হান্নানের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকেই রূপালী বেগম এবং আনোয়ার হোসেনকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, রূপালী বেগম দীর্ঘদিন ধরে ওই বাড়িতেই বসবাস করছিলেন। তদন্ত চলাকালীন রূপালী বেগমের ব্যবহৃত আধার কার্ডে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এরপর নথিপত্র যাচাই করে পুলিশ প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয় যে তিনি বাংলাদেশের নাগরিক এবং বৈধ ভ্রমণ নথি ছাড়াই ভারতে অবস্থান করছিলেন বলে অভিযোগ। এই প্রেক্ষিতে অবৈধভাবে ভারতে বসবাস এবং ভুয়ো পরিচয়পত্র ব্যবহারের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। একই সঙ্গে, অবৈধভাবে ভারতে অবস্থানকারী বিদেশি নাগরিককে আশ্রয় ও সহায়তা দেওয়ার অভিযোগে আনোয়ার হোসেনকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। ধর্মনগর থানার অফিসার-ইন-চার্জ মিনা দেববর্মা জানান, তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইমিগ্রেশন আইন ও ফরেনার্স অ্যাক্টের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। রবিবার দুই অভিযুক্তকে ধর্মনগর আদালতে পেশ করা হয়েছে এবং তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। পুলিশের দাবি, এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে ভুয়ো আধার কার্ড বা অন্যান্য পরিচয়পত্র তৈরির বা সংগ্রহের পিছনে কোনও সংঘবদ্ধ চক্র সক্রিয় রয়েছে কি না, সেই বিষয়েও তদন্ত চলছে।

'২৮ বছরের যুবরা স্কাইরুট চালাচ্ছে, ৫৬ বছরের নয়'

শক্তিশালী যুক্তি থাকে, সেখানে জোরালো তথ্যও থাকে তাই অযথা ঝড় তোলার প্রয়োজন নেই। সংসদে এমন আলোচনা তিনি আশা করছেন এবার থেকে, যেখানে প্রত্যেকে কথা বলতে পারেন এবং সকলে সতীর্থদের মতামতকে সম্মান জানাবে। মোদি বলেন, ''বর্ষা ও বাদল অধিবেশন দুটিই ফলদায়ক হতে পারে, আর তা দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।'' তাই তিনি চান এবারের অধিবেশন গঠনমূলক ও ফলপ্রসূ হোক। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় দেশের সাম্প্রতিক অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন এদিন। উল্লেখ করেন, পশ্চিম এশিয়ার উত্তেজনা সত্ত্বেও ভারত ৭.৭ শতাংশ বৃদ্ধির হার নিয়ে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলির মধ্যে রয়েছে। পাশাপাশি সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্ট, হাইড্রোজেন ট্রেন এবং মহাকাশ ক্ষেত্রে আজ স্টার্টআপগুলি সফল। এক্ষেত্রেও বিরোধীদের নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী।

শর্তহীন ৩৩ শতাংশ নারী সংরক্ষণের দাবিতে ত্রিপুরায় বামপন্থী নারী সংগঠনগুলির কর্মসূচি

আগরতলা, ২০ জুলাই (হি.স.)ঃ মহিলাদের জন্য শর্তহীন ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ অবিলম্বে কার্যকর করার দাবিতে সোমবার রাজ্যজুড়ে কর্মসূচি পালন করবে চারটি বামপন্থী নারী সংগঠন। সংগঠনগুলির অভিযোগ, ডিলিমিটেশনের সঙ্গে যুক্ত করে 'নারী শক্তি বংদন অধিনিয়ম' কার্যকর করার যে প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে, তা কার্যত নারী সংরক্ষণ বাস্তবায়নকে অনিশ্চিত করে তুলেছে। তাই কোনও শর্ত ছাড়াই সংসদ ও বিধানসভায় ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর করার দাবি জানানো হয়েছে। রবিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি (এআইডিডব্লিউএ)-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা কৃষ্ণা রক্ষিত। তিনি বলেন, আগামী ২০ জুলাই থেকে শুরু হওয়া সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে শর্তহীন নারী সংরক্ষণ কার্যকর করার দাবিতে দিল্লির যন্তর-মন্তরে দেশব্যাপী ধর্না কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে নারী প্রতিনিধিরা সেখানে অংশ নেবেন। এই সর্বভারতীয় কর্মসূচির প্রতি সংহতি জানিয়ে সোমবার ত্রিপুরাতেও বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। কৃষ্ণা রক্ষিত জানান, সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি-র পাশাপাশি ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান উইমেন, অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স-সহ চারটি বামপন্থী নারী সংগঠন, একটি মহিলা গণসংগঠন এবং অল ইন্ডিয়া লইয়ার্স ইউনিয়ন এই কর্মসূচিতে অংশ নেবে। তাঁদের একমাত্র দাবি, ডিলিমিটেশন বা অন্য কোনও শর্তের সঙ্গে না জুড়ে অবিলম্বে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর করতে হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষ্ণা রক্ষিত আরও বলেন, কেঃদ্রীয় সরকার দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংচুক-এর প্রতি কেঃদ্রের ভূমিকারও তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। এই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার এসএফআই ও টিএসইউ-র উদ্যোগে একদিনের অনশন কর্মসূচি পালিত হবে বলেও তিনি জানান। বামপন্থী নারী সংগঠনগুলি ওই ছাত্র সংগঠনগুলির কর্মসূচির প্রতিও পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে।

নাম পরিবর্তন

আমি প্রিআনশু সর্দার (Prianshu Sardar) গ্রাম-নওয়াদা, পোঃ-বঙ্গছএ, জেলা-বীরভূম, থানা-নানুর, পিন নং- ৭৩১২৪০ পশ্চিমবঙ্গ এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে অসাবধানতা বশত ভুল নাম প্রিআনশু সর্দার (Prianshu Sardar) লেখা হয়েছে। সরকারি নথিতে আমার সঠিক নাম প্রিয়াংশু সদার (Priyanshu-Sardar) হবে। আমি ০৮.০৭.২৬ তারিখে প্রথম শ্রেণী-জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বোলপুর কোর্টে একটি হলফনামা তৈরি করে প্রিয়াংশু সর্দার নাম করেছি (সঠিক নাম)।

NAME CHANGE

I, Anjali Tudu, W/O - Shiben Kisku resident of Vill. - Mahala, P.O. Najirpur, P.S. Balurghat, Dist. - Dakshin Dinajpur, do hereby solemnly affirm and declare my husband's actual name Shiben Kisku instead of Rabi Kisku which is wrongly recorded in my son Shubhajit Kisku's birth certificate, vide Affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Balurghat, Dakshin Dinajpur on 03/07/2026. Shiben Kisku and Rabi Kisku both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anjali Tudu, W/O - Shiben Kisku resident of Vill. - Mahala, P.O. Najirpur, P.S. Balurghat, Dist. - Dakshin Dinajpur, do hereby solemnly affirm and declare my husband's actual name Shiben Kisku instead of Rabi Kisku which is wrongly recorded in my son SANJIT KISKU's Birth certificate, vide Affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Balurghat, Dakshin Dinajpur on 17/07/2026. Shiben Kisku and Rabi Kisku both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, JAHIDA BIBI(old name) W/o-Rajjack Mondal residing at Vill. Khabrapota, P.O. Gopalnagar, P.S. Gopalnagar, Dist-North 24 Parganas, PIN 743262 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from JAHIDA BIBI to JAHI MONDAL and henceforth I shall be known as JAHI MONDAL(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated 08/08/2026. JAHIDA BIBI to JAHI MONDAL both are same and one identical person.

১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যের সমস্ত

১-র পাতার পর- বাধ্যতামূলক হচ্ছে। কাজ সহজ করতে যা যা প্রয়োজন, তার যথাযথ অনুবাদ করার জন্য আগামী দেড় মাস সময় লাগবে। সেই কাজ করবে সরকার। চিঠিতে অমিত শাহর আরও প্রস্তাব ছিল, রাজ্যে যেমন সরকারি কাজে বাংলার অগ্রাধিকার, তেমন কেন্দ্র-রাজ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিদেশি ভাষা ইংরাজি বাদ দিয়ে হিন্দিভাষা ব্যবহারে জোর দেওয়া হোক। প্রয়োজনে কেন্দ্রের যে রাজভাষা বিভাগ আছে, যেখানে সমস্ত ভারতীয় ভাষা সংরক্ষণ করা হয়, সেখানকার সমস্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করার কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। সেসব মেনে নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, কেন্দ্রকে লেখা সমস্ত চিঠিপত্র আর ইংরাজিতে নয়, লেখা হবে হিন্দিতে। রাজভাষা হিসেবে তার ব্যবহার বৃদ্ধি করতে তৎপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এদিন বাংলা ভাষা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত সকলে। এ প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসু বলেন, ''আমি অধ্যক্ষের দায়িত্ব পাওয়ার পর অমিত শাহজিকে জানিয়েছিলাম, বিধানসভা অধিবেশনে আমি পুরো বাংলায় করতে চাই। তিনি আমার মতামত গুরুত্ব দিয়েছেন। এই চিঠিতে আমি নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পারলাম। মাননীয় অমিত শাহজি ও মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক ধন্যবাদ। বাংলা ভাষাকে আরও বৃহ পরিসরে ছড়িয়ে দিতে পারব।''

অনশন প্রত্যাহার ওয়াংচুকের

১-র পাতার পর-তখনই তাঁদের পথ আটকায় দিল্লি পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিক্ষোভকারীরা পুলিশের দেওয়া বড় বড় ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে গেলে শুরু হয় তীব্র ধস্তাধস্তি। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটাতে শুরু করে পুলিশ। চারদিক সাদা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। এর পর ভিড় হটাতে বেপরোয়া লাঠিচার্জও শুরু করে পুলিশ কর্মীরা। এতে বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারী ছাত্র এবং কয়েকজন পুলিশ কর্মী সামান্য আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও আন্দোলনকারীদের শান্ত থাকার আপিল জানায় ককরোচ জনতা পার্টি। নিজেদের অফিসিয়াল বার্তা দিয়ে দল বলে, ''আপনাদের যদি কোনও জায়গায় আটকে দেওয়া হয়, তাহলেও মাথা ঠান্ডা রাখুন এবং শান্তি বজায় রাখুন। আমরা কেবল শান্তি ও ভালবাসার পথেই জয়ী হব।'' রাজপথের এই রণক্ষেত্রের প্রভাব সরাসরি গিয়ে পড়ে দিল্লির গণপরিবহন ব্যবস্থার ওপর। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন মধ্য দিল্লির ৫টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো স্টেশন সাধারণ যাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। বন্ধ করে দেওয়া স্টেশনগুলি হল - রাজীব চক, জনপথ, প্যাটেল চক, সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট এবং সেবা তীর্থ। এদিকে সোমবারেও হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ওয়াংচুকের আন্দোলন জারি রয়েছে। সোমবার সফদরজং হাসপাতাল থেকে নিজের হাতে লেখা এক নতুন চিঠিতে ৫৯ বছর বয়সি এই সমাজকর্মী ও শিক্ষাবিদ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, 'সরকার যদি শিক্ষা ব্যবস্থার এই চরম ব্যর্থতা ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়, কিংবা সংসদের ভেতরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাংসদ ও শীর্ষ নেতারা যদি আমায় কথা দেন যে তাঁরা সংসদের টেবিলে এই ইস্যুটি তুলবেন, তবেই আমি আমার এই আমরণ অনশন প্রত্যাহার করব, তা না হলে নয়।' সংসদের ভেতরে বিরোধী দলের হট্টগোল আর বাইরে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীদের ওপর লাঠিচার্জ-টিয়ার গ্যাস, সব মিলিয়ে দেশের শিক্ষা দুর্নীতি নিয়ে সোমবার সরকারের ওপর চাপ কিন্তু বেনজির স্তরে পৌঁছে যায়। এরপর বিকেলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী তথা বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠকের পর টানা ২৩ দিন ধরে চলা আমরণ অনশন প্রত্যাহার করে নিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক।

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে মিলল না

১-র পাতার পর-সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ওয়াকিবহাল মহল। বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর তৃণমূলের অন্দরে আড়াআড়ি ফাটল স্পষ্ট। দলের অধিকাংশ জয়ী বিধায়ক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব অস্বীকার করে পৃথক শিবিরে যোগ দিয়েছেন। অন্যদিকে, ২০ জন সাংসদ দল ছেড়ে যোগ দিয়েছেন এনসিপিআই-তে। দলের এই উত্তাল পরিস্থিতিতে তৃণমূলের আসল তহবিল ও প্রতীক কারা ব্যবহার করবে, তা নিয়ে চরম দ্বন্দ্ব চলছে। এই অবস্থায় দলের দৈনন্দিন কাজকর্ম সামলাতে এবং টাকা ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ চেয়েছিল মমতাপন্থী শিবির। কিন্তু সোমবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও পরিষ্কার জানিয়ে দেন, ইডির সিদ্ধান্তে আদালত আপাতত কোনও হস্তক্ষেপ করবে না। অর্থাৎ, অ্যাকাউন্টগুলি 'ফ্রিজ' অবস্থাতেই থাকবে। আদালতের নির্দেশে স্পষ্ট যে, অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আগে হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছিল, সেটাই বহাল থাকবে। উল্লেখ্য, এর আগে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চ শর্তসাপেক্ষে ফ্রিজ হওয়া অ্যাকাউন্টের টাকা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিল। তার জন্য একজন স্পেশ্যাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল, যিনি আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনা করবেন। অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীদের যে কোনও দু'জনের চেকে স্পেশ্যাল অফিসার পাল্টা সই করলে তবেই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা যাবে। এমনকি আইনি খরচের জন্য ওই টাকা ব্যবহারের যে ছাড় দেওয়া হয়েছিল, কালীঘাট শিবিরকে আপাতত সেই পথেই হাঁটতে হবে।

এসএসকেএম-এ চোখের

১-র পাতার পর- বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনের কাছেই রয়েছে রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ সরকারি হাসপাতাল এসএসকেএম। প্রয়োজনে ওই হাসপাতালেও তাঁর চোখের চিকিৎসা করানো সম্ভব বলে আদালত পর্যবেক্ষণ করে। এই পরিস্থিতিতে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, প্রয়োজনে এসএসকেএম হাসপাতালে একটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের টিম গঠন করতে হবে। তাঁরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন এবং তাঁর বর্তমান শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে একটি বিস্তারিত চিকিৎসা-প্রতিবেদন আদালতে জমা দেবেন। তবে একই সঙ্গে আদালত এ-ও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আবেদনকারীর চিকিৎসা নিয়ে কোনও ধরনের জটিলতা বা সমস্যা তৈরি হোক, তা আদালত কোনওভাবেই চায় না। চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা এবং আইনগত বিষয়-দুই দিক বিবেচনা করেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে আদালত জানিয়েছে। বিদেশে চিকিৎসার অনুমতি চেয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা আবেদনকে কেন্দ্র করে এই মামলার শুনানি এখন নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে।

NAME CHANGE

I, Md Tafejul Sk (Old Name) S/O – Dukari Sekh resident of Vill-Surkhali, Po- Sankarpur, Ps-Khargram, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742159 do hereby declare that I have changed my name from Md Tafejul Sk to Tafejul Sk and henceforth I shall be known as Tafejul Sk (new name) for all purposes, vide an affidavit sworn before the Notary Public, Berhampore Court on 17/07/2026. My name Tafejul Sk & Md Tafejul Sk are one and the same person.

NAME CHANGE

I, Md Mikaril Sk (old name) S/o- Late Abdur Rahid Sk residing at Majhyampur Baganpara, Barua, Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin-742189 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD MIKARIL SK to MAHAMMAD MIKAIL and henceforth I shall be known as MAHAMMAD MIKAIL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 20/07/2026. MD MIKARIL SK (old name) and MAHAMMAD MIKAIL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Hasibul Hoque (old name) S/o- Mahammad Mikail residing at Majhyampur Baganpara, Barua, Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin-742189 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD HASIBUL HOQUE to HASIBUL HOQUE and henceforth I shall be known as HASIBUL HOQUE (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 20/07/2026. MD HASIBUL HOQUE (old name) and HASIBUL HOQUE (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Altab Hosen Mondal (old name) S/o- Saifuddin Mondal residing at Shonpukur, Sutia, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741103 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ALTAB HOSEN MONDAL to ALTAB HOSSAIN MONDAL and henceforth I shall be known as ALTAB HOSSAIN MONDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 20/07/2026. ALTAB HOSEN MONDAL (old name) and ALTAB HOSSAIN MONDAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Roushanara Shaikh (old name) W/o- Masum Reja Shaikh residing at Patharghata, Patharghata, Tehatta, Dist- Nadia, Pin-741103 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ROUSHANARA SHAIKH to ROUSHANARA KHATUN and henceforth I shall be known as ROUSHANARA KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 20/07/2026. ROUSHANARA SHAIKH (old name) and ROUSHANARA KHATUN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mamtaj Mondal (old name) W/o- Mohammad Shahidullah residing at Nagadi, Dhubinagadi, Nakashipara, Dist- Nadia, Pin-741137 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MAMTAJ MONDAL to MAMTAJ KHATUN MALITA and henceforth I shall be known as MAMTAJ KHATUN MALITA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 20/07/2026. MAMTAJ MONDAL (old name) and MAMTAJ KHATUN MALITA (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ameson Bibi (old name) W/o- Abdul Salam Mondal residing at Bablaban Notunpara, Chandannagar, Krishnagar, Dist- Nadia, Pin-741509 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AMESON BIBI to AMECHHAN BIBI MONDAL and henceforth I shall be known as AMECHHAN BIBI MONDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 20/07/2026. AMESON BIBI (old name) and AMECHHAN BIBI MONDAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Lipika Bibi (old name) W/o- Nasiruddin Mondal residing at Bablaban Notunpara, Chandannagar, Krishnagar, Dist- Nadia, Pin-741509 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from LIPIKA BIBI to LIPIKA BIBI KHATUN and henceforth I shall be known as LIPIKA BIBI KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 20/07/2026. LIPIKA BIBI (old name) and LIPIKA BIBI KHATUN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nurnahar Bibi (old name) W/o- Mafijuddin Shaikh residing at Patharghata, Patharghata, Tehatta, Dist- Nadia, Pin-741103 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NURNAHAR BIBI to NURNAHAR BIBI SHAIKH and henceforth I shall be known as NURNAHAR BIBI SHAIKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 20/07/2026. NURNAHAR BIBI (old name) and NURNAHAR BIBI SHAIKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Marium Khatun Bibi (old name) W/o- Amir Sohel residing at Baruipara, Baruipara, Tehatta, Dist-Nadia, Pin-741156 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MARIUM KHATUN BIBI to MARIUM BIBI and henceforth I shall be known as MARIUM BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 20/07/2026. MARIUM KHATUN BIBI (old name) and MARIUM BIBI (new name) both are same and one identical person.

GRETEX

গ্রেটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

৯০, ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২

ফোনঃ ০৩৩ ২২৩৬ ০০৮৩, মোবাইলঃ ৯৮৩০০২৫৭৬৫

সিআইএনঃ এল১৭২৯৬ডব্লুবি২০০৯পিএলসি১৩৬১১

ওয়েবসাইটঃ www.gretexindustries.com ইমেল আইডিঃ gil@gretexcomoliance.in

২৭ জুলাই ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সংশোধনী

কোম্পানি ৩ জুলাই, ২০২৬ তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, যার মাধ্যমে ২৭ জুলাই, ২০২৬ সোমবার বিকেল ৪:০০টায় ৯০, ফিয়ার্স লেন, ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০০১২ ঠিকানায় ১৭তম (সতেরোতম) বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') আহ্বান করা হয়েছে পাশাপাশি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনও প্রকাশ করা হয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ (এবং এর অধীনে প্রণীত সংশ্লিষ্ট বিধিমালা) ও সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর বিধানাবলী মেনে ১৭তম এজিএম-এর উক্ত বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনটি ৩ জুলাই, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

এই সংশোধনীসমূহ ৩ জুলাই, ২০২৬ তারিখের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য হবে-যা ইতিমধ্যে কোম্পানির সদস্যদের কাছে বিতরণ করা হয়েছে এবং এখন থেকে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদন সর্বদা এই সংশোধনীসহকারে পাঠ করতে হবে। এই সংশোধনীগুলোর মাধ্যমে যা পরিবর্তন করা হয়েছে তা ছাড়া, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদনের অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদনের এই সংশোধনীসমূহ ইতিমধ্যে ২০ জুলাই, ২০২৬ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে নিবন্ধিত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে (কোম্পানি/নিবন্ধক ও হস্তান্তর প্রতিনিধি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর মাধ্যমে)।

এই সংশোধনী বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.gretexindustries.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট-অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.nseindia.com-এবং কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট https://ivote.bigshareonline.com-এ পাওয়া যাচ্ছে।

গ্রেটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
শ্রীমতি নীতি দুবে
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখঃ জুলাই ২১, ২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

যোধপুরে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু শান্তিপুরের সেনা অফিসারের, সামরিক মর্যাদায় শেষ বিদায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২০ জুলাই ঃ রাজস্থানের যোধপুরে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হল নদীয়ার শান্তিপুরের ভারতীয় সেনা অফিসার কানাই সরকারের (৪৫)। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার, সহকর্মী এবং শান্তিপুরের বড় জিয়াপুর এলাকায়। সোমবার কফিনবন্দি মরদেহ বাড়িতে পৌঁছালে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় করেন এলাকার বাসিন্দারা। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে স্ত্রীর সঙ্গে শেষবারের মতো কথা হয় কানাই সরকারের। পরদিন সকাল সাড়ে ৯ টা নাগাদ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তাঁর মৃত্যুর খবর পরিবারের কাছে পৌঁছায়। জানানো হয়, ভোর প্রায় চারটে নাগাদ যোধপুরে নিজের কোয়ার্টারে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সেনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের সদস্যদের দাবি, তাঁর কিছু শারীরিক সমস্যা থাকলেও তা গুরুতর ছিল না। তাই এই আকস্মিক মৃত্যু তাঁদের কাছে অপ্রত্যাশিত। মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর পরিবারের দুই সদস্য যোধপুরে যান এবং প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে মরদেহ নিয়ে আসেন। সোমবার কফিনবন্দি দেহ শান্তিপুরের বড় জিয়াপুরে পৌঁছালে শেষবারের মতো প্রিয় মানুষটিকে দেখতে ভিড় জমান আত্মীয়-

স্বজন, প্রতিবেশী ও এলাকার মানুষ। পরে স্থানীয় স্কুল মাঠে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় গার্ড অব অনার ও গান স্যালুটের মাধ্যমে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর শান্তিপুর মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। প্রয়াত সেনা অফিসারের পরিবারে রয়েছেন বৃদ্ধ মা-বাবা, তিন দাদা, তাঁদের পরিবার, স্ত্রী এবং দুই কন্যা। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রাপ্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পরিবারকে প্রদান করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। দেশের সেবায় নিয়োজিত এক সেনা অফিসারের অকাল প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন এলাকার বিভিন্ন স্তরের মানুষ। তাঁর মৃত্যুতে শান্তিপুরে শোকের আবহ বিরাজ করছে।

কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের আট একলব্য বিদ্যালয়, বদল ভর্তি থেকে পাঠ্যক্রমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২০ জুলাই ঃ রাজ্যের আটটি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় (ইএমআরএস) এবার সরাসরি কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনস্থ ন্যাশনাল এডুকেশন সোসাইটি ফর ট্রাইবাল স্টুডেন্টস (এনইএসটিএস)-এর আওতায় চলে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ ও শিক্ষা পর্ষদ এবং এনইএসটিএস-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (মৌ) স্বাক্ষরিত হওয়ার পর সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর জেরে শুধু রাজ্য বোর্ডের পরিবর্তে সিবিএসই পাঠ্যক্রম চালুই নয়, বদলে যাচ্ছে ছাত্রভর্তি ও শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থাও। একই সঙ্গে ছাত্রপিছু বার্ষিক আর্থিক বরাদ্দও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো হচ্ছে। ঝাড়গ্রামের একলব্য বিদ্যালয়টির পরিস্থিতি অবশ্য কিছুটা আলাদা। ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির পরিচালনার দায়িত্ব ২০১৬ সালে রাজ্য সরকার রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে তুলে দেয়। সরকারি অর্থে পরিচালিত হলেও শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং সরকারি বরাদ্দের ব্যয় পরিচালনার দায়িত্ব এতদিন মিশনই সামলাত। তবে এনইএসটিএস-এর আওতায় যাওয়ার পরে সেই ব্যবস্থার কী পরিবর্তন হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ৩০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। তাঁদের ভবিষ্য নিয়েও এখনও কোনও স্পষ্ট নির্দেশিকা আসেনি। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আসছে ছাত্রভর্তির ক্ষেত্রে। এতদিন লটারির মাধ্যমে ভর্তি হলেও এবার এনইএসটিএস-এর নিয়ম অনুযায়ী প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী নির্বাচন করা হবে। শিক্ষামহলের একাংশের মতে, প্রান্তিক এলাকার একলব্য বিদ্যালয়গুলিতে আদিম জনজাতি শবর-সহ বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের অধিকাংশ পড়ুয়াই প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। ফলে প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে পর্যাপ্ত ছাত্রছাত্রী পাওয়া যাবে কি না এবং সব আসন পূরণ হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি, ২০২৭-২৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিদ্যালয়গুলি পুরোপুরি সিবিএসই-র আওতায় চলে যাবে। বর্তমানে নবম ও একাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারাই যথাক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের শেষ রাজ্য বোর্ডের ব্যাচ হবে। অন্যদিকে, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের এনসিইআরটি-ভিত্তিক সিবিএসই পাঠ্যক্রমে পড়াশোনা করতে হবে। এই পরিবর্তনের পাশাপাশি আর্থিক বরাদ্দও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো হচ্ছে। এতদিন ছাত্রপিছু বার্ষিক বরাদ্দ ছিল ৬১ হাজার ৫০০ টাকা। এনইএসটিএস-এর আওতায় আসার পর তা বেড়ে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের সম্পাদক স্বামী বেদপুরুষানন্দ বলেন, সরকারি নির্দেশ মেনেই আমরা নতুন ব্যবস্থায় এগোব। আমাদের আশা, বর্তমানে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা যেন এখানেই কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান। পাশাপাশি, প্রান্তিক এলাকার প্রথম প্রজন্মের জনজাতি পড়ুয়াদের সিবিএসই-র নতুন পাঠ্যক্রম ও ইংরেজিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। সেই কারণে রূপান্তরের সময় তাদের প্রয়োজনীয় একাডেমিক সহায়তা নিশ্চিত করা জরুরি।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation sealed Bid for the work of " Urgent Installation of various temporary structures in connection with Shrabani Mela 2026 at Tarakeswar, Hooghly and maintaining them till the end of Shrabani Mela' 2026 as proposed by UD& MA Department under Hooghly Division, Electrical, P.W.D in the district of Hooghly ---- Temporary illumination gate (Chandannagar Style) from Tarakeswar welcome gate to Dirghangi more."

NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-78 of 2026-27

Bid submission closing date: 21/07/2026 upto 04.30 P.M.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

শিবের জল আনতে গিয়ে সুবর্ণরেখায় মৃত্যু, কাঠগড়ায় অবৈধ বালিখাদান

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২০ জুলাই ঃ শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার। গ্রামের শিবমন্দিরে পুজো উপলক্ষ্যে উৎসবের আবহ। সেই পুজোর জন্যই সুবর্ণরেখা নদী থেকে জল আনতে নেমেছিল বছর পনেরোর প্রিয়াঙ্কা রায়। কিন্তু আর বাড়ি ফেরা হল না। অভিযোগ, নদীগর্ভে অবৈধ বালি উত্তোলনের জেরে তৈরি হওয়া গভীর গর্তেই তলিয়ে যায় সে। মুহূর্তে উৎসবের আনন্দ বদলে যায় শোকে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল থানার কাঠুয়াপাল এলাকার সুবর্ণরেখা নদীর ঘাটে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম প্রিয়াঙ্কা রায় (১৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শ্রাবণের প্রথম সোমবার উপলক্ষ্যে গ্রামের শিবমন্দিরে বিশেষ পুজোর আয়োজন ছিল। মন্দির থেকে প্রায় একশো মিটার দূরে সুবর্ণরেখা নদীর ঘাট। সকালেই অন্যদের সঙ্গে জল আনতে নদীতে নামে প্রিয়াঙ্কা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তলিয়ে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই নদীঘাটে দীর্ঘদিন ধরেই যন্ত্রের সাহায্যে অবৈধ ভাবে বালি তোলা হচ্ছে। নিয়ম না মেনে বালি উত্তোলনের ফলে নদীর বুকে একাধিক গভীর গর্ত তৈরি হয়েছে। উপর থেকে নদীর জল স্বাভাবিক মনে হলেও কোথায় কতটা গভীর, তা বোঝা যায় না। সেই গর্তেই প্রিয়াঙ্কা তলিয়ে যায় বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা উদ্ধারকাজে নামেন। পরে তাকে উদ্ধার করে ভাঙাগড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পরেই অবৈধ বালি উত্তোলন বন্ধের দাবি জোরালো হয়েছে। প্রিয়াঙ্কার বাবা দিলীপ রায় বলেন, গত কয়েক বছর ধরে এলাকায় অবৈধ বালিখাদান চলছে। মন্দিরের এত কাছে নদীঘাট। জল আনতে গিয়ে আমার মেয়েটা মারা গেল। অবিলম্বে এই অবৈধ বালি তোলা বন্ধ না হলে আরও অনেক পরিবার এ ভাবে সন্তান হারাবে। জেলার সুবর্ণরেখা, কংসাবতী-সহ বিভিন্ন নদীতে দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ বালি উত্তোলনের অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে প্রতিবাদ, অবরোধ ও প্রশাসনের অভিযান হলেও একাধিক এলাকায় এখনও সেই কারবার চলছে বলে অভিযোগ। সুবর্ণরেখা নদীর তীরেই রামেশ্বর-সহ একাধিক শিবমন্দির রয়েছে। শ্রাবণ মাসে হাজার হাজার পুণ্যার্থী ওই সব নদীঘাট থেকে জল তুলে শিবপুজো করেন। তাই গুরুত্বপূর্ণ নদীঘাটগুলিকে নিরাপদ করে তোলার পাশাপাশি অবৈধ বালি উত্তোলনের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এইচটি ও এলটি লাইনের গতি পরিবর্তন এবং নবীকরণ

টেণ্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/এনজেপি/০৮/২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের জন্যে অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ) / ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেণ্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেণ্ডার নং. ই-সি-এন-এস-০২-২৬-২৭-ডিএল-আরটি। কাজের নামঃ** প্রস্তাবিত দ্বৈত রেলপথের সঙ্গে বৈদ্যুতিক উল্লঙ্ঘন অপসারণ করার অর্থে আলুয়াবাড়ি রোড জংশন এবং ঠাকুরগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন, ঠাকুরগঞ্জ এবং শিলিগুড়ি জংশন রেলওয়ে ষ্টেশন এবং শিলিগুড়ি জংশন ও নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যের বিভিন্ন স্থানে রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশে পাশে এবং সমগ্রে এইচটি (৩৩ কেভি এবং ১১ কেভি) এবং এলটি লাইনের পরিবর্তন ও নবীকরণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৭,৫০,৪৬,৩৯৯/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১৫,০০,৯০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৬-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত এবং **খোলা যাবে-** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

OFFICE OF THE PURSURAH PANCHYET SAMITY
PURSURAH, HOOGHLY

Tender has Invited by the **Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity** for Construction of Leach Pit & Road, NIT NO. 04/PUR/EO/2026-27 Dt- 20.07.2026, Tender ID No 2026_ZPHD_1033336_1 to 08, Last date for submission of Tender: 27/07/26 up to 18.00 P.M. wbtenders.gov.in.

Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity,
Hooghly

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নরূপ ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রঃ নং - ১। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩৫৪-২০২৬-২৭, তারিখ ১৬.০৭.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** "সিপিওএইচ/কাঁচরাপাড়া - ট্র্যাক মেশিনের অন্তর্বর্তী/পর্যায়ক্রমিক ওভারহলিং সুবিধার উদ্ভাবন/সম্প্রসারণ" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৬,২৯,১১৬ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ১,১২,৬০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **ক্রঃ নং - ২। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি - ১৩৫৭ - ২০২৬ - ২৭, তারিখ ১৬.০৭.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** "শিয়ালদহ-ব্যারাকপুর শাখায় বেলঘরিয়াতে চারটি অতিরিক্ত ক্রশওভারের ব্যবস্থার" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৫৭,২৭৯ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৫২,০০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **ক্রঃ নং - ৩। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩৬১-২০২৬-২৭, তারিখ ১৬.০৭.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** "শিয়ালদহ - প্রয়োজনীয় পাইপলাইন পাতা সমেত ১.৬০ এমএলডি ক্ষমতার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট কাম রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট নির্মাণ" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২১,২১,১৬৪ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৪২,৪০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। **ক্রঃ নং - ৪। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩৬৪-২০২৬-২৭, তারিখ ১৬.০৭.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই/ই/জি/১সি/এসডিএইচ-১ এবং এসএসই/ই/জি/১সি/সিপি-এর অধিক্ষেত্রাধীনে ০১ (এক) বছরের জন্য এলইডি ডায়মন্ড সাইনেজ বোর্ডের রানিং মেরামতি চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬,২৪,৬৪০ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ১২,৫০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **ক্রঃ নং - ৫। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি - ১৩৫৯ - ২০২৬ - ২৭, তারিখ ১৬.০৭.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** "শিয়ালদহ ডিভিশনের লক্ষ্মীকান্তপুর- নিশ্চিন্দপুর শাখার প্রহরীযুক্ত নন ইন্টারলকড লেভেল ক্রশিং গেট নং ৩১ই এবং বনগাঁও- পেট্রাপোল শাখার প্রহরীযুক্ত নন ইন্টারলকড লেভেল ক্রশিং গেট নং ৫৭ই-এর উন্নয়ন ও ইন্টারলকিং" সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৭,৪২,৭১২ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৩৪,৯০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৮ মাস। **ক্রঃ নং - ৬। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি- ১৩৫৩-২০২৬-২৭, তারিখ ১৬.০৭.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** ০৩ (তিন) বছরের জন্য এলএইচবি ধরনের এসি এবং নন এসি কোচের আন্ডার স্লাং-এ ফিক্স করা হিতাচি হাই-রেল (এইচএইচপিই) মেক ৪.৫ কেডব্লু আরবিসি (আর০-টাইপ) এবং আরবিসি কাম ইবিসি (আর১-টাইপ)-এর জন্য সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং বার্ষিক প্রতিরোধমূলক ও ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৩,০৪,৪২০ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ১,০৬,১০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। **আইআরইপিএস -এ টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** ১৬.০৭.২০২৬ (প্রতিটির জন্য)। **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ২৩.০৭.২০২৬ (প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.০৮.২০২৬, দুপুর ২টায় (প্রতিটির জন্য)। **www.ireps.gov.in**-তে টেন্ডার নোটিশের বিশদ ও সময়ে সময়ে ইস্যু হওয়া সংশোধনী নথি পাওয়া যাবে।

(SDAH-141/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অন্তর্গত নিউ কোচবিহার রেলওয়ে ষ্টেশনের ০৫ টি ক্যাটারিং ইউনিটের জন্যে ই-টেণ্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের মাণ্ডলিক রেলওয়ে প্রবন্ধক (বাণিজ্য) নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় অবস্থিত জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-এ ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য "ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদান"-এর উদ্দেশ্যে খাদ্য ও ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদানকারীদের নিকট থেকে প্রতিযোগিতামূলক, সিংগল ষ্টেজ দুটি-প্যাকেট পদ্ধতির ভিত্তিতে ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেন।

ক্রম সং.	টেণ্ডার নোটিস নং.	স্থান	ষ্টলের প্রকার	অসংরক্ষিত শ্রেণী	সংরক্ষিত রাশি	বায়না রাশি
১	১৮৩-সি-সিভি-টিএস-এনসিবি-সিএ-বি	চতুর্দিকের এলাকা (পুরোনো পিআরএস ভবনের নিকটে)	টি ষ্টল-২	অসংরক্ষিত শ্রেণী	১,৮৬,০০০/- টাকা	১৯,৪০০/- টাকা
২	১৮৪-সি-সিভি-টিএস-এনসিবি-সিএ-বি		টি ষ্টল-৩	অসংরক্ষিত শ্রেণী	১,৮৬,০০০/- টাকা	১৯,৪০০/- টাকা
৩	১৮৫-সি-সিভি-টিএস-এনসিবি-সিএ-বি		টি ষ্টল-৪	অসংরক্ষিত শ্রেণী	১,৮৬,০০০/- টাকা	১৯,৪০০/- টাকা
৪	১৮৬-সি-সিভি-টিএস-এনসিবি-সিএ-এ		জুশ বার/ফ্রেশ ফ্রুটস-২	অসংরক্ষিত শ্রেণী	১,৭৬,০০০/- টাকা	১৮,৪০০/- টাকা
৫	১৮৮-সি-সিভি-টিএস-এনসিবি-সিএ-বি	চতুর্দিকের এলাকা (পূর্বের পেন্সনার্স অ্যাসোসিয়েশন ভবনের নিকটে)	টি ষ্টল-১	মহিলার জন্যে নির্ধারিত	১,৮৬,০০০/- টাকা	১৯,৪০০/- টাকা

টেণ্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ ০৬-০৮-২০২৬ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত। তার পরে টেণ্ডার খোলা হবে। টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্রপত্রসমূহ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ থাকবে।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAPs:

Date	Time	Address
July 22, 2026	11:30 A.M.	Hotel Sagar, N. S. Road, Bus Stand, Near Suri, Birbhum, West Bengal - 731 101.
July 22, 2026	6:30 P.M.	Milantirtho Marriage Hall, Bandhgora United Club, Bolpur Sriniketan Road, West Bengal - 731 204.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625**)**
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. 1800 2090 777 (Toll free), customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের জন্য ই-নিলাম

ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **বিবরণ ঃ** ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) ঃ ৩১-০৭-২০২৬-এর ১২.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ৩১-০৭-২০২৬-এর ১৫.০০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল।

নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ ডব্লিউভিএম-আরএনওয়াই-২৬-২

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	ট্রিপস/দিন
এএ/১	এমএসএস-আরএনওয়াই-পিবিএল-ডব্লিউভিএম-৩০-২৬-১ (মিস্ক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস)	১৮২৬
এএ/২	এমএসএস-আরএনওয়াই-বিএনজিএন-ডব্লিউভিএম-২২-২৬-১ (মিস্ক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস)	১৮২৬
এএ/৩	এমএসএস-আরএনওয়াই-এনএইচএলএন-ডব্লিউভিএম-২৮-২৬-১ (মিস্ক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস)	১৮২৬
এএ/৪	এমএসএস-আরএনওয়াই-এনবিকিউ-ডব্লিউভিএম-২৭-২৬-১ (মিস্ক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস)	১৮২৬
এএ/৫	এমএসএস-আরএনওয়াই-এনএলভি-ডব্লিউভিএম-২৯-২৬-১ (মিস্ক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস)	১৮২৬
এএ/৬	এমএসএস-আরএনওয়াই-বিজেএফ-ডব্লিউভিএম-২১-২৬-১ (মিস্ক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস)	১৮২৬
এএ/৭	এমএসএস-আরএনওয়াই--এসবিই-ডব্লিউভিএম-৩৪-২৬-৩ (মিস্ক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস)	১৮২৬
এএ/৮	এমএসএস-আরএনওয়াই-ভিএনই-ডব্লিউভিএম-৩৬-২৬-১ (মিস্ক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস)	১৮২৬
এএ/৯	এমএসএস-আরএনওয়াই-টিআইএইচইউ-ডব্লিউভিএম-৩৩-২৬-১ (মিস্ক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস)	১৮২৬
এএ/১০	এমএসএস-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-ডব্লিউভিএম-২৫-২৬-১ (মিস্ক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস)	১৮২৬
এএ/১১	এমএসএস-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-ডব্লিউভিএম-২৩-২৬-১ (মিস্ক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস)	১৮২৬
এএ/১২	এমএসএস-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-ডব্লিউভিএম-৩১-২৬-১ (মিস্ক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস)	১৮২৬
এএ/১৩	এমএসএস-আরএনওয়াই-এইচএমওয়াই-ডব্লিউভিএম-২৬-২৬-১ (মিস্ক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস)	১৮২৬
এএ/১৪	এমএসএস-আরএনওয়াই-আরপিএএন-ডব্লিউভিএম-৩৫-২৬-১ (মিস্ক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস)	১৮২৬
এএ/১৫	এমএসএস-আরএনওয়াই-ইউএলজি-ডব্লিউভিএম-৩৭-২৬-১ (মিস্ক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস)	১৮২৬
এএ/১৬	এমএসএস-আরএনওয়াই-ডিকেজিএন-ডব্লিউভিএম-২৪-২৬-১ (মিস্ক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস)	১৮২৬

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ১৫-০৭-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবে প্রকাশিত হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

লাগাতার বৃষ্টির প্রভাবে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে তিস্তা নদী, আতঙ্কিত এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২০ জুলাই ঃ রবিবার রাত থেকে জলপাইগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় অতি ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। টানা বর্ষণের জেরে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন নিচু এলাকায় জল জমেছে। পাশাপাশি তিস্তা, জলঢাকা, তোর্ষা-সহ বিভিন্ন নদীর জলস্তর স্বাভাবিকের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। সোমবার সকালেও আকাশ ছিল মেঘলা এবং জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলতে থাকে। পাহাড় ও সমতলে লাগাতার বৃষ্টির প্রভাবে তিস্তা নদী ফুলে- ফেঁপে উঠেছে। জলপাইগুড়ি সেচ দফতরের ফ্লাড কন্ট্রোল রুম সূত্রে জানা গেছে, তিস্তার মেখলিগঞ্জের অসংরক্ষিত এলাকা এবং জলঢাকা নদীর সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে। সোমবার সকাল ৮টায় গাজলডোবা ব্যারেজ থেকে ১,৮৩০.৯৯ কিউসেক এবং কালিঝোরা ব্যারেজ থেকে ১,৭৮৮ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল- জলপাইগুড়ি ৫৫.৩০ মিমি, ময়নাগুড়ি ৬০.০০ মিমি, আলিপুরদুয়ার ৭৬.২০ মিমি, হাসিমারা ৫৩.০০ মিমি, কোচবিহার ২৯.৩০ মিমি, তুফানগঞ্জ ৩৬.২০ মিমি, মাথাভাঙা ৩৬.০০ মিমি, শিলিগুড়ি ৮.৪০ মিমি, মালবাজার ৯.৫০ মিমি, বানারহাট ৮.০০ মিমি এবং গাজলডোবা ১৩.৪৬ মিমি। তিস্তা নদীর পাড়ের এক বাসিন্দা জানান, একদিকে শ্রাবণ মেলার উপলক্ষ্যে বহু মানুষ তিস্তায় স্নান করছেন, অন্যদিকে নদীর জলস্তর দ্রুত বাড়তে থাকায় নিচু এলাকায় জল ঢুকে পড়ার আশঙ্কায় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন বাসিন্দারা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তিস্তা ও জলঢাকা নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষকে নদীতে স্নান, মাছ ধরা বা অপ্রয়োজনীয়ভাবে নদীর ধারে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। টানা ভারী বৃষ্টির প্রভাবে শহর ও গ্রামাঞ্চলে স্বাভাবিক জনজীবনও আংশিকভাবে ব্যাহত হয়েছে। পরিস্থিতির ওপর প্রশাসন ও সেচ দফতর নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে।

মালদার তিনটি নদীতেই প্রায় বিপদসীমা ছুঁই ছুঁই অবস্থায় জলস্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা , ২০ জুলাই ঃ বিপদসীমা ছুঁই ছুঁই অবস্থায় গঙ্গা! বর্ষা শুরুতেই ফুলে-ফেঁপে উঠছে গঙ্গা, মালদার রতুয়ায় আবারও ভাঙন আতঙ্ক দেখা দিয়েছে গঙ্গা তীরবর্তী এলাকায়। ঘটনার পরিস্থিতি মোকাবেলায় ইতিমধ্যে নজরদারিতে মাঠে নেমেছে প্রশাসনিক কর্তারা। গত জুন মাসে ব্যাপকভাবে

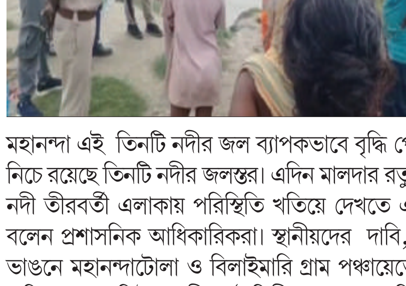

বৃষ্টি না হলেও জুলাই মাসে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত দেখা দিয়েছে মালদা জেলায়। যার ফলে মালদা তিনটি নদীতেই প্রায় বিপদসীমা ছুঁই ছুঁই অবস্থায় জলস্তর। গঙ্গা, ফুলহার, মহানন্দা এই তিনটি নদীর জল ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও বিপদসীমার নিচে রয়েছে তিনটি নদীর জলস্তর। এদিন মালদার রতুয়া থানার মহানন্দাটোলার নদী তীরবর্তী এলাকায় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এবং স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। স্থানীয়দের দাবি, গত কয়েক বছরে গঙ্গার ভাঙনে মহানন্দাটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রাম, ফসলি জমি ও বসতভিটা নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। প্রতিবছর বালির বস্তা ফেলে ভাঙনরোধের চেষ্টা হলেও তাতে স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। তাই বোল্ডার দিয়ে স্থায়ী ভাঙন প্রতিরোধের দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, গঙ্গার জল অনেক বেড়েছে। এভাবে চলতে থাকলে কয়েক দিনের মধ্যেই বাড়িঘর নদীগর্ভে তলিয়ে যাবে। প্রশাসনের লোকজন এসে বাড়ি ঘর সরিয়ে দিতে বলেছেন। তবে কোথায় যাব, কী করব, কিছুই বুঝতে পারছিনা।

আইআরইএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
একটি মিনিরত্ন-১ কোম্পানি
ওয়েবসাইটঃ **www.irel.co.in**

TECHNOLOGIES FOR NEW INDIA@75
आज़ादी का अमृत महोत्सव

বিভিন্ন পদে নিয়োগ
বিজ্ঞাপন নং. **IREL/CO/HRM/35/2026**

আইআরইএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড নিম্নলিখিত পদের জন্য ভারতীয় নাগরিকদের থেকে অনলাইন আবেদন আহ্বান করছে

ক্রম	পদের নাম	পদের সংখ্যা	ক্রম	পদের নাম	পদের সংখ্যা
	কারিগরি পদ			অ-কারিগরি পদ	
১	উপ-মহাব্যবস্থাপক-আইটি (ই৬)	১	২০	উপ-মহাব্যবস্থাপক-মার্কেটিং (ই৬)	২
২	প্রধান ব্যবস্থাপক-মেকানিক্যাল (ই৫)	১	২১	মহাব্যবস্থাপক-ফিন্যান্স (ই৭)	১
৩	প্রধান ব্যবস্থাপক-ইলেকট্রিক্যাল (ই৫)	১	২২	প্রধান ব্যবস্থাপক-ফিন্যান্স (ই৫)	৩
৪	ব্যবস্থাপক-আইটি (ই৩)	১	২৩	উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক-ফিন্যান্স (ই৪)	১
৫	ব্যবস্থাপক-মাইনিং (ই৩)	১	২৪	উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক-লিগ্যাল (ই৪)	১
৬	উপ-ব্যবস্থাপক-মেকানিক্যাল (ই২)	১	২৫	উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক-সিকিউরিটি (ই৪)	১
৭	উপ-ব্যবস্থাপক-কমার্শিয়াল/পার্চেজ (ই২)	২	২৬	উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক-মেডিক্যাল (ই৪)	১
৮	উপ-ব্যবস্থাপক-ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি (ই২)	২	২৭	ব্যবস্থাপক-সিকিউরিটি (ই৩)	১
৯	উপ-ব্যবস্থাপক-কেমিক্যাল (ই২)	১	২৮	ব্যবস্থাপক-লিগ্যাল (ই৩)	৩
১০	উপ-ব্যবস্থাপক-ইলেকট্রিক্যাল (ই২)	৩	২৯	উপ-ব্যবস্থাপক-এইচআরএম (অ্যাডমিন) (ই২)	১
১১	উপ-ব্যবস্থাপক-জিওলজি (ই২)	১	৩০	উপ-ব্যবস্থাপক-ফিন্যান্স (ই২)	২
১২	উপ-ব্যবস্থাপক-আইটি (ই২)	৩	৩১	উপ-ব্যবস্থাপক-সেলস্ (ই২)	৬
১৩	উপ-ব্যবস্থাপক-মিনারেল (ই২)	২	৩২	উপ-ব্যবস্থাপক-লিগ্যাল এবং এইচআরএম (ই২)	১
১৪	সহকারী ব্যবস্থাপক-ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি (ই১)	২	৩৩	সহকারী ব্যবস্থাপক-ফিন্যান্স (ই১)	১
১৫	সহকারী ব্যবস্থাপক-মেকানিক্যাল (ই১)	৬	৩৪	সহকারী ব্যবস্থাপক-এইচআরএম (ই১)	৪
১৬	সহকারী ব্যবস্থাপক-কেমিক্যাল (ই১)	৪	৩৫	সহকারী ব্যবস্থাপক-রাজভাষা (ই১)	২
১৭	সহকারী ব্যবস্থাপক-ইলেকট্রিক্যাল (ই১)	৪	৩৬	সহকারী ব্যবস্থাপক-কোম্পানি সেক্রেটারি (ই১)	১
১৮	সহকারী ব্যবস্থাপক-ইনস্ট্রুমেন্টেশন (ই১)	১			
১৯	সহকারী ব্যবস্থাপক-মাইনিং (ই১)	৪			
	মোট শূন্যপদের সংখ্যা			৭৩	

শূন্যপদ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য-যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বেতনক্রম ইত্যাদি আইআরইএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট **www.irel.co.in**-এ পাওয়া যাবে। এই বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যেকোনো জিজ্ঞাসা, তথ্য, সময়সীমা বৃদ্ধি বা সংশোধনী ইত্যাদি শুধুমাত্র আইআরইএল-এর ওয়েবসাইট **www.irel.co.in**-এই প্রকাশ করা হবে।

আবেদনপত্র জমা দেবার শেষ তারিখ **১০.০৮.২০২৬**

cbc48129/11/0006/2627

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Dy. Chief Engineer (M) (Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online item/percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/GRBU/SO-14/26-27 (1st Call)
Name of the work: **Repairing, servicing and replacement of worn out components of 10 ton capacity chain pulley at Padirhati DPS under GRBU.** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: **₹ 3,300.00.** Period of completion: **10 days.**

(2) NIT No. : KMC/S_D/HATISUR/CL/26-27 (1st Call)
Name of the work: **Lifting, checking & cleaning of submersible pumps and lifting of floating foreign materials from sump chamber periodically for four months at Hatisur DPS and STP.** Estimated cost: **₹ 1,36,653.00.** Earnest money: **₹ 2,750.00.** Period of completion: **120 days.**

(3) NIT No. : KMC/S_D/PAT/STR/26-27 (1st Call)
Name of the work: **Regular cleaning of strainer at Baishnabghata Patuli Drainage Pumping Station.** Estimated cost: **₹ 1,95,980.00.** Earnest money: **₹ 3,950.00.** Period of completion: **120 days.**

(4) NIT No. : KMC/S_D/HDPS/ILLU/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Installation of LED lighting arrangement for proper illumination system at the Pump House and Pumping Station Compound with other allied works at Hatisur Drainage Pumping Station.** Estimated cost: **₹ 2,91,711.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(5) NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/ES-12/26-27 (1st Call)
Name of the work: **"Complete overhauling and servicing 2 nos. of 500 KVA, 6 KV/415 V, oil filled transformers at Mominpore Pumping Station under BDPS".** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **5 days.** Last date and time of submission of bid: **31.07.2026 at 12 Noon (For Sl. No. 1); 04.08.2026 - 2 P.M. (For Sl. No. 2 to 4) and 31.07.2026 at 4 P.M. (For Sl. No. 5).** The bid forms and other details are available on and from **22.07.2026 at 5 P.M. (For Sl. No. 1); 24.07.2026 - 2 P.M. (For Sl. No. 2 to 4) and 21.07.2026 at 5 P.M. (For Sl. No. 5).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Director General (Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online item/percentage/quotation rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/ES-11/26-27 (1st Call)
Name of the work: **"Complete overhauling, repairing and replacement of damaged components of autotransformer Starter panel for G motor of MMPS under BDPS".** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(2) NIT No. : KMC/MDPS/CP/MSPATH/26-27 (1st Call)
Name of the work: **Thorough repairing and replacement of several damaged MS structures of overhead pathway of strainer chambers at Cossipore DPS under MDPS.** Estimated cost: **₹ 1,95,150.00.** Earnest money: **₹ 3,910.00.** Period of completion: **10 days.**

(3) NIT No. : KMC/MDPS/BSTP/CWT/26-27 (1st Call)
Name of the work: **Supply, installation and commissioning of 10000 Litre fresh water tank incl. necessary plumbing lines and repairing & replacement of HDPE Chlorine feeding pipelines at Bangur STP under MDPS.** Estimated cost: **Open quotation.** Earnest money: **₹ 5,960.00.** Period of completion: **10 days.**

(4) NIT No. : KMC/SCD(N)/2026-27/06 (1st Call)
Name of the work: **Repairing & servicing of various damaged spare parts of Blow Vac Emptier (Dumped Tank) Machine no. WB 05A 2550 under S.C.D. (North).** Estimated cost: **₹ 4,95,789.00.** Earnest money: **₹ 9,950.00.** Period of completion: **07 days.** Last date and time of submission of bid: **31.07.2026 at 4 P.M. (For Sl. No. 1); 29.07.2026 at 5 P.M. (For Sl. No. 2 & 3) and 29.07.2026 at 12 Noon (For Sl. No. 4).** The bid forms and other details are available on and from **21.07.2026 at 5 P.M. (For Sl. No. 1 to 3) and 22.07.2026 - 9 A.M. (For Sl. No. 4).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4).** For corrigendum etc., if any, the same website has to be followed **(For Sl. No. 2 to 4).**

(247/26-27)

আর্জেন্টিনাকে কাঁদিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্পেন

প্রতিপক্ষের চাপে পুরোটা সময় পিষ্ট হয়ে থাকলেও, কোনোমতে লড়াই অতিরিক্ত সময়ে টেনে নেয় আর্জেন্টিনা। তবে নির্ধারিত সময়ের শেষ মুহূর্তে ১০ জনের দলে পরিণত হওয়ায়, আরও কোণঠাসা হয়ে পড়ে তারা। এরপর, চাপ আরও বাড়িয়ে, ফেররান তরেসের দারুণ এক গোলে আবারও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উৎসবে মেতে উঠল লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল।

সংবাদ সংস্থা, নিউ জার্সি, ২০ জুলাইঃ নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে রবিবার শিরোপা লড়াইয়ে স্পেনের জয় ১-০ গোলে। তবে স্কোরলাইনে একদমই ফুটে উঠছে না ম্যাচের চিত্র। ১২০ মিনিটের শেষের কিছুটার সময় বাদে, স্পেনের রক্ষণের আশেপাশে একরকম যেতেই পারেনি আর্জেন্টিনা। লিওনেল মেসিকে নাকি পুরোপুরি আটকে রাখা যায় না- অসম্ভব কাজটি কী দারুণভাবেই না করে দেখাল স্প্যানিশরা। দে লা ফুয়েন্তের কৌশল এতটাই দুর্দান্তভাবে মাঠে প্রয়োগ করলেন রদ্রি-ওলমোরা, তাতে প্রতিপক্ষের বুকে কাঁপন ধরানোর সুযোগই পাননি রেকর্ড আটবারের বর্ষসেরা ফুটবলার। ম্যাচের অন্যান্য পরিসংখ্যানে কিছুটা হলেও ফুটে উঠছে স্পেনের দাপট আর আর্জেন্টিনার নাজেহাল অবস্থা। প্রায় ৬৫ শতাংশ সময় পজেশন রেখে গোলের জন্য ২০টি শট নিয়ে ১২টি লক্ষ্যে রাখতে পারে ২০১০ সালের বিশ্বকাপ জয়ীরা। আর দুটি শট নিয়ে একটিও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি আর্জেন্টিনা। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জিতল স্পেন। প্রথমবার জিতেছিল তারা ২০১০ সালে, নেদারল্যান্ডসকে ১-০ গোলে হারিয়ে। এবার পুরো আসরে স্রেফ একটি গোল হজম করে স্প্যানিশরা। সবচেয়ে কম গোল খেয়ে বিশ্বকাপ জয়ের রেকর্ড এটি। প্রথম পাঁচ মিনিটেই দুইবার আর্জেন্টিনার রক্ষণে ভীতি ছড়ায় স্পেন। নিশ্চিত একবার সুযোগও পায় তারা। তবে, দানি ওলমোর পাস পেয়ে লামিন ইয়ামালের কোনাকুনি শট রুখে দেন গোলরক্ষক। দুই মিনিট পরই পাল্টা আক্রমণে বড় বিপদে পড়তে পারতো স্পেন। সবাইকে ছাড়িয়ে বল প্রায় পেয়ে যাচ্ছিলেন লিওনেল মেসি তবে সময়মতো ডি-বক্সের অনেকটা বাইরে এসে ক্লিয়ার করেন উনাই সিমোন। প্রথম হাইড্রেশন ব্রেক থেকে ফেরার পরই নিজেদের ডি- বক্সের সামনে ভুল করে বসেন পাউ কুবার্সি। গোলরক্ষককে দুর্বল ব্যাকপাস বাড়ান তিনি, সেই সুযোগে ছুটে যান মেসি তবে আবার দ্রুত এগিয়ে ক্লিয়ার করে বিপদ হতে দেননি সিমন। ৩৯তম মিনিটে দারুণ সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেননি মিকেল ওইয়ারসাবাল। ডি-বক্সের মুখ থেকে তার শটে তেমন গতি ছিল না, সহজেই আটকান এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। বিরতির একটু আগে মিকেল ওইয়ারসাবালকে পেছন থেকে ফাউল করে ম্যাচে প্রথম হলুদ কার্ড দেখেন লিসান্দ্রে মার্তিনেজ। দুই মিনিট পরই তাকে তুলে নেন কোচ। বিরতির পর পুনরায় খেলা শুরু হতেই আক্রমণ শাণায় স্পেন। যদিও ডি-বক্সের বাইরে থেকে দুর্বল শট নিয়ে মার্তিনেজকে সমস্যায় ফেলতেও পারেননি বায়েনা। কিছুক্ষণ পর মাঠে উত্তেজনা ছড়ায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বদলি নামা লিয়ান্দ্রো পারেদেস মাঝমাঠে অহেতুক পেছন থেকে রদ্রিকে গুতো মারেন। দুই দলের খেলোয়াড়রা সেখানে জড়ো হয়ে তর্কে জড়ায়, তার মাঝেই রেফারির সামনে দানি ওলমোকে ধাক্কা মেরে হলুদ কার্ড দেখেন পারেদেস। নির্ধারিত সময়ের ২৮ মিনিট বাকি থাকতে ওইয়ারসাবাল ও ফাবিয়া রুইসকে তুলে ফেররান তরেস ও পেদ্রিকে নামান স্পেন কোচ। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে দলকে এগিয়ে নেওয়ার দারুণ সুযোগও পান তরেস তবে ইয়ামালের ক্রসে তার হেড জমে যায় মার্তিনেজের গ্লাভসে। দ্বিতীয় হাইড্রেশন ব্রেক পেরিয়ে সময় এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু গোলের জন্য কোনো শটই নিতে পারছিল না আর্জেন্টিনা। চিরচেনা স্প্যানিশ কৌশলের সামনে যেন আটকে পড়েছিল তারা। ৭০তম মিনিটে দুটি বদল করেন লিওনেল স্কালোনি। রদ্রিগো দি পল ও ক্রিস্তিয়ান রোমেরোকে তুলে জুলিয়ানো সিমেওনে ও ফাকুন্দো মেদিনাকে নামান কোচ। পরপর দুই মিনিটে দুটি শট নেয় স্পেন। প্রথমটি ঠেকাতে বেগ পেতে হয়নি মার্তিনেজকে। তবে ডি-বক্সের বাইরে থেকে পাউ কুবার্সির শট ঝাঁপিয়ে আটকে দেন মার্তিনেজ। চার মিনিট যোগ করা সময়ে বড় আঘাতটা খায় আর্জেন্টিনা মাঝমাঠে পাউ কুবার্সিকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন এন্সো ফার্নান্দেস। এরপরই আক্রমণে উঠে বিপজ্জনক জায়গায় ফ্রি কিক পায় স্পেন। লামিন ইয়ামালের দারুণ শট, রক্ষণ প্রাচীর এড়িয়ে পোস্ট ঘেঁষে জালে জড়াতে যাচ্ছিল, অসাধারণ নৈপুণ্যে ঝাঁপিয়ে আটকান মার্তিনেজ। ৯৩তম মিনিটে নিকো উইলিয়ামসের হেড ঠেকিয়ে ব্যবধান ধরে রাখলেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। একটু পরই আর্জেন্টিনার ডি-বক্সে ঘটনাবহুল মুহূর্তে আলগা বল পেয়ে জালে পাঠান নিকো, তবে তার আগেই নিকোলো ওতামেন্দি ফাউলের শিকার হওয়ায় গোল মেলেনি। কোয়ার্টার-ফাইনাল ও সেমি-ফাইনালের সুপার সাব মিকেল মেরিনো এখানেও বদলি নেমে ব্যবধান গড়ে দিতে পারতেন। অতিরিক্ত সময়ের যোগ করা সময়ে ভালো পজিশনে সতীর্থের ক্রস পান তিনি, তবে তার হেড অল্পের জন্য লক্ষ্যে থাকেনি। অসংখ্য সুযোগ হারানোর পর, দুই বদলি খেলোয়াড়ের নৈপুণ্যে ১০৬তম মিনিটে জালের দেখা পায় স্পেন। পেদ্রো পররো দূরের পোস্টে নিকো উইলিয়ামসের উদ্দেশ্যে ক্রস বাড়ান, তাকে আটকাতে এগিয়ে যান মার্তিনেজ, সেই সুযোগে হেডে কাটব্যাক করেন নিকো এবং ছুটে গিয়ে জোরালি শটে ঠিকানা খুঁজে নেন তরেস। খানিক পর পাল্টা আক্রমণে উঠে আবার জালে বল পাঠান তরেস, তবে নিজেই অফসাইডে ছিলেন বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড। কোণঠাসা আর্জেন্টিনার অবিশ্বাস্য কিছু করে দেখাতে প্রয়োজন ছিল মেসির জাদু। ১১৫তম মিনিটে তেমন কিছু হতেও যাচ্ছিল। অনেকটা দূরে ডান দিক থেকে ক্রস বাড়ান আর্জেন্টিনা অধিনায়ক, হাওয়ায় বাঁক নিয়ে বল দূরের পোস্টে ক্রসবার ঘেঁষে পড়ে ওপরের জালে। শেষ সময়ে মরিয়া হয়ে ওঠে আর্জেন্টিনাও, স্পেনও মনোযোগ দেয় ব্যবধান ধরে রাখায়। পরপর তিনটি কর্নার পায় আর্জেন্টাইনরা। শেষটিতে পেনাল্টি স্পটের কাছে ফাঁকায় বল পেয়ে যান জুলিয়ানো সিমিওনে কিন্তু উড়িয়ে মেরে কেবল হতাশাই বাড়ান আতলেতিকো মাদ্রিদের মিডফিল্ডার। এরপরই বাজে শেষের বাঁশি, নিউ জার্সি থেকে মাদ্রিদ, সবখানে উল্লাসে ফেটে পড়েন স্পেন সমর্থকরা। আর শিরোপা ধরে রাখার স্বপ্নটা ভেস্তে যাওয়ার হতাশায় মলিন হয় মেসি-মার্তিনেজদের।

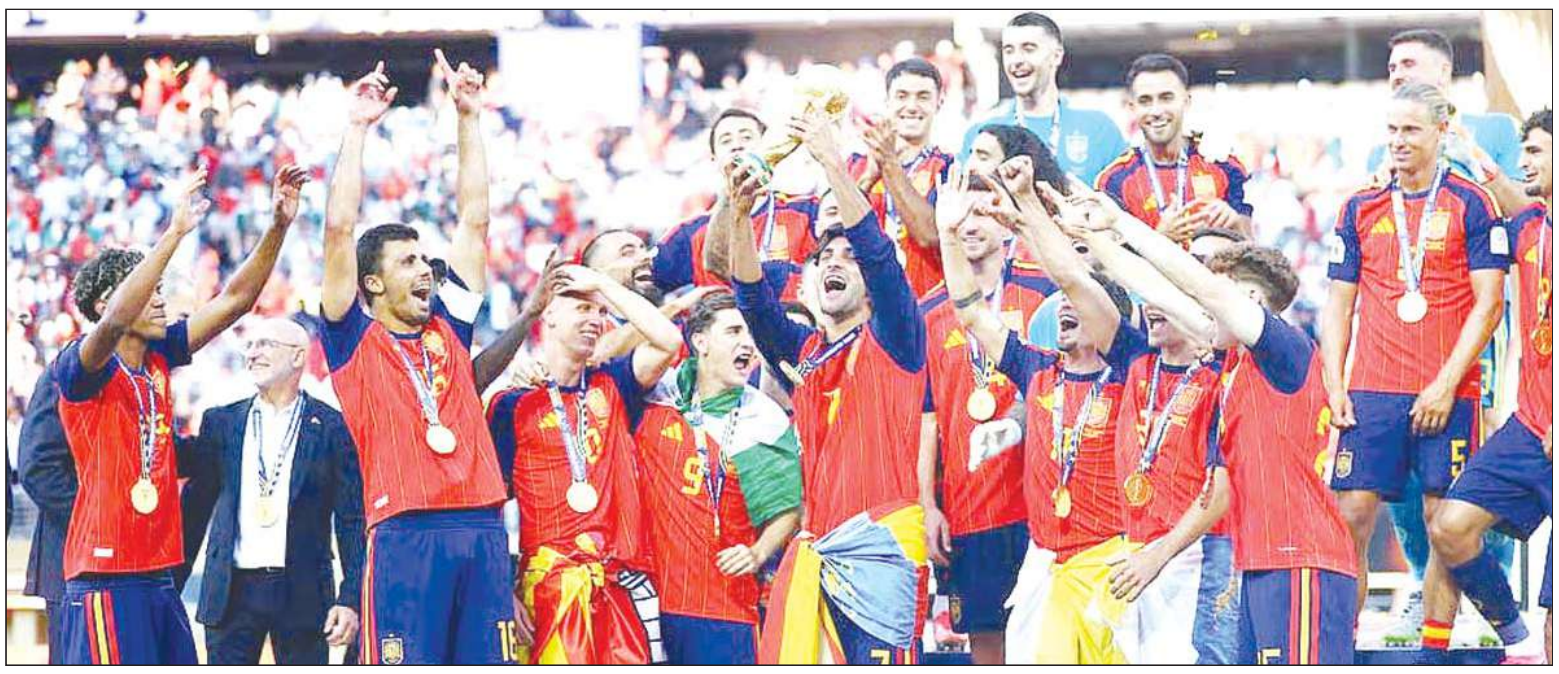

হারলে বুকের ভেতরটা দুমড়েমুচড়ে যায়! স্কালোনি

নিউ জার্সি, ২০ জুলাইঃ শেষরক্ষা হল না। স্পেনের কাছে হেরে মেগা ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ গেলবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। ১২০ মিনিটের স্নায়ুযুদ্ধে শেষ হাসি হাসল স্প্যানিশ আর্মাডা। আর এই হৃদয়বিদারক পরাজয়ের পরই আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না আর্জেন্তিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। ড্রেসিংরুমে একান্তে অঝোরে কাঁদলেন তিনি। সাংবাদিক বৈঠকেও ধরা পড়ল বিষাদের গাঢ় ছায়া। চোখের জলে সিট ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন আচমকাই। শিরোপা হাতছাড়া হওয়ার পর দলের সার্বিক পারফরম্যান্স ও নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে মুখ খুললেন আর্জেন্তিনা কোচ। আর তাঁর প্রতিটি শব্দে ঝরে পড়ে চরম আক্ষেপ আর তীব্র কষ্ট। স্কালোনির কথায়, ''সত্যি বলতে, লিওর সঙ্গে আমার এখনও কোনও কথা হয়নি। আর আমার নিজের ব্যাপার নিয়ে আমি সভাপতির সঙ্গে কথা বলব। কী করতে চাই, সেই নিয়ে একটা ধারণা মনের মধ্যে রয়েছে। ডিসেম্বর পর্যন্ত আমার চুক্তি। সেটা শেষ হলে নতুন করে ভাবার সময় প্রয়োজন। আমি জানি না, এত বড় কিছু ফের করা সম্ভব কি না। তাই সবটা আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'' আক্ষেপের সুরে বক্তব্য, ''টুর্নামেন্ট জেতার মতো রানার্স-আপ হওয়াটাও যে উপভোগ করার মতো একটা বিষয়, সেটা সাধারণ মানুষকে বোঝানো খুব কঠিন। এটাও একটা বিরাট সাফল্য! আমি দেখতে পাচ্ছি, মানুষ বুঝতে পারছেন আমরা ঠিক কী অর্জন করেছি এবং কীভাবে করেছি। এই দীর্ঘ পথচলাটা মোটেও সহজ ছিল না। ড্রেসিংরুমেই আমি প্রাণভরে কেঁদে নিয়েছি। তাই এখন আর আপনাদের সামনে কাঁদছি না।'' ফুটবলাররা যে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করেছেন, সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, ''কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে চোট-আঘাত ছিল, যা আমরা একেবারেই প্রত্যাশা করিনি। ফুটবলারদের ওপর দিয়ে প্রবল ধকল গিয়েছে। ওরা শেষ চেষ্টাটুকু করেছে। এমন একটা দল তৈরি করা মোটেও সহজ নয়। আর ফাইনালে হারলে বুকের ভেতরটা একেবারে দুমড়েমুচড়ে যায়! এই দলের প্রতি আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ, কারণ ওরা একেকজন নিপাট যোদ্ধা। আমরা এক অবিশ্বাস্য দলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। ওরাও আমাদের জানিয়েছে, আমাদের এই লড়াকু মনোভাব দেখে ওরা রীতিমতো অবাক। আশা করি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই দলটা থেকে অনুপ্রেরণা পাবে!''

শিষ্যের হাতেই ফুটবলের ব্যাটন!

স্পেনের বিশ্বজয়ের পর ইয়ামালকে আলিঙ্গন মেসির

সংবাদ সংস্থা, নিউ জার্সি, ২০ জুলাইঃ রবিবার রাতের নিউ ইয়র্কের মাঠ যে দৃশ্য দেখল, তাকে ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা রূপকথা বললেও হয়তো কম বলা হবে। একদিকে ৩৯ বছর বয়সী ফুটবলের 'লিভিং লেজেন্ড' লিওনেল মেসি, আর অন্যদিকে মাত্র ১৯ বছরের নতুন বিস্ময় লামিন ইয়ামাল। ফাইনালের শেষ বাঁশি বাজতেই মাঠের সমস্ত উত্তেজনা ভুলে একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন গুরু আর শিষ্য। ২০০৭ সালে ইউনিসেফের একটি ফটোশুটে ছোট্ট ইয়ামালকে কোলে নিয়েছিলেন মেসি। আর ২০২৬-এর বিশ্বমঞ্চে সেই ছেলেই মেসির হাত থেকে কেড়ে নিল বিশ্বজয়ের মুকুট। আর্জেন্তিনা হারলেও, ম্যাচ শেষে মেসি-ইয়ামালের এই ম্যাজিকাল কোলাকুলি যেন ফুটবল দুনিয়ায় এক নতুন যুগের সূচনা করল, রাজার হাত থেকে ব্যাটন চলে গেল যুবরাজের হাতে।

অবসর জল্পনা উড়িয়ে নিন্দুকদের একহাত রোহিতের

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ২০ জুলাইঃ দিনচারেক আগেই তাঁকে একেবারে 'প্রাক্তন' করে দেওয়া হয়েছিল। ক্রিকেটমহল ধরে নিয়েছিল, লর্ডসেই তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি। কিন্তু নিন্দুকদের মুখে ছাই দিয়ে সেই রোহিত শর্মা ফিরেছেন স্বমহিমায়। একমাত্র ভারতীয় হিসাবে লর্ডসে হাঁকিয়েছেন সেঞ্চুরি। তারপরই একেবারে ধন্যধন্য শুরু হয়েছে হিটম্যানকে নিয়ে। শুভমান গিলও স্পষ্ট জানিয়েছেন, রোহিতের অবসর নিয়ে তিনি কিচ্ছুটি জানেন না। রবিবার লর্ডসের ঐতিহাসিক স্টেডিয়ামে বহু প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ছিল রোহিতের। দিন কয়েক ধরেই সংবাদমাধ্যমে শোনা যাচ্ছিল, এই ম্যাচটাই নাকি রোহিতের কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ। এরপর নাকি তাঁকে আর জাতীয় দলের জার্সিতে খেলার সুযোগই দেওয়া হবে না। একপ্রকার বাধ্যতামূলকভাবে অবসরে পাঠানো হবে। শেষ ১০ ম্যাচে তাঁর ব্যাটে সেভাবে রান আসেনি। তাই চাপটা ছিল পাহাড়প্রমাণ। কিন্তু তাঁর নাম রোহিত শর্মা। চাপের মুখে নতিস্বীকার করতে কোনওকালেই শেখেননি তিনি। বরং যখনই তাঁর কেরিয়ার নিয়ে, দলে তাঁর জায়গা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, সপাটে পুল করে সেসব প্রশ্নকে মাঠের বাইরে ফেলেছেন। কেবল ঝোড়ো মেজাজে সেঞ্চুরি নয়, গোটা তিনেক রেকর্ডও গড়েছেন। ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক ক্রিকেটার হিসাবে সেঞ্চুরির মালিক এখন তিনি। আগে এই রেকর্ড ছিল সচিন তেণ্ডুলকরের দখলে। ইংল্যান্ডের মাটিতে এটি রোহিতের অষ্টম সেঞ্চুরি। যা কিনা নির্দিষ্ট একটি দেশে কোনও বিদেশি ক্রিকেটারের করা সর্বাধিক সেঞ্চুরি। এবং অবশ্যই লর্ডসের মাটিতে কোনও ভারতীয়র করা এটিই প্রথম শতরান। তবে রোহিতের একঝাঁক নজিরের পরেও সিরিজ হেরেছে ভারত। আর এদিন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে রোহিতের জবাব, ''যখন অভিষেক হয়েছে তখন থেকেই আমাকে নিয়ে চর্চা চলে। যতদিন থাকব ততদিন চর্চা চলবে। আসলে এটা থাকা উচিত। আলোচনা না চললে ঠিক মজাটা আসে না। আমার কাজ মাঠের মধ্যে, ওদের কাজ বাইরে। এটা ধরে নিয়েই এগিয়ে চলি।'' হিটম্যানের কথায় স্পষ্ট, আপাতত ভারতীয় দলে তাঁর জায়গা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশই নেই।

শাকিরা থেকে বিটিএস, ফাইনালে জমজমাট হাফটাইম শো, ক্ষোভ উগরে দিলেন রুনি

সংবাদ সংস্থা, নিউ জার্সি, ২০ জুলাইঃ ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালে শুধু স্পেনের ঐতিহাসিক জয়ই নয়, আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে আর একটি বিষয়- প্রথমবারের মতো আয়োজিত হাফটাইম শো। আমেরিকার জনপ্রিয় ক্রীড়া সংস্কৃতির অন্যতম আকর্ষণ সুপার বোলের হাফটাইম শোর আদলে এবার বিশ্বকাপ ফাইনালেও বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ফিফা। তবে ঝলমলে এই আয়োজন যেমন বহু দর্শকের মন জয় করেছে, তেমনই সমালোচনার মুখেও পড়েছে। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ছিলেন ব্রিটিশ ব্যান্ড কোল্ডপ্লের প্রধান গায়ক ক্রিস মার্টিন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী দুই কিংবদন্তি রোনাল্ডো ও রোনালদিনহো একটি ভিন্টেজ গাড়িতে করে মাঠে প্রবেশ করেন। এরপর মঞ্চে ওঠেন পপ স্টার ম্যাডোনা, যাঁর পরিবেশনা দর্শকদের মন কাড়ে। এরপর একে একে মঞ্চ মাতান কোরিয়ার জনপ্রিয় ব্যান্ড বিটিএস। তাঁদের বিশ্বখ্যাত গান 'ডায়নামাইট'-এ গোটা স্টেডিয়াম যেন নেচে ওঠে। অভিনেতা জেসন সুডেইকিস 'টেড ল্যাসো' চরিত্রে এসে পরিচয় করিয়ে দেন জাস্টিন বিবারকে। তিনি পরিবেশন করেন আবেগঘন 'এভরিথিং হাল্লেলুজা'। সবশেষে বিশ্বকাপের সরকারি গান 'ডায় ডায়' গেয়ে মঞ্চ কাঁপান শাকিরা। তবে এই তারকাখচিত অনুষ্ঠান শেষ হতে সময় লাগে প্রায় ২৭ মিনিট, যা ফুটবলের প্রচলিত ১৫-২০ মিনিটের বিরতির তুলনায় অনেকটাই বেশি। আর সেই কারণেই শুরু হয় বিতর্ক। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর বিবিসির আলোচনায় ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ফুটবলার ওয়েন রুনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, তিনি এই আয়োজন একেবারেই উপভোগ করেননি। তাঁর কথায়, তিনি শাকিরা, জাস্টিন বিবার কিংবা অন্যান্য শিল্পীদের পছন্দ করলেও এই অনুষ্ঠান তাঁকে মোটেও আকৃষ্ট করতে পারেনি। বরং তিনি অপেক্ষা করছিলেন কখন আবার খেলা শুরু হবে। এমনকি মজা করে বলেন, অনুষ্ঠানের সেরা মুহূর্ত ছিল যখন সেটি শেষ হয়। প্রাক্তন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অধিনায়ক রয় কিনও একই সুরে মন্তব্য করেন। তাঁর মতে, টেলিভিশনের দর্শকদের কাছে অনুষ্ঠানটি খুব একটা জমেনি, যদিও স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকেরা হয়তো বেশি উপভোগ করেছেন। তবে শাকিরার পরিবেশনা তাঁর ভালো লেগেছে বলেও জানান। সামাজিক মাধ্যমেও দেখা যায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ লিখেছেন, বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখতে এসেছেন, পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠান নয়। আবার কেউ কটাক্ষ করে মন্তব্য করেন, আমেরিকা সব বড় ক্রীড়া ইভেন্টকেই বিনোদনের মঞ্চে পরিণত করতে চায়। যদিও বিতর্কের মধ্যেও মাঠের খেলায় শেষ হাসি হাসে স্পেন। লিওনেল মেসির নেতৃত্বাধীন আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে ১৬ বছর পর দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ জিতে নেয় স্প্যানিশ দল। অতিরিক্ত সময়ের শেষ দিকে ফেরান তোরেসের করা গোলেই নির্ধারিত হয় ম্যাচের ভাগ্য। বিশ্বকাপ ফাইনালের এই প্রথম হাফটাইম শো তাই যেমন নতুন ইতিহাস গড়ল, তেমনই ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে জন্ম দিল নতুন বিতর্ক- ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চে কি সত্যিই এমন দীর্ঘ বিনোদনের প্রয়োজন ছিল?

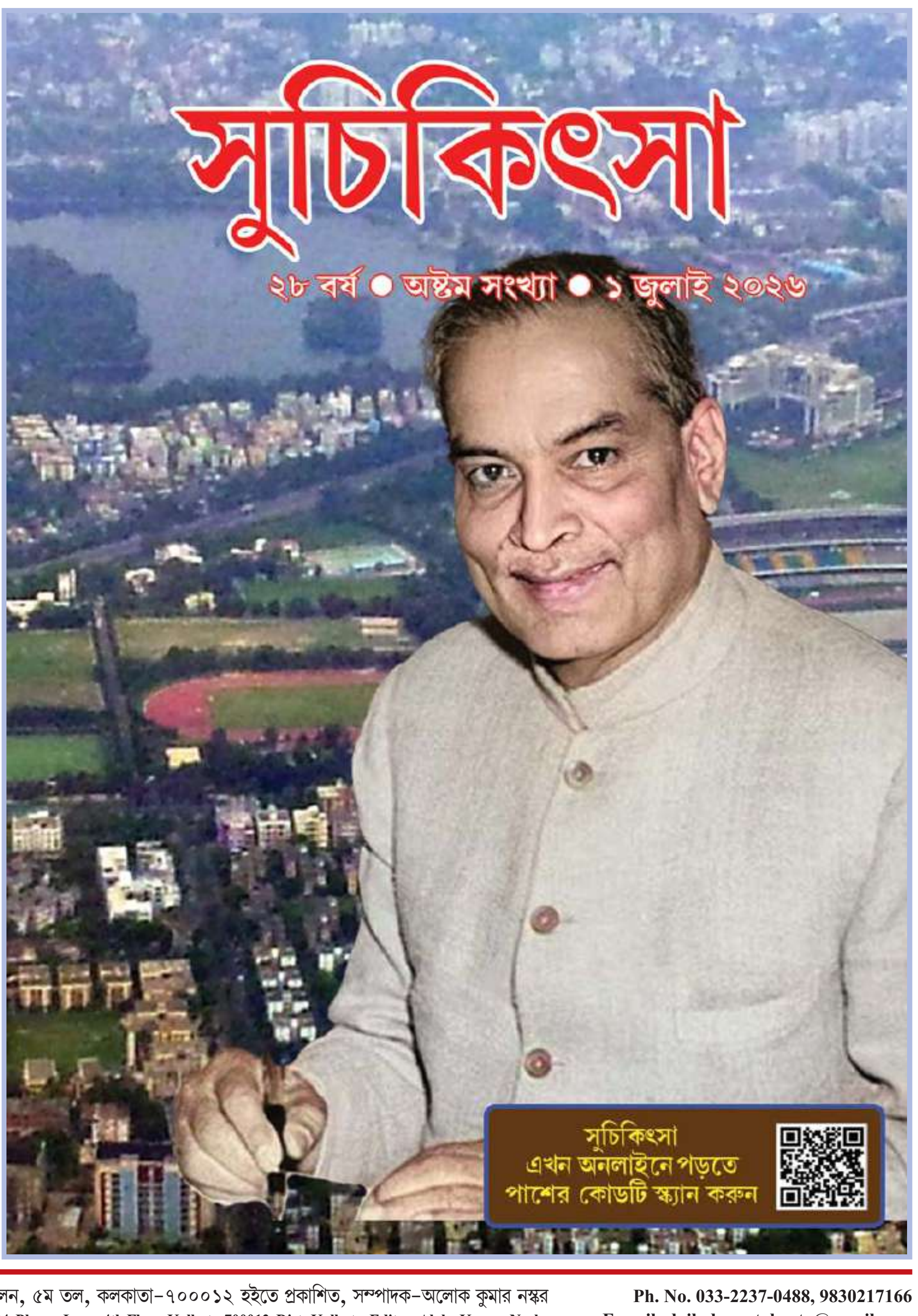

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com